পথের সাথী

(সামাজিক নাট

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাসের নাট্যরূপ

নাট্যরূপদাতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রঙ্‌মহলে প্রথম অভিনয়

২৬শে বৈশাখ, ১৩৪২

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্

২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

পৌষ, ১৩৫২ সাল

দাম : দেড় টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শৈলেন প্রেস, ৪নং সিমলা
ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

বাংলা থিয়েটারের আদি যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসকল নাট্য-রূপান্তরিত হইয়া বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসের নরনারী যে ভাষায় কথা কয়, নাটকেও সেই ভাষা রাখা হইত; এমন কি, বঙ্কিমের অনেক বর্ণনাও নাট্যরূপদাতা পাত্রপাত্রীর স্বগত উক্তির অন্তর্গত করিয়া দিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই। সেই সময় হইতে অনেকেরই ধারণা, উপন্যাস হইতে নাটকরচনা অতি সহজ ব্যাপার—উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি নাটকের দৃশ্য নাম দিয়া পাত্র-পাত্রীর কথাগুলি অবিকৃতভাবে তুলিয়া দিলেই নাটক হয়। গিনি সোনার হার গড়া বা বাজুবন্দ ভাঙ্গিয়া হার গড়া, সেকরার কাছে দু'টাই সমান পরিশ্রমের কাজ। হার গড়াইবার সময় বাজুবন্দর মধ্যে যেটুকু গিনি সোনা আছে, সেইটুকু ছাড়া আর কিছুই যেমন লওয়া চলে না, উপন্যাসেরও তেমনি গল্পের কাঠামো ছাড়া নাট্যরচনায় আর কিছুই লওয়া চলে না। কচিৎ পাত্রপাত্রীর কথোপকথন কোথাও কিছু দেওয়া যায়—না দিলেও ক্ষতি নাই!

এই নাট্যরচনার নিয়ম। যাঁর উপন্যাস তিনি মনে করেন তাঁর প্রতি অবিচার হইল। যিনি নাটক রচনা করেন তিনি ভাবেন 'আমি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিলাম, রস সৃষ্টি করিলাম, তবে সামান্য গল্পাংশের জন্য উপন্যাসরচয়িতার দ্বারস্থ হই কেন!' আমি যে সকল উপন্যাস হইতে নাট্যরচনা করিয়াছি, সেই উপন্যাস ও আমার নাটক যাঁরা

মিলাইয়া পড়িযাছেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আমায উক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি 'আমার এ বিড়ম্বনা কেন?'

"পর কৈনু আপন আমি
আপন কৈনু পর—"

পূর্ব্বে ছিলাম নাট্যকার, এখন হইযাছি নাট্যরূপদাতা!

আমি হয়ত মৌলিক সামাজিক নাটকও লিখিতে পারি। কিন্তু থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা উপন্যাসের নাট্যরূপই শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা! কারণ রূপান্তরিত নাটক অভিনয করিযা তাঁরা লাভবান হইয়াছেন; হইতেছেন,—তাঁদের দোষ দিতে পারা যায না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ সন্ধান করিবার প্রযোজন তাঁদের নাই, কিন্তু আমার আছে।

আমি পরের উপন্যাসে আমার স্বকীয নাট্যসৃষ্টির দ্বারা নূতন রূপ ও রস দিয়া আসিতেছি; কিন্তু যাঁদের উপন্যাস ইহাতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন, সাধারণ পাঠকপাঠিকা, বঙ্গালযের দর্শকও আমার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না।

আর কতদিন যে আমায এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে তাহা জানি না! রামের ইচ্ছা!—

১৮বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
৬ই আষাঢ়, ১৩৪২।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রঙ্‌মহলে

প্রথম উদ্বোধন রজনী

২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

সংগঠনকারিগণ ঃ

গল্পাংশ—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

নাট্যরূপ —শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

পরিচালকগণ — শ্রীশিশির মল্লিক, শ্রীসতু সেন, শ্রীযামিনী মিত্র, শ্রীঅমর বসু

প্রযোজক — শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসতু সেন

সুরশিল্পী—শ্রীঅমর বসু

নৃত্য শিক্ষক	শ্রীললিত গোস্বামী
হারমোনিয়ম বাদক	,, হরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো বাদক	,, কুমুদকান্ত ভট্টাচার্য্য
তবলা বাদক	,, পূর্ণ দাস
বংশী বাদক	,, বিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বেহালা বাদক	,, রতনলাল দাঁ ,, সন্তোষ দে
মঞ্চাধ্যক্ষ	,, মতিলাল সেন
ঐ সহকারী	,, রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী
আলোক সম্পাতকারী	,, খগেন্দ্রনাথ দে (বোকা)
স্মারক	,, মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ,, অধীরকুমার ঘোষ

উদ্বোধন রজনীর নটনটীগণ

—পুরুষ—

বসন্ত সেন	...	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
শরদিন্দু সেন	...	...	শ্রীরবি রায়
শশাঙ্ক সেন	...	...	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
জ্ঞানচন্দ্র	...	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় পরে শ্রীবিনয়কুমার বসু
গয়ারাম	...	...	শ্রীকালীপদ বসু
অমরেশ্বর দত্ত	...	...	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
অর্দ্ধেন্দু	...	...	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
হরমোহন	...	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
হিরণ্ময়	...	...	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনারায়ণ	...	...	শ্রীভূমেন রায়
বনমালী বাঁড়ুয্যে	...	...	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মধুসূদন নাগ	...	...	শ্রীললিত সিংহ
রামনারায়ণ	...	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
বৈতালিকদ্বয়	...	...	শ্রীশচীন দাসগুপ্ত শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য

—স্ত্রী—

বিন্দুবাসিনী ...	... রাজলক্ষ্মী
সরযূ ...	... আশমানতারা
শোভা ...	... চারুবালা
প্রতিমা ...	... পদ্মাবতী
আন্নাকালী ...	... রেণুবালা (সুখ) পরে আঙ্গুরবালা
বগলা ...	... সরস্বতী
নর্ম্মদা ...	... আঙ্গুরবালা পরে সুহাসিনী
রুবি ...	... শান্তি গুপ্তা
সুমতি ...	... মহামায়া
অনঙ্গ কীর্ত্তনী ...	... উমাতারা
মঞ্জরী বাইজী ...	... লক্ষ্মীপ্রিয়া

———

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

বসন্ত সেন	···	শিবপুরবাসী জমিদার
শরদিন্দু সেন	···	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
শশাঙ্ক সেন	···	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
জ্ঞানচন্দ্র	···	ঐ সরকার
গয়ারাম	···	ঐ ভৃত্য
অমরেশ্বর দত্ত	···	ইস্কুল মাষ্টার
অর্দ্ধেন্দু	···	অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার
হরমোহন	···	অবসরপ্রাপ্ত জজ্
হিরণ্ময়	···	শিক্ষিত যুবক
নরেন্দ্রনারায়ণ	···	কুকুমপুরের জমিদার (রাজা)
বনমালী বাঁড়ুয্যে	···	ঐ উজীর
মধুসূদন নাগ	···	ঐ সেনাপতি
রামনারায়ণ	···	ঐ রাজবৈদ্য

দরোয়ান, দেহরক্ষিগণ, বৈতালিকদ্বয় প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

বিন্দুবাসিনী	...	বসন্ত সেনের প্রথমা পত্নী
সরযূ	...	ঐ দ্বিতীয়া পত্নী
শোভা	...	ঐ সেনের কন্যা
প্রতিমা	...	ঐ পুত্রবধূ (শরদিন্দুর স্ত্রী)
আন্নাকালী	...	ঐ প্রতিবেশিনী
বগলা	...	ঐ দাসী
নর্ম্মদা	...	অমরেশ্বরের স্ত্রী
করবী (রুবি)	...	ঐ কন্যা
সুমতি	...	হিরণ্ময়ের মাতা

অনঙ্গ কীর্ত্তনী, মঞ্জরী বাইজী প্রভৃতি।

পথের সাথী

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—বসন্তবাবুর শিবপুর গঙ্গাতীরস্থ বৃহৎ অট্টালিকা—অন্তঃপুরস্থ
বসিবার কক্ষ—গয়ারাম তামাক সাজিতেছিল,
বসন্তবাবু উপর হইতে নীচে নামিলেন।

বসন্ত। ছোট বউ!

গয়ারাম। ডাকবো? (অন্দরাভীমুখী হইয়া)—ছোট মা, বাবু ডাক্‌ছেন—(নেপথ্যে) "যাই"

(ছোট বউ সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। কি গা!—কি হয়েছে—!

বসন্ত। ঘুমুচ্ছিলাম!—ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ যেন মনে হ'ল heartটা stop ক'রেছে—

সরযূ। ওমা—সে কি গো! দিদি—

বসন্ত। না না তাকে ডেকোনা, সে তো এ সব বিশ্বাস করে না, বলে সখের ব্যারাম, তাকে আর ডেকে কাজ নেই, বুকখানায় একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।

সরযূ। তবে কি হ'বে!

বসন্ত। তুমি একটু স্থির হ'য়ে বস, তাহ'লেই আমি সাম্‌লে উঠবো।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

সরযূ। দিদি ওঁর সেই হার্টের অসুখটা এখন আবার—

বিন্দু। হাঁ, বুঝতে পেরেছি, ব্যবস্থা হ'চ্ছে—! গয়ারাম যা'তো বাবা—চট্ ক'রে জ্ঞানকে ডেকে আন্, আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি—

গয়ারাম। যে আজ্ঞা মা—

[প্রস্থান।

বিন্দু। ছোট বউ—এইদিকে একবার আয়—আচ্ছা থাক্—তুই ওঁর কাছেই থাক্—আমি শোভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি—ওরে শোভা—শোভা—

[প্রস্থান।

(শোভা ভিতর হইতে উত্তর দিল)

শোভা। "যাই বড়মা—"

বসন্ত। কেন আবার বড়গিন্নীকে বল্‌তে গেলে?

সরযূ। তা হোক্,—বড়দি বোঝে সোজে, আমার বাপু বড় ভয় করে—। তোমার অসুখ শুন্‌লে—আর হাত পা ওঠে না—

বসন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম বোধ হয় heart fail ক'রেছে—।

সরযূ। থাক্ আর ওসব কথা ব'লোনা। আজকাল ওই এক বালাই হ'য়েছে। হার্টফেল! বাবা বলেন সেকালে ও রোগ ছিল না—! সেবার সেই তোমার নামে উকিলের বড় ছেলে, খাসা ছেলে, আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেল!

(শোভার ঔষধ লইয়া প্রবেশ)

শোভা। বাবা, বড়মা এই ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন—

বসন্ত। কি ওষুধ ?

শোভা। বল্লেন সেই যে তোমার জন্যে সেবার কেনা হ'য়েছিল, ছোট্ট একটা শিশিতে ছিল। দশ ফোঁটা দিয়েছেন—

বসন্ত। দাও খেয়ে রাখি! (পান করিলেন।)

সরযূ। তুই কি করছিলিরে শোভা সারা দুপুরটা ?

শোভা। বড়মাকে একখানা বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম, খাসা বই, ছোড়্দা কল্‌কাতা থেকে এনে দিয়েছে—

সরযূ। নিজের মা ম'ল কি বাঁচ্‌লো তা ছেলে কি মেয়ে কেউ একবার খোঁজও নেয় না—

শোভা। বালাই, ষাট্‌, তুমি মর্‌তে যাবে কেন! তুমি তো খাসা খেয়ে দেয়ে সারা দুপুরটা ঘুম দিলে। ডেকে তোমার সাড়া পাওয়া যায় না।

সরযূ। না ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না! ও রকম ক্ষুদে শ্বাশুড়ীর মত হাড় জ্বালানো কথা বলিস্‌নে শোভা! বড়দি আদর দিয়ে দিয়ে যা তোদের তৈরী ক'চ্ছেন ; যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে!

শোভা। তুমি আমায় কোন দিন দু' চোখে দেখ্‌তে পারো না, কাছে এলেই বকুনি দাও, তোমার কাছে থাক্‌তে আমার ব'য়ে গেছে।

[প্রস্থান।

বসন্ত। আচ্ছা বড় গিন্নীর কাছে তো ওরা বেশ থাকে—! তুমি ছেলে-মেয়ে মানুষ কর্‌তে জাননা ছোট বউ—তোমারই পেটের ছেলে-মেয়ে তোমার চাইতে বড়গিন্নীর বশ্‌। এইতেই বোঝ—

সরযূ। দিদির আর কি বল। উনি আদর দিয়েই খালাস। আমি

তো আর ঐ রকম অসৈরণ দেখ্‌তে পারিনে—। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যখন শাশুড়ীর খোঁটা খাবে—তখন সে মাগী তো সৎমাকে বুঝবেনা—আসল গুঁড়ি ধ'রেই নাড়্‌বে।

বসন্ত। তুমি তো খুব সাবধান ছোট বউ—।

সরযূ। দেখনা, বাবা এসে দুটো দিন রইলেন—তা নাতি কি নাত্‌নী কেউ যদি একটিবার তাঁর কাছে এল—বরং শরদিন্দু আর বউমা তবু এক আধবার খোঁজ-খবর নিয়েছে—পোড়া কপাল, পোড়া কপাল! অথচ দিদির বাপের বাড়ীতে গিয়ে—

বসন্ত। শরদিন্দুর চেয়ে সবাই তো তোমার ছেলেরই সুখ্যাতি করে—। ও লেখাপড়ায় খুব ভাল—

সরযূ। হ্যাঁ, দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে চোখের মাথাটি খেয়েছেন—ঐ টুকুন ছেলে, বুড়োর মত চোখে এক জোড়া চশমা!

বসন্ত। তা তোমার বাবাকে একবার ডাকই না—, তিনি না হয় হাতখানা একবার দেখুন—

সরযূ। কেন আবার কি হ'লো?

বসন্ত। না—তবু তিনি একজন বহুদর্শী কবিরাজ তো বটে—

সরযূ। তিনি কি এখনো আছেন—তিনি আজ ভোরেই চ'লে গেছেন—। তাঁর কি কোন জায়গায় গিয়ে থাক্‌বার উপায় আছে—

বসন্ত। হ্যাঁ শুনেছি বটে যত বুড়ো হ'চ্ছেন তত পসার বাড়্‌ছে—

সরযূ। রাজাবাবুরা কত খোসামোদ ক'রে তবে বাবাকে পাঠিয়েছে। তাদের বড় ইচ্ছে—আমাদের ঘরে একটা কাজ করে—মেয়েটিও খাসা—!

বসন্ত। তা শশাঙ্ককে একবার ওর দাদামশায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই তো পার্‌তে, নিজের চোখে দেখে মেয়ে পছন্দ ক'রে আস্‌তো—, না হয় কোনো বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত—

সরযূ। একদিন বাবা শশাঙ্ককে বিয়ের কথা ব'লেছিলেন তারপর থেকে আর বাবার সঙ্গে দেখাই ক'ল্লে না!

জ্ঞান। (নেপথ্যে) ছোটমা একটু সরে যা'বেন, আমি ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—

[সরযূর প্রস্থান।

(জ্ঞানচন্দ্র সরকার ও প্রবীণ ডাক্তার অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্রবেশ)

বসন্ত। তুমি আবার সাত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক্‌তে গেলে কেন হে জ্ঞানচন্দ্র—

জ্ঞান। আজ্ঞে—বড়মা ব'লে দিলেন যে—

বসন্ত। তোমার বড়মার যেমন কাণ্ড! নিজেই তো ডাক্তারী কল্লেন এই একটু আগে—

বিন্দু। (নেপথ্যে) জ্ঞান শোন—

(জ্ঞানচন্দ্র নিকটে গেল)

ডাক্তার বাবুকে ব'লে দাও—একটু যেন ভাল ক'রে দেখেন—পুরোনো ডাক্তারের কথা উনি গ্রাহ্য করেন না বলে নতুন ডাক্তার আনিয়েছি।

জ্ঞান। ডাক্তারবাবু বড়মা বল্‌ছেন—

অর্দ্ধেন্দু। হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি, পুরোনো ডাক্তারকে বাবু গ্রাহ্য করেন না—

বসন্ত। তাই বড়গিন্নী এবার একটু ঘটা ক'রে চিকিৎসা করাতে চান—ওরে গয়ারাম ডাক্তারবাবুকে তামাক দিয়ে যা—

অর্দ্ধেন্দু। আজ্ঞে আমি তামাক খাইনা—

বসন্ত। তামাক খান না? কেন বলুন তো, তামাক তো বেশ ভাল

জিনিষ, তামাকটা খাবেন—খাস-গয়া থেকে আনানো ভাল অম্বুরি, চমৎকার খোসবাই—!

অর্দ্ধেন্দু। না দরকার নেই,—ধন্যবাদ!

বসন্ত। আচ্ছা তা হ'লে ভাল সিগারেট্, কি সিগার—কি খান আপনি?

অর্দ্ধেন্দু। ভাল brandএর সিগার থাকে তো—তাই বরং—

বসন্ত। জ্ঞান! একটা সিগার নিয়ে এসতো আমার বাইরের ঘর থেকে—

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা আপনার অসুখটা কি?

বসন্ত। ব'ল্‌ছি—আপনি একটু স্থির হ'য়ে বসুন। জ্ঞান! একটু দেখোতো গিন্নীরা কেউ যেন উঁকিঝুঁকি না মারেন—বলবে—ডাক্তারবাবু অত্যন্ত নির্জ্জনে বেশ ভাল ক'রে রুগী পরীক্ষা ক'রতে চান—

(জ্ঞানচন্দ্রের প্রস্থান)

অর্দ্ধেন্দু। (নেপথ্যে) আপনার অসুখটা কি এইবার বলুন তো?

বসন্ত। আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন—?

অর্দ্ধেন্দু। এই মাস দুই—

বসন্ত। আগে কোথায় ডাক্তারি কর্ত্তেন?

অর্দ্ধেন্দু। Government serviceএ ছিলাম। অনেক District ঘুরেছি—Retire করার পর এইখানেই আছি।

বসন্ত। আমার ইতিহাস কিছু জানেন না?

অর্দ্ধেন্দু। আজ্ঞে না।

বসন্ত। আচ্ছা, আগে আপনার যন্তরপাতি দিয়ে পরীক্ষা করুন—তারপর আমার কথা আমি পরে বল্‌বো—

(ডাক্তার Stethoscope লাগাইয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন)

অর্দ্ধেন্দু। আপনার heartটা যেন বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে—অথচ বাইরে থেকে দেখ্‌লে—

বসন্ত। সত্যি heart দুর্ব্বল ?

অর্দ্ধেন্দু। হ্যাঁ দুর্ব্বল বৈ-কি।

বসন্ত। সত্যি দুর্ব্বল ?

অর্দ্ধেন্দু। হ্যাঁ ; আচ্ছা আপনার কি Beri-beri হ'য়েছিল—

বসন্ত। Beri-beri—তা বোধ হয় হ'য়েছিল। আবার নাও হ'তে পারে—

অর্দ্ধেন্দু। সে কি মশাই—?

বসন্ত। মানে তাকে আপনি Beri-beri ব'ল্‌তেও পারেন, আবার নাও ব'ল্‌তে পারেন—

অর্দ্ধেন্দু। ঠিক্ diagonisis হয় নি ?

বসন্ত। এক রকম তাই—!

অর্দ্ধেন্দু। এক রকম তাই কি মশায়, আপনি ঠিক্ ক'রে কিছু বলুন—

বসন্ত। আমি ঠিক্ ক'রে কখনো কিছু বলিনে—তাইতো বড়গিন্নী নিজে এসে ব্যবস্থা ক'রে গেলেন—

অর্দ্ধেন্দু। মানে আপনার ব্যায়রামটা ঠিক Beri-beri না Fileria সেটা বোধ হয় ডাক্তারবাবুরা definitely কিছু বলেন নি ?

বসন্ত। তাঁদের হয়তো বল্‌বার ইচ্ছে ছিল—আমি বল্‌তে দিই নি—

অর্দ্ধেন্দু। না না আপনার ভাল রকম চিকিৎসা হওয়া দরকার—রোগ্‌টির origin কি আমায় বলুন তো—রোগের ইতিহাসটা জানা দরকার—

বসন্ত। বলছি, কথাটা একটু গোপনীয়। তবে আপনি যখন ডাক্তার—

অর্দ্ধেন্দু। কি—কথা—?

বসন্ত। আচ্ছা, আপনি বাংলা সাহিত্য আলোচনা ক'রে থাকেন—?

অর্দ্ধেন্দু। বাংলা সাহিত্য—?

বসন্ত। আপনি দীনবন্ধু বাবুর "জামাই বারিক" পড়েছেন—?

অর্দ্ধেন্দু। "জামাই বারিক" —হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছিলাম বটে সেকালে—

বসন্ত। আপনি সেকেলে মানুষ বলেই বলছি। তাতে পদ্মলোচন আর বগী বিন্দীর গল্পটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে—

অর্দ্ধেন্দু। হ্যাঁ তা আছে—কিন্তু তার সঙ্গে আপনার বর্ত্তমান রোগের সম্বন্ধটা কি—?

বসন্ত। বল্‌ছি—! তামাকটা বেশ ম'জে এসেছে—দুটো সুখটান দিয়ে নিই—আপনাকে ডবল ভিজিট দেব—ভয় নেই ইতিহাসটা শুনুন—এ অঞ্চলের লোক সবাই জানে—। আপনি এখানে ছিলেন না তাই জানেন না—শুনুন—আমার ঐ "জামাই বারিকের" পদ্মলোচনের মত দুই সংসার, দুইটিই বর্ত্তমান—তবে তাঁরা বগী বিন্দীর মত নয়—খুব ভাল—

অর্দ্ধেন্দু। আপনি তা হ'লে ভাগ্যবান পুরুষ!

বসন্ত। ভাগ্যটা অবিশ্যি নেহাৎ খারাপ ছিল না।

অর্দ্ধেন্দু। তা দুই বিয়ে কেন কর্‌লেন মশায়? আজকের দিনে এক স্ত্রী থাক্‌তে—

বসন্ত। ভাগ্যে লেখা ছিল মশায়। আমি না ব'ল্লে—কি আর না হয়—। বড়গিন্নী ঐ দেখ্‌লেন তো খুব ভারিক্কি মেজাজ আমায় ভালও বাসেন খুব, তবে ছোট গিন্নী আসার পর থেকে কি রকম যেন গুম হ'য়ে রইলেন—

অর্দ্ধেন্দু। খুবই স্বাভাবিক—!

বসন্ত। উনি সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখেন শোনেন। যত্ন আত্তি সব করেন। ছেলে-পুলে মানুষ করেন। অথচ আমার কাছে আর আদৌ ঘেঁষেন না—

অর্দ্ধেন্দু। ওঃ, তাই বুঝি আপনি—

বসন্ত। হ্যাঁ—তাই আমি—ওঁর মন্‌টা একটু নরম করবার জন্যে অসুখের ভাণ্ কর্‌তে লাগ্‌লাম মশায়! এখন এদিকে এই স্থূলকায় দেহ—সাতটা বাঘের আহার—তারপর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোগ—সবই ঠিক্ রইল—অথচ রোগ হওয়া চাই—নইলে বড় গিন্নী ফিরেও দেখেন না—কাজেই বলতে হল heartএর palpitation—অমন সুবিধের ব্যায়রাম আর কি আছে বলুন—

অর্দ্ধেন্দু। তারপর একদিন বুঝি সত্যিই পালে বাঘ এল—কেমন?

বসন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—আর সেই শুভদিনটি বোধ হয় আজ—!

অর্দ্ধেন্দু। এই আপনার রোগের ইতিহাস—?

বসন্ত। আসল ইতিহাস এখনো বলা হয়নি। এ তো মশায় সবে উপক্রমণিকা, আপনি আসুন আমার সঙ্গে—গঙ্গার ধারে আমার বাগানে—বেশ ভালো জায়গায়—চমৎকার হাওয়া—। কোন্ গিন্নী আবার কোন্‌দিক্ থেকে এসে হঠাৎ শুনে ফেলবেন। আসুন—

[নেপথ্যে—বসন্ত বাবুর বড় ছেলে শরদিন্দুর গলার স্বর
শোনা গেল সে তার স্ত্রীকে বলিতেছে—]

"একি, তুমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছ—ওঠ, ওঠ, এই গামছাখানা আর ঘড়াটা নাও—আমি গঙ্গার ধারে ঘাটের পথে ক্যামেরা set ক'রে রেখে এসেছি—আর দেরী কর্‌লে light পাওয়া যাবে না—এস—

[সস্ত্রীক শরদিন্দু তাড়াতাড়ি সেই ঘরে প্রবেশ করিল স্ত্রীর কক্ষে
পিতলের ঘড়া—কাঁধে গামছা মুখে-মৃদু হাসি
শরদিন্দু পিতাকে লক্ষ্য করে নাই]

শরদিন্দু। আজ্‌কের pose হবে—"বেলা যে প'ড়ে এল জল্‌কে চল্‌"।

বসন্ত। বৌমা, বাড়ীতে কি ঝি চাকরগুলো ম'রেছে যে তুমি জল আন্‌তে যাচ্ছ—?

প্রতিমা। ওমা—বাবা যে—

[একহাত জিভ্‌ কাটিয়া প্রতিমা ঘড়া রাখিয়া প্রস্থান
করিল, শরদিন্দুও লজ্জিত হইয়া চলিয়া
যাইতেছিল—]

বসন্ত। এই শমৃতা—এদিকে আয়,—শোন্—

(শরদিন্দু নত মস্তকে পিতার কাছে আসিল)

ভালমানুষের মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে কি বাঁদরামি হচ্ছে দিনরাত ?

শরদিন্দু। তুমি তো আমার সব কাজেই বাঁদরামি দেখ—! জান Barnerd Shaw বলেন "photography is a greater art than painting."

বসন্ত। কি সা ?

শরদিন্দু। Barnerd Shaw.

বসন্ত। শুঁড়ি—? যেমন তুমি আর্টিষ্ট, তেম্‌নি তোমার সমজদার আসুন ডাক্তার বাবু—

[শরদিন্দুর প্রস্থান।

ডাক্তার। হ্যাঁ দেখুন বসন্তবাবু আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো ?

বসন্ত। বেশ, তো জিজ্ঞাসা করুন—।

ডাক্তার। Are you too fond of life?

বসন্ত। বাংলায় বলুন। মাতৃভাষার উপর আমার বড় অনুরাগ। বিজাতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা আমি তেমন পছন্দ করিনে।

ডাক্তার। ঠিক্ ঠিক্ আমারই অন্যায় হ'য়েছে—। হ্যাঁ আমি বলছিলাম আপনি কি বড্ড বেশী বাঁচতে ভালবাসেন! অর্থাৎ জীবন কি আপনার কাছে অত্যন্ত প্রিয়?—

বসন্ত। কেন বলুন তো? আপনি কি বাঁচতে ভালবাসেন না নাকি?

ডাক্তার। না না আমার কথা হ'চ্ছে না—আমি আপনাকে প্রশ্ন ক'রছি। ধরুন আপনি যদি হঠাৎ মারা যান—will you like it or dislike it—?

বসন্ত। বাংলায়—

ডাক্তার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, please excuse me.

বসন্ত। বাংলায়—

ডাক্তার। আমায় ক্ষমা ক'রবেন—আমি বলছিলাম কি—আপনি যদি হঠাৎ মারা যান—আপনি কি সেটা পছন্দ ক'রবেন, না অপছন্দ ক'রবেন—?

বসন্ত। ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছিনে ডাক্তারবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্য্যন্ত আমার হঠাৎ মৃত্যু সম্বন্ধে—আমি খুব সচেতন ছিলাম না—আচ্ছা কেন বলুন তো এ প্রশ্নটি ক'রলেন—? আমার কি সত্যই হঠাৎ মারা যাবার কোন সম্ভাবনা আছে—?

ডাক্তার। হঠাৎ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। দেখুন, আমি heart, mind আর brainএর specialist, তার উপর

একটু মৃত্যুতত্ব—আলোচনা ক'রেছি—। হঠাৎ মৃত্যুটা মানুষের আত্মার পক্ষে খুব ভাল না—

বসন্ত। কেন হঠাৎ মারা গেলে কি মানুষ মৃত্যুর পর ভূত হয়—?

ডাক্তার। ভূত হ'তে পারে। বেশ খাসা হেসে-খেলে বেড়াচ্ছেন—সুখে-স্বচ্ছন্দে আছেন—এমন সময় যদি হঠাৎ মারা যান, আত্মা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝতেই পারে না—সে দেহের ভিতর আছে কি দেহ থেকে মুক্তি পেয়েছে! সেই অবস্থাটা বড় খারাপ। সেইজন্যেই মানুষকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়।

বসন্ত। আস্তে! গিন্নীরা শুনতে পেলে আপনার পক্ষে একটু—অসুবিধে হ'তে পারে, তার চেয়ে চলুন বাগানে গিয়েই কথাবার্ত্তা কই—

ডাক্তার। আচ্ছা তাই চলুন। বসন্তবাবু I see, the world is too much with you.

বসন্ত। (যাইতে যাইতে) বাংলায়—

[উভয়ের প্রস্থান।

(শরদিন্দু ও প্রতিমার প্রবেশ)

শরদিন্দু। প্রতিমা, প্রতিমা, শোন, বাবা চ'লে গেছেন এখানে আর কেউ নেই—

প্রতিমা। তুমি আমায় মাঝে-মাঝে এমন লজ্জায় ফেল—

শরদিন্দু। তুমি ছাদে যাও—আমি হটোকে দিয়ে cameraটা আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকবে—আমি caption দেব—

"আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান—"

প্রতিমা। ছবিই তুলছো আজ এক বছর ধ'রে, কোনো ছবিতো

আজও মাসিকপত্রে বেরুলো না! তুমি কেবল মুখেই জাঁক কর। আমি আর ছবি তোলাবো না।

শরদিন্দু। না না লক্ষ্মীটি—আজকের sunsetটা wonderful! পড়ন্ত সূর্য্যের আলো তোমার মুখে প'ড়্‌লে যা শোভা হবে "you will look like an angel" এস—আমি তবে cameraটা আনবার ব্যবস্থা ক'রে আসি—

প্রতিমা। এই কাপড়ে যাব—না আর একখানা কাপড় প'র্‌বো—"এতো জল্‌কে চলা"র কাপড় ?

শরদিন্দু। কাপড় আর প'রতে হ'বেনা—তাহ'লে light পাওয়া যাবে না—full figure তো নেব না—মুখখানা খুব prominent হবে—একটা বেশ ভাল facial expression দেবে—এসো এসো—

(আন্নাকালীর প্রবেশ)

আন্নাকালী। তোমার শাশুড়ীরা সব কোথায় বৌমা ?

শরদিন্দু। তুমি আপনি খুঁজে দেখ পিসী—এই আশে পাশেই আছেন—বৌকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না—। ও আমার সঙ্গে একটা বড় জরুরী কাজে চ'লেছে—

[উভয়ের প্রস্থান

আন্না। অবাক্ কাণ্ড মা—কালে কালে এসব হ'ল কি, ও ছোট বউ, ছোটবউ—!

সরযূ। (নেপথ্যে) আন্নাকালী ঠাকুরঝি ?

আন্না। হাঁা ভাই—

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। এস ঠাকুরঝি—বস—পান খাও—

আন্না। তা হ্যাঁ ছোট বৌ—কালে কালে এ সব কি হ'চ্ছে—(নিম্নস্বরে) তোমাদের বড় বেটা আর বেটার বৌ'যের কথা বল্‌ছিলাম—আমার সাম্‌নে' দিয়ে—সাহেব বিবির মত হাত ধরে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল—'বৌমা-বৌমা' ব'লে কত ডাক, তা একটা "রা" কাড়লে না—?

সরযূ। খাস্ বড়গিন্নীর বেটা বউ—ওদের উপর কে কথা কইবে বল! বলে "রাজার নন্দিনী প্যারী যা করিস্ তাই শোভা পায়!"

আন্না। বলি তুমিওতো একদিন ছোট খাটো বৌটি ছিলে গো। রূপও ছিল যৌবনও ছিল—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আজও আছে,—বল্‌তে নেই—সোয়ামীর ভালবাসাও ছিল—তা কই ভাই, তোমায় ত' কোনদিন এ রকম বেহায়াপানা করতে দেখিনি—।

সরযূ। ঠাকুর্‌ঝি তুই আর জ্বালাস্‌নি ভাই। বলে কিসে আর কিসে—"ধানে আর তুষে!" আমি অমনধারা ক'র্‌লে আমায় কবে ঝাঁটা মেরে দূ'র ক'রে দিত—আমিতো জজ ম্যাজিষ্ট্রেরের মেয়ে না—আমার বাপ যে গরীব। জানই তো সব ঠাকুর্‌ঝি, আর শুধু শুধু ঘাঁটাও কেন? আমায় এনেছিল যার জন্যে তা' তো হ'য়ে গেছে—ছেলে মেয়ে বিই'য়ে বড়গিন্নীর হাতে তুলে দিয়েছি। তিনিই তাদের মা—মায়ের উপর যদি কিছু থাকে তাই; কথা কইনে তাই এই—আর কথা কইলে না জানি কি হোত—?

আন্না। আহা বৌ, তোর কথা আমরা পাড়ায় বলাবলি করি। একেই বলে থাক্‌তে বঞ্চিত—অমন সোনারচাঁদ ছেলে, মেয়ে, জামাই—

সরযূ। ছেলে, মেয়ে, কি আর আমার দিদি—আমিতো পেটে ধরেই খালাস। এতদিন যে আমায় বনবাস দেয়নি এই ঢের—নেহাৎ কর্ত্তার

খিচ্‌মৎ আর কেউ খাট্‌তে পারে না—ওই একটু বিধেতা পুরুষ বোধ করি দয়া ক'রে কপালের একপাশে লিখে দিয়েছিল।

আন্না। তোমার বাপ না শশাঙ্কর বিয়ের কি সম্বন্ধ এনেছিলেন,—তার কি হ'ল—সব ঠিক্ হ'য়ে গেল—

সরযূ। তুমি পাগল হ'যেছ দিদি, ওযে আমার গরীব বাপ। একি বড় গিন্নীর জজ্ বাপ, যে নাতির বিয়ের সম্বন্ধ করেছি ব'লে চিঠি লিখ্‌তেই—মেয়ে, জামাই, নাতি সব গিয়ে তার বাড়ীতে হাজির হ'বে—?

আন্না। কেন বসন্ত দাদাও কি—কিছু—

সরযূ। তোমার দাদার কি আর পদার্থ কিছু আছে—বড় গিন্নী তাতে ঠিক আছেন—। সেই যে কি বলে না "ঘর সর্ব্বস্ব তোমার, চাবী কাটিটি আমার"! সে যতক্ষণ বড় গিন্নী মত না দেবেন, কার সাধ্যি! ঐতো শরীর—বড় গিন্নী বড় গিন্নী ক'রে মরতে বসেছে—তা একবার চোখ চেয়ে দেখে—? আজ আবার সোহাগ ক'রে বড় ডাক্তার ডাকানো হ'য়েছিল! আ দেখ্‌লে মিন্‌যে তাতেই একেবারে গ'লে গেল—

আন্না। কেন বসন্ত দাদার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে না কি—?

সরযূ। ওঁর অসুখ বিসুক সবই ওই বড়গিন্নী! এমন পাষাণ—ঠাকুরঝি তোমায় আর কি বলবো। এসব ঘরের কথা কাউকে তো বলিনি কখনো। এই আজ তোমায় বলছি, আমায় ঘরে আনার পর—আজ ২৫ বছর ধ'রে সোয়ামী ব'লে গ্রাহ্য করে—একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করে? আমি কত খোসামোদ করিছি—"দিদি অমন ক'রনা, অমন করতে নেই"। তা কার কথা কে শোনে বলে—"তুই হচ্ছিস টুনি, তোর কথা কি শুনি"। কেবল মন গুমরে থেকে-থেকে তোমার দাদা এই অসুখটি বাধিয়েছেন!

আন্না। তা' বড়বৌ, তোমার বাবার মুখের উপর জবাব দিয়ে দিলে না কি ?—

সরযূ। কথা পাড়লে তাই হোত, আমি বাবাকে সাবধান ক'রে দিলাম—বাবা আর বড়দিকে কিছু বলেন নি—তোমরা তো পাড়ায় পাঁচজন আছ, ন্যায়-অন্যায় সবই দেখছো। তোমরাই বল, নিজের পেটের ছেলেকে সাত-সকাল পড়ার মেহনৎ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন,—আর এ আমার পেটের ছেলে কি না—দিন-রাত প'ড়ে প'ড়ে দেহ পাত করুক —চোক যাক্, অম্বল ব্যারাম হক্,—দরদ জানাচ্ছেন, ছেলে লেখাপড়া শিখছে। এম-এ পাশ দিয়ে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে, তবে বড়গিন্নী ছেলের বিয়ে দেবেন। বলে 'মার চেয়ে দরদী তারে বলে—'

বিন্দু। (নেপথ্যে)—শোভা এই দিকে আয় মা চুলটা বেঁধে দি! সন্ধ্যা হয়ে এল।

সরযূ। শুনলে তো—মেয়ের উপর দরদ জানান হচ্ছে। আর মেয়েটাও তেমনি, সব সমান, ওই তো আসছেন একবার ব'লে দেখ না!

(বিন্দু ও শোভার প্রবেশ)

বিন্দু। আয় মা আয়, সন্ধ্যে হয়ে গেল চুল কটা বেঁধে দি—বউমা আবার কোথায় গেলেন—

শোভা। বউদি! সে বড়দা কোথায় নিয়ে গিয়ে ফটো তোলাচ্ছে। মা গো মা, এদের ছবি তোলায় অরুচি হয় না—মা! কত ছবি যে তুলেছে বড়মা, যদি দেখ একবার, শুয়ে, ব'সে, দাঁড়িয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে—

আন্না। বড় বউ!

বিন্দু। ওমা ঠাকুরঝি যে—কতক্ষণ ?

আন্না। তবু ভাল বড়বৌ! গরীব ননদের দিকে চোখ তুলে চাইলে।

বিন্দু। ওকি কথা ঠাকুরঝি—অমন কথা ব'লোনা—ছোট বউয়ের কাছে এসেছিলে, আমায় খোঁজ করলে আমার দেখা পেতে।

আন্না। তা হ্যাঁ বড় বউ, শরতের তো খাসা পটের ছবি বউটি এনে দিয়েছ। এইবার শশাঙ্কের বউটি এনে দাও—ওকে আর কতদিন আইবুড়ো কার্ত্তিক ক'রে রেখে দেবে?

বিন্দু। শশাঙ্ক শরদিন্দুর চেয়ে দু' বছরের ছোট, তা ছাড়া ও লেখা পড়ায় ভাল। শরৎ তো বিয়ে ক'রেই পড়া ছাড়লো, শশাঙ্ক এম-এ পাশ না করলে, আমি ওর বিয়ে দেবো না।

আন্না। সেকি একটা কথার কথা হোল বড়বৌ! শশাঙ্কও ত' আর কচি ছেলেটি নয়—সোমত্ত বয়েস। তোমার পুতের বউটি এলো,—ছোট বউয়েরও তো ভাই মনের মধ্যে সাধ যায়, ওরও অমনি একটি টুক্-টুকে বউ এসে ঝুমুর-ঝুমুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়—

বিন্দু। তা বেশ তো, ছোট বউএর সাধ যায়—ছোট বৌ দিক্ না ছেলের বিয়ে, আমি ত আর মানা করিনি, ছেলের মত করাক্, ছেলের বাপকে বলুক—

আন্না। শুনছিলাম না কি ছোটবৌয়ের বাপ ওদের দেশের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করছেন,—খাসা মেয়ে—

বিন্দু। ও—তাই বুঝি তিনি এসেছিলেন!—তা বেশ তো—আমি ত আর শুনিনি—

শোভা। ছোড়দা বলেছে এখন সে বিয়ে করবে না—আর বৌদির মতন ও রকম মুখ্যু মেয়েও বিয়ে করবে না। তার পাশকরা মেয়ে চাই—

সরযূ। তুই থাম দিকিনি, কখন আবার সে ওকথা বলতে গেল!

শোভা। সেদিন তোমার কাছে তাই বলছিল না বড়মা—? তুমি আরও বল্লে "এক্‌জামিনে ফাষ্ট হ'লে পাশকরা বউ এনে দেবে, আর তা নইলে একটা গাছ মুখ্যু ধ'রে দেবে।"

আন্না। তা হ্যাঁ বড়বৌ, পাশকরা বউ নিয়ে কি করবে,—সে কি চাকরী ক'রে টাকা এনে দেবে না কি গা?

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। না, আমার সঙ্গে ইংরিজীতে কথা কইবে। এক সঙ্গে হকি খেল্‌বে, Swimming costume প'রে সাঁতার দেবে, আমার পাশে মোটর গাড়ীতে ব'সে গাড়ী চালাবে—আমার comrade.

আন্না। ওমা কি ঘেন্না!—হ্যাঁরে ও শশাঙ্ক, গুরুজনের সাম্‌নে তোর মুখে এই সব কথা—

শশাঙ্ক। দিন দিন কি রকম হাওয়া বদলে যাচ্ছে, তোমরা ত' আর কিছুই জান না। আমার বউ এসে যখন আমার পাশে দাঁড়াবে, এই শুভি পোড়ারমুখীটা পর্য্যন্ত প্যাট-প্যাট ক'রে চেয়ে থাকবে—আর হকচকিয়ে যাবে—মুখে কথাটি পর্য্যন্ত সরবে না।

আন্না। ওমা—একি ভীষণ কলিকাল গো!

শশাঙ্ক। তবেই বোঝ! আমরা সেই ভীষণ কলিকালের ভয়ানক ছেলে মেয়ে। আমাদের হাল চালই আলাদা। তাই ব'লে শুভিটে না? ওটা তোমাদের দলে, ও সেকেলে। এই শোভা এদিকে আয়, তোকে একটা magic দেখাই।

শোভা। কি magic আগে বল—তবে যাব, নইলে হয়ত শুধু শুধু আমার মুখে খানিকটা কালি মাখিয়ে দেবে—জানি ত তোমায়।

শশাঙ্ক। কিচ্ছুনা! তোর গায়ে হাতটি পর্য্যন্ত দেবো না—শুধু

একটিবার চোখ বুজিয়ে আমার সাম্‌নে দাঁড়াবি—আর তোর চোখের সাম্‌নে অমনি magic হ'য়ে যাবে—

শোভা। অমনি magic হ'য়ে যাবে?

শশাঙ্ক। আরে হ্যাঁ নইলে আর বল্‌চি কি তোকে? আয়—চলে আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

আন্না। হ্যাঁ বড়বউ, তোমাদের ছেলে, মেয়ে, বউ সবই কি এই রকম মাথা-পাগলা না কি?

বিন্দু। সব,—মায় কর্ত্তাটি পর্য্যন্ত। আমি ত এলে দিয়েছি ঠাকুরঝি—

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

সরযু। এলে দিয়েছ, না আরও পাগল ক'রে তুলেছ? আমার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে দিদি—এই ছেলে আর এই মেয়ে—বড়গিন্নী আদর দিয়ে-দিয়ে আমারই মাথাটি খেলেন—

[প্রস্থান।

আন্না। একটু কাজের কথা ছিল ছোটবৌ! বলবো বলবো ক'রে আর বলতেই পারিনি—ও ছোট বৌ শুনছো—(সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল)

(শোভা ও শশাঙ্কর পুনঃ প্রবেশ)

শোভা। কোথায় তোমার magic? শুদ্ধু ফাঁকি দিয়ে এঘর-ওঘর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। আমি গা ধুতে চল্লুম—

শশাঙ্ক। আরে নারে না—এইবার দেখাব! বড়মার সামনে ত' আর magic দেখান যায় না!

শোভা। বড়মার সামনে যখন বউ-বউ ক'রে হ্যাংলাও তখন লজ্জা হয় না?

শশাঙ্ক। আচ্ছা! এই magic আরম্ভ, দেখে নে—আমার হাতে কিছু নেই তো—

শোভা। না।

শশাঙ্ক। ভাল ক'রে দেখেছিস্ ত?

শোভা। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি—

শশাঙ্ক। আচ্ছা এইবার চোখ বন্ধ কর্। আঙ্গুলের ফাঁক্ দিয়ে যেন চুরি ক'রে দেখে ফেলিস নে।

শোভা। না গো না। কি ছাই পাঁশ magic দেখাবে দেখাও না।

শশাঙ্ক। (চিঠি বাহির করিয়া) এইবার চোখ তাকিয়ে দেখ্ আমার হাতে কিছু ছিল না ত—হল—ফুল, পাখী আর একটা মানুষ—মানুষটার মুখের কথা—

'যাও সখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে'—

আচ্ছা এইবার ভিতরটায় কি আছে দেখা যাক্—

শোভা। ছোড়দা—ছোড়দা তোমার পায়ে পড়ি, ভাল হবে না বলছি, আর যদি তোমায় কখনো জন্মে বিশ্বাস করি—ও বড়মা—

(টানাটানিতে চিঠিখানি ছিঁড়িয়া গেল)

শশাঙ্ক। যাঃ! ছিঁচ্‌কাঁদুনে কোথাকার।—এই নে তোর চিঠি, ভারি ত চিঠি! মজা টের পাবে, যখন আমার বউয়ের চিঠি আসবে,—পড়তে এলে এই ছুরি দিয়ে তোর নাক কান কেটে বোঁচা করে দেবো। এই দেখ ছুরিতে কি রকম ধার।

শোভা। বউই বড় এলো ত বউয়ের চিঠি, ভারি ভয় দেখাচ্ছেন কিনা! রাম না হ'তেই রামায়ণ!

শশাঙ্ক। আরে বিয়ে হ'লে ত বোয়ের চিঠি সবাই পায়, আমি দেখিস্ বিয়ে হবার আগেই বউএর চিঠি পাব।

শোভা। ও মা সে আবার কি ঘেন্নার কথা!

শশাঙ্ক। সেত আরো মজা! বিয়ে হল না অথচ বউ। তখন তোকে দেখাব না, শুধু খামখানা দেখিয়ে গট্ গট্ ক'রে চ'লে যাব।

শোভা। বিয়ে না হোলে আবার বউ হবে কি ক'রে? সেও তোমার ম্যাজিক না কি?

শশাঙ্ক। সাহেবদের courtship হয় না, আমাদেরও সেইরকম courtship হবে।

শোভা। Courtship কা'কে বলে ছোড়দা—?

শশাঙ্ক। Courtship মানে জানিসনে? আরে দূর বোকা! তবে তুই কি—court মানে কি?

শোভা। আদালত।

শশাঙ্ক। আর ship মানে কি?

শোভা। জাহাজ।

শশাঙ্ক। তবেই হোল। আগে আমাদের আদালত-জাহাজ হবে।

শোভা। হ্যাঁ "আদালত-জাহাজ হবে"—আমায় যেন বোকা পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দেওয়া! আমি বড়মাকে ব'লে দোব—তুমি আমায় দিন-রাত খেঁপাও!

শশাঙ্ক। আচ্ছা, এই শুভি শোন্—তুই এরকম গুমুরে কেন বল্ দেখি?

শোভা। আমার আবার কোথায় গুমোর দেখলে?

শশাঙ্ক। পাড়ার মেয়েরা পথে আমায় তখন ডেকে বল্‌ছিল, জমিদারের মেয়ে, জমিদারের বউ ব'লে তোমাদের শোভার বড় অহঙ্কার। গুমুরে আমাদের সঙ্গে কথাই কয় না।

শোভা। হ্যাঁ তোমার কানে কানে বলতে গিয়েছে তেরো জনে। —আচ্ছা কে বলেছে তার নাম কর দেখি আমার কাছে—

শশাঙ্ক। তার নাম—তার নাম—একটা আছে বটে। সে এবার ফাষ্ট ডিভিসনে আই-এ, পাশ করেছে,—শ্রীমতী রু, উ,—

শোভা। ও! রুবিদি,—রুবিদি কথ্‌খোনো না, কথ্‌খোনো না।

শশাঙ্ক। তবে সে তোর কাছে আসে না কেন?

শোভা। তা আমি কেমন ক'রে জানবো!

শশাঙ্ক। সে কেমন গান করে—থিয়েটার করে, তাকে সাজলে কেমন মানায়—।

শোভা। ও তাই বল, তুমি তাকে ভালবাস। সে এখানে এলে খুব খুসী হও। হ্যাঁ ছোড়দা, তুমি তাই করনা কেন, রুবিদিকে বিয়ে কর। সে ত পাশকরা মেয়ে।

শশাঙ্ক। আমিওতো তাই বলছিলুম, তুই তো আর তার সঙ্গে মিশবিনি—তা বিয়ে করি কি ক'রে বল। শুধু নিজের গুমোরেই থাকবি।

শোভা। আমি এক্ষুণি গিয়ে বড়মাকে বলবো, রুবিদির সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে ভারি মজা হয়।

(হঠাৎ রুবির প্রবেশ)

রুবি। এই যে শোভা! তুমি এখানে—

শোভা। ওমা রুবিদি!—এই মাত্র তোমার নাম হচ্ছিল। তুমি অনেকদিন বাঁচবে রুবিদি।

রুবি। তোমাদের বাড়ীতে একটা জিনিষ চাইতে এলাম ভাই।

তোমার কি—তোমার বউদির, হীরের মুকুটটা একটিবার আমায় দিতে হ'বে, আমি সাজবো—

শোভা। হ্যাঁ রুবিদি, তুমি নাকি আমায় বলেছ আমি গুমুরে—তোমাদের সঙ্গে কথা কইনে—

রুবি। কে এ কথা বল্লে—কা'র কাছে বলেছি—?

শোভা। কেমন ছোড়্দা! বল এইবার—কথার জবাব দাও?

শশাঙ্ক। কি জবাব দেবো—?

শোভা। তুমিই তো বল্লে, রুবিদি তোমায় ডেকে ব'লেছে—

শশাঙ্ক। কই না—আমি ত বলিনি—

শোভা। বলনি?

শশাঙ্ক। না কই, কখন বল্লাম?

শোভা। এই তো বল্লে, একটু আগে—

শশাঙ্ক। কই আমার তো মনে পড়্ছেনা। তবে বোধ হয় আর কিছু ব'লে থাকবো—তুই কি শুন্‌তে, কি শুনে ফেলেছিস্।

শোভা। ওঃ—কি মিথ্যুক্!

শশাঙ্ক। তা যাক্‌গে, উনি তোকে বলেননি তো। তা হ'লে বোধ হয় আর কেউ ব'লে থাক্‌বে—

শোভা। কেউ না, শুধু আমায় ক্ষেপাবার ফন্দি।

শশাঙ্ক। ওঃ তোমার কি বুদ্ধি! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—তাই তোমায় ক্ষেপাতে যাবো—

শোভা। কি কাজ তোমার? একটা বউও হয়নি যে বউকে চিঠি লিখ্‌বে—? রুবিদি—দাঁড়াও ভাই আমি বড়মাকে ব'লে আসি—

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমায় আর লজ্জা

কয়তে হবে না—। আমায় কেউ লজ্জা করে না। শোভা ত' ছেলে মানুষ, আমার বউদি পর্য্যন্ত আমায় লজ্জা করে না—বরং ঝগড়া করে। তবু লজ্জা কর্চ্ছেন যে—? কথা ক'ন আমার সঙ্গে—?

রুবি। কি কথা কইবো ?

শশাঙ্ক। এই ধান চালের দর জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন—কিম্বা পাটের দর—!

(রুবি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

শশাঙ্ক। বাঃ আপনি ত বেশ চমৎকার হাসেন—অথচ তেমন কথা বল্‌তে পারেন না—এটা কিন্তু অত্যন্ত গভীর পরিতাপের বিষয় বলতে হবে—! আপনার নামটিও বেশ,—'রুবি'। খাসা নাম—নাম ভাল, চেহারা ভাল, হাসি ভাল—(নেপথ্যে রুবিদি)

(শোভার প্রবেশ)

এই যে Mrs. P. N. Dass আসুন আপনার সঙ্গে এর পরিচয় করে দি—এঁর নাম Mrs. P. N. Dass. ইনি অত্যন্ত চিঠি-পাগলা—। রোজ Mr. Dassকে সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী—কাগের ছাঁ—বগের ছাঁ, চিঠি লিখে থাকেন। সেই চিঠি পড়া আর তার উত্তর দেওয়া বেচাঁরার একমাত্র কাজ।—আপনি চাই কি একখানা চিঠি প'ড়েও দেখ্‌তে পারেন—

রুবি। সত্যি, শোভা তোমার বরের একখানা চিঠি আমায় দেখাও না ভাই!

শশাঙ্ক। ইনি বরের চিঠি পড়বার লোকজন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দৈব অনুকূল হয়ে আপনাকে এনে দিলেন!

(মুকুট লইয়া বিন্দুবাসিনীর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। কইরে শোভা—কই তোর রুবিদি—?

শোভা। বড় মা,—তুমি রুবিদির মাথায় মুকুট পরিয়ে দাও। ওর মাথায়ই মানাবে—আমাদের মাথায় মানায় না।

(বিন্দুবাসিনী মুকুট পরাইয়া দিলেন)

শোভা। বড় মা—দেখ, দেখ, একবারটি চেয়ে দেখ। রুবিদিকে কি ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক্ যেন রাণী—!

শশাঙ্ক। আচ্ছা, আজ পর্য্যন্ত তুই কতগুলো রাণী দেখেছিস্ রে শোভা ?

শোভা। না, দেখিনি বই কি, কত রাণী দেখিছি—

শশাঙ্ক। হুঁ দেখছ বৈকি—যথা খেঁদীরাণী, পেঁচীরাণী, বুঁচীরাণী, পদীরাণী, বৌদিরাণী—আর মেথরাণী।

শোভা। রুবিদি যদি আমাদের ছোট বৌদি হ'তো, তো ভারি মজা হত। বড়মা, তোমার পায় পড়ি বড় মা। তুমি রুবিদিকে আমাদের ছোট বৌদি ক'রে দাও। আমাদের ছোট বৌদি হ'বে তো রুবিদি— ?

(রুবি বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করিল। বিন্দুবাসিনী চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন)

বিন্দু। তোমার ভাল নাম বুঝি করবী ? বেঁচে থাক মা। ভাল ঘর বরে বিয়ে হোক্—জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। তা আমাদের শোভারাণীর পছন্দ আছে। বৌ করবার মতন মেয়েই বটে !

শশাঙ্ক। দেখুন—আপনি যে এই—কথা কইছেন না—আর মিট্ মিট্ ক'রে হাস্ছেন, এতে আমি কিন্তু মনে কর্ছি, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" আপনার ছোট বৌ হ'বার বাসনা অত্যন্ত প্রবল।

(নেপথ্যে—বসন্তবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ)

শোভা। ওমা বাবা—! রুবিদি, তুমি আমাদের ঘরে এস—

শশাঙ্ক। বারে মজা ! আমার বউ হবে ব'লে এতক্ষণ ধ'রে আমায়

লোভ দেখিয়ে, আর এখন বাবার ভয়ে আমায় একলা ফেলে বউ নিয়ে চম্পট দেবার মতলব—?

[রুবি ও শোভার প্রস্থান।

এই-এই, শুভি পোড়ারমুখী !

[প্রস্থান।

(বসন্তবাবুর প্রবেশ)

বসন্ত। শশাঙ্কর গলা শুন্‌লাম না ?

বিন্দু। হ্যাঁ—খোকা, শোভা সবাই এখানে ছিল।—ডাক্তার কি বল্লে ?

বসন্ত। সেই কথাই ব'ল্‌বো।

বিন্দু। কি—তোমার সত্যিই কোন অসুখ হ'য়েছে নাকি ?

বসন্ত। কাউকে কিছু ব'লোনা,—আমার গণা দিন ফুরিয়ে এল। বড় জোর ছ'মাস কি এক বছর, আমার জীবনের মেয়াদ !

বিন্দু। কি যে বল, যা মুখে আসে তাই—!

বসন্ত। আমি মিথ্যে কথা বল্‌ছিনে বড় বৌ। সত্যি ডাক্তার তাই ব'লেছে ! আমি অবিশ্যি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু নিজের শরীর তো বুঝি—পাগলও নই—ছেলেমানুষও নই—

বিন্দু। ডাক্তার বিধাতা পুরুষ কিনা—তাই লোকের বাঁচন-মরণ গুণে ব'ল্‌বে—। ও ডাক্তারকে আর দেখাতে হ'বেনা—

বসন্ত। চুলোয় যাক্ ডাক্তার, ডাক্তারের কথা ছেড়ে দাও—

বিন্দু। নাও নাও—তুমি ঘরে গিয়ে শোও—আমি ছোট বউকে ডেকে দিচ্ছি—

বসন্ত। মনে ভাব্‌ছিলাম জীবনের এই শেষ দিন কটা, তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর্ত্তে বড় বউ—!

বিন্দু। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি—কি সব কথা বলছ ?

বসন্ত। মানুষের জীবনে এমন একটা দিন বোধকরি আসে বড় বউ, যেখান থেকে সে ওপারের ডাক্ শুন্‌তে পায়, সেই সময়টা সবারই বোধ করি একবার জীবনের দেনা-পাওনার হিসেবটা কর্ত্তে ইচ্ছে যায়। আমার দুঃখু এই বড় বউ, যে দোষ আমি ক'রেছিলাম, তার পুরো দায়িত্ব আমার ছিল না জেনেও, তুমি চিরদিন আমাকেই দোষী ক'রে রাখ্‌লে! তখন তুমিও ছেলে মানুষ, আমিও ছেলেমানুষ !

বিন্দু। আহা থাম না গা, কেন ওসব কথা তুল্‌ছ আবার—ছেলে মেয়েরা শুন্‌তে পাবে যে—

বসন্ত। মাত্র পঁচিশ বছর আগেকার কথা, তখন জীবন ছিল সাম্‌নে —আর এখন পিছনে। অথচ, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো বড়বউ, মানুষের মন কখনো বুড়ো হয় না। কাল রাত্রে আমি সেই পঁচিশ বছর আগেকার জীবন-স্বপ্ন দেখেছি। সেই বসন্ত সেন—সেই বিন্দুবাসিনী—!

বিন্দু। না, ভাল ডাক্তারকেই ডাক্‌তে ব'লেছিলাম জ্ঞানকে—

বসন্ত। আমি মর্‌তে ভয় করিনে বড়বৌ—আর ভয় ক'ল্লেই বা ছাড়্‌ছে কে—? কিন্তু এই যে সংসারে তুমি—আমায় আর ছোট বউকে একেবারে পৃথক ক'রে রাখ্‌লে—এর ফল কি ভাল হবে? অবশ্য আপাততঃ তোমার জিদ্—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ জিদ্ কি থাক্‌বে ?

বিন্দু। ওরে ছোট বউ, বাবু শোবার ঘরে যাচ্চেন ওঁর শরীরটে আজ ভাল নেই—তুই একটু তাড়াতাড়ি করে আয় দিদি! (নেপথ্যে সরযূ "যাই দিদি")

বসন্ত। অতটা দরদ না দেখালেও চল্‌তো বড়গিন্নী—ছোট বউকে আমিই ডেকে নিতে পার্‌তাম। আচ্ছা, আচ্ছা, যাও--তুমি তোমার কাজে যাও।

বিন্দুবাসিনী চলিয়া গেলেন বসন্তবাবু বসিয়া রহিলেন,

অন্ধকার হইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অমরেশ্বরের বাড়ী

কবির পড়িবার ঘরে সে একা আপন মনে বসিয়া
গান গাহিতেছিল—

গান।

প্রিয়হে, প্রিয়হে, প্রিয়হে—
জীবন-সাগর-কুলে !
পথে যেতে যেতে চোখে দেখা,
চাহিলে নয়ন তুলে—
হিয়ার মাঝারে এলে
মরম-দুয়ার খুলে ॥

ওগো সাথী—
মোর নব জীবন-সাথী
দুর্গম ঘন বন কাঁটারই পথে
এস সাথে—মনোরথে,
পলকের চোখে দেখা
পলকে যেওনা ভুলে ॥

(নর্ম্মদার প্রবেশ)

নর্ম্মদা। হ্যাঁরে রুবি, কি হ'ল তোর ?

রুবি। কেন মা, কি হবে ?

নর্ম্মদা। বসন্তবাবুদের বাড়ী আলাপ পরিচয় হ'বার পর থেকে, তুই যে দিনরাত কেবল গানই গাইছিস্। ওদের বাড়ীতে শুনেছি বেশ একটি ভাল ছেলে আছে—

রুবি। হ্যাঁ—সে তো শোভার দাদা, শশাঙ্ক বাবু—

নর্ম্মদা। তাকে তুই দেখেছিস—?

রুবি। আমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে। বেশ দেখ্‌তে, আর বড্ড ভাল, আমার কিন্তু ওঁকে ভারি ভাল লেগেছে—এমন হাসাতে পারেন—! আর গম্ভীর হয়ে এমন সব কথা বলেন—যদি শোন মা, হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার পেটে খিল ধ'রবে।

নর্ম্মদা। এই মাটি ক'রেছে—তুই দেখ্‌ছি তাকে ভালবেসে ফেলেছিস্।

রুবি। তিনি খুব ভাল।

নর্ম্মদা। তা তো বুঝ্‌লাম—তুমি তাঁকে সুনজরে দেখেছ—তিনি তোমায় কি নজরে দেখেছেন তা কে জানে ?

রুবি। ওঁদের বাড়ীর সব্বাই আমায় ভালবাসে—উনি, শোভা, ওঁর বড়মা।

নর্ম্মদা। আর তার আসল মা, শশাঙ্কর মা—?

রুবি। বড়মাইতো আসল মা, আবার মা কে ?

নর্ম্মদা। বড়মাতো শশাঙ্কর সৎমা—তার ছেলে শরদিন্দু—সেটা লেখা-পড়া জানে না। শশাঙ্কর সুখ্যাতি সবাই করে বটে—! বি-এ তে ফার্ষ্ট হয়ে এম-এ প'ড়ছে !

(অমরেশ্বরের প্রবেশ)

রুবি। এই যে বাবা! বাবা আমার পড়ার কি ব্যবস্থা করলেন?

অমর। বোর্ডিংয়ে রাখার ব্যবস্থাই করলাম!

রুবি। বোর্ডিংয়ে?

অমর। হ্যাঁ!—

রুবি। খরচ কুলুতে পারবে?

অমর। একটি ভাল খবর আছে নর্ম্মদা, আমার translation বই-খানা Matricএ text book হয়েছে—

নর্ম্মদা। সত্যি?—

অমর। আশা করা যাচ্ছে income কিছু বাড়বে।

নর্ম্মদা। আমারও একটা ভাল খবর আছে!

অমর। কি?—

নর্ম্মদা। তোমার মেয়ে একটি সত্যিকার ভাল ছেলের সঙ্গে ল'ভে প'ড়েছে!

অমর। আঃ—[রুবির প্রস্থান] নর্ম্মদা তুমি একেবারে নেহাৎ ছেলেমানুষ, কি যে সব কথা বল, অতবড় মেয়ের সাম্‌নে মুখে কিছু আটকায় না!—

নর্ম্মদা। কেউ ল'ভে পড়েছে দেখলে আমার ভারি আমোদ হয়!

অমর। আমোদ হয়!

নর্ম্মদা। আমোদ হবে না—বিশেষ নিজের মেয়ে। এইবার বোঝা গেল ও আমার মেয়ে বটে! নিজেদের সেকালের কথা বুঝি একেবারে ভুলে ব'সে আছ।

অমর। Youngman's folly ছেড়ে দাও ওসব কথা। Love makes man light ওতে মানুষের প্রকৃতি বড় দুর্ব্বল হ'য়ে যায়।

নর্ম্মদা। আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না ওকথা, বরং ভালবাসলে চরিত্রের জোর হয়, মানুষ গম্ভীর হয়!—

অমর। তোমার চিরকালটাই একভাবে কাটলো!

নর্ম্মদা। তোমারও কাটতো, যদি না এই বিশ বছর ধ'রে স্কুল মাষ্টারি করতে! এককালে তুমি কবিতা লিখতে মনে আছে?—

অমর। আমি কবিতা লিখ্‌তাম!

নর্ম্মদা। হ্যাঁ মনে নেই; "পাষাণের দেবী, পাষাণ-প্রতিমা"!

অমর। তোমাকে এই কবিতা লিখে দিয়েছিলাম আমি! খুব realistic কবিতা হয়েছিল তো। যাক্ ওসব কথা ছেড়ে দাও, রুবি কি সত্যি loveএ প'ড়েছে না কি?—

নর্ম্মদা। হ্যাঁ—

অমর। ছেলেটি কে, আমাদের স্বঘর তো?—

নর্ম্মদা। হ্যাঁ স্বঘর!—

অমর। কথাটা আমার তেমন ভাল লাগ্‌ছে না, don't encourage her.

নর্ম্মদা। বেশ ভাল ঘর গো,—শশাঙ্ক!

অমর। শশাঙ্ক!—

নর্ম্মদা। তোমার ছাত্র ছিল না?

অমর। ওর বাপের নামটি যেন কি—?

নর্ম্মদা। বসন্তবাবু!

অমর। বসন্তবাবু! হ্যাঁ তবে familyটা খুব serious না—ভদ্রলোকের দুই সংসার। মেয়ের একটি সৎশাশুড়ী হবে—

নর্ম্মদা। সতীন না হ'লেই হ'ল, সৎশাশুড়ীর জন্যে অতো ভাবনা কিসের?

অমর। না আমি সে জন্যে ভাব্‌ছি না! আমাদের কালীবাবু সেদিন আমায় কা'র সঙ্গে যেন রুবির বিয়ের কথা বলছিলেন।

নর্ম্মদা। তা সুমতি দিদি, মলয়া, ওরা সবাই মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ের কথা ব'লে থাকেন।

অমর। হিরণ্ময়! হিরণ্ময় হ'লে অবিশ্যি মন্দ হয় না—

নর্ম্মদা। কালীবাবুর অবস্থা আর বসন্তবাবুর অবস্থা সেটাও একবার ভেবে দেখো। হিরণ্ময়কে চাকরী ক'র্‌তে হবে। শশাঙ্কের অংশে ও যে সম্পত্তি পাবে, তার আয় শুনেছি দু'লাখ আড়াই লাখ টাকা—

অমর। তুমি এত খবর কোত্থেকে পেলে? সম্পত্তির আয় শুন্‌লে কা'র কাছ থেকে?

নর্ম্মদা। এই পাড়ার মেয়েরাই বলাবলি করে—

অমর। বসন্তবাবু আবার ছেলের বিয়েতে টাকাকড়ি চাইবেন কিনা কে জানে! দু'পাঁচ হাজার যদি চেয়ে বসেন? মেয়েটির একটু রূপ আছে এই যা ভরসা, নইলে আমাদের বস্তির ঘরে যা demand.

নর্ম্মদা। তা বটে!

অমর। দেখো নর্ম্মদা এখন বিয়ের কথা তুলবার কোন আবশ্যক নেই, আগে বি-এটা পাশ করুক।

নর্ম্মদা। মেয়ে নিয়ে যখন কথা—তখন তো নিজেদের স্বাধীন মতামত চল্‌বে না—পাত্রপক্ষের যেমন ইচ্ছে তেমনই তো হবে।

অমর। তার উপর ধর না কেন আমরা যেভাবে মেয়েকে মানুষ ক'রেছি; মেয়ের স্বাধীন মতামতটাও নিতে হয়। ও যদি সত্যিই শশাঙ্ককে ভালবেসে থাকে। অবিশ্যি it's nothing but folly. ভাল স্বামীর হাতে প'ড়লে দুদিনেই সব ভুলে যাবে। যাই হোক তুমি এসব বিষয়ে ওকে প্রশ্রয় দিও না—

(রুবির প্রবেশ)

রুবি। মা, এই দেখ কে এসেছেন!

নর্ম্মদা। কেরে?—

রুবি। মাসীমা!—

(সুমতি ও হিরন্ময়ের প্রবেশ)

সুমতি। হিরণ্ময়, এই তোমার মাসীমা!

অমর। তারপর হিরণ্ময় কেমন দেশ দেখলে, কবে ফিরেছ?

হিরণ্ময়। এই মেলেই ফিরলুম, কাল কলকাতায় এসেছি।

নর্ম্মদা। মণিকে সঙ্গে আনলেনা যে দিদি?

সুমতি। সে এল' না, বল্লে শরীর খারাপ!

অমর। তুমি তো একটুও বদলাওনি হিরণ্ময়, বিলেত যাবার আগে যেমন ছিলে এখনও ঠিক তেমনিই আছ!—

হিরণ্ময়। আজকাল আর বিলেত গিয়ে কেউ সাহেব হ'যে আসে না, আমার তো মনে হয়, বিলেত-ফেরত হ'লে আরও বেশী স্বদেশী হওয়া উচিত, একটা জাত আর একটা জাতের চাল-চলন বরাবর অনুকরণ করবে, এটা এত বেশী অস্বাভাবিক আর হাস্যকর—

সুমতি। আমি এলাম ভাই, তোমার রুবিকে আমায় দিতে হবে। আগেতো বলাই ছিল, হিরণ্ময়কেও সঙ্গে নিয়ে এলাম!

অমর। আই-এ, বেশ ভাল ভাবে পাশ ক'রেছে—বি-এটা প'ড়তে দেবেন না ওকে?

সুমতি। উনি বলছিলেন বিদ্বান্ বাপের মেয়ে, ওর লেখাপড়ার ভাবনা কি?—ওকে কলেজে প'ড়তে হবে না। পুরুত ঠাকুর মশাই বলেছেন আজ বেশ ভাল দিন তাই—

অমর। আমি করছি প্রশ্ন, আর উত্তর পাচ্ছেন আর একজন! এটা কি ঠিক উচিত হ'চ্ছে?

সুমতি। দিদি বলছেন, ওঁদের পুরুত ঠাকুর মশায় পাঁজি দেখেছেন, আজ খুব ভালদিন আছে, তাই হিরণ্ময়কেও সঙ্গে ক'রে এনেছেন একেবারে!

অমর। তা আজি বিয়ে দিতে চান নাকি গন্ধর্ব্বমতে—?

সুমতি। কর্ত্তার ইচ্ছেটা তাই, উনি আর দেরী করতে চান না, একটি দিন রুবিকে দেখেছিলেন আর ওর গান শুনেছিলেন। বউ গান গাইবে আর শ্বশুর তাই শুনবেন!

অমর। মন্দ সাধ না—সেকালের শ্বশুরেরা হাতের রান্না খেতে চাইত, আর একালের শ্বশুরেরা গান শুনতে চান! তা উনি গান শুনবেন কখন, দিনরাত টাকার সুর শুনছেন, তার চেয়ে কি পুত্রবধূর গানের সুর বেশী মিঠে লাগবে?

সুমতি। তুমি ভাই কর্ত্তার মত নাও, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই!

নর্ম্মদা। কি বল, তাহলে দিদি আশীর্ব্বাদ করবেন?

অমর। তা উনি তো রুবিকে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকেন, উনি আশীর্ব্বাদ করবেন তাতে আর আপত্তি কা'র! তবে একটা কথা আমি আপনাকে নিবেদন করবো বৌ ঠাকরুণ, আমার অবস্থা তো আপনি জানেন—স্কুল মাষ্টার হাড়-দরিদ্র! নিত্য যা উপার্জ্জন করি, নিত্য তা ব্যয় করি—

সুমতি। ওসব কথা ব'লে উনি আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন কেন ভাই, আমরা ছেলেটি দিয়ে মেয়েটি চাইছি!—

অমর। তাহলে তো কন্যা-কর্ত্তার তরফ থেকে আর কোন কথাই বলার নেই, এটা মেয়েদেরই ব্যাপার—আপনারা আর তোমরা মিলে মিশে

আমোদ-আহ্লাদ কর। আমি আর এখানে হংসমধ্যে বকোযথা হ'য়ে ব'সে থাকি কেন? আমি বরং হিরন্ময়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে একটু ঘুরে আসি,—এস হিরণ্ময়!—

নর্ম্মদা। হিরণ্ময়কে তুমি নিয়ে যাবে! বেশ যাহোক, হিরণ্ময় বর ও নিজে রুবিকে একটু ভাল ক'রে দেখবে না? কবে সেই ছেলেবেলায় একটিবার ওকে দেখেছে!—

অমর। ওঃ হিরণ্ময়ই বুঝি বর!—তাওতো বটে!

নর্ম্মদা। হরি বোল হরি! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা, তুমি কা'কে বর মনে করেছিলে?—

অমর। ওই যে তুমি তখন কার নাম ক'র্‌লে; বল্লে, বেশ ভাল ছেলে, আর রুবি নাকি তাকে খুব—!

নর্ম্মদা। তুমি থাম! দেখছো দিদি এসেছেন আশীর্ব্বাদ করতে—ছেলে সঙ্গে নিয়ে।

অমর। হ্যাঁ দিদি এসেছেন, তা উনি কা'র দিদি, উনি বসন্তবাবুর স্ত্রী না দিদি?

নর্ম্মদা। আঃ কি বিপদ উনি কালীবাবুর স্ত্রী—মলির মা?

অমর। ওঃ উনি কালীবাবুর স্ত্রী! আমি মনে করছিলাম উনি বসন্তবাবুর—

নর্ম্মদা। আঃ থাম! তুমি যাও গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাও!

অমর। হ্যাঁ একটু বোঝবার ভুল হয়ে গেছে বটে! তা বউঠাকরুণ কিছু মনে করবেন না, বিশবছর মাষ্টারী করার পর মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কিছুই থাকে না, মানে—স্ত্রী মোটামুটি সবারই প্রায় একরকম কিনা, মুখতো কারু দেখা নেই। বুঝলে হিরণ্ময়—It is so very difficult to distinguish between one man's wife and another man's

wife হিরণ্ময়, তুমি তাহ'লে বস, আমি আসি—হ্যাঁ নর্ম্মদা একটা কথা বলছিলাম শোন—

নর্ম্মদা। কি ?—

অমর। আমাদের মেয়েও বেশ বড়, আর হিরণ্ময়ও কিছু ছেলেমানুষ নয়, পাত্র-পাত্রীদের নিজেদের মন জানা দরকার। এটুকু স্বাধীনতা ওদের দেওয়া আবশ্যক মনে করি !—

নর্ম্মদা। সে ব্যবস্থা হবে, তুমি এখন এস, আচ্ছা তোমার কি হয়েছে বলত, কি-সব কথা বল্লে হিরণ্ময়কে—so very difficult to—

অমর। তাইতো কথাটা বড্ড অভদ্র হ'য়ে গেছে, না ?—My God, my God, তা আমি আর একবার ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব না কি ?

নর্ম্মদা। সুমতিদি ভাল ইংরেজী জানেন না—উনি বুঝতে পারেননি ?

অমর। তুমি ঠিক্ জানতো—উনি ইংরেজী জানেন না ? হয়তো তোমার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল তখন জানতেন না, সম্প্রতি শিখেছেন—

নর্ম্মদা। না শেখেননি ! আমি কাছে না থাকলে যে তোমার কি অবস্থা হবে !

অমর। চিন্তা করতেও ভয় হয় ! কিন্তু আজকের যে অবস্থাটি হ'ল সেটি তো তোমার সামনেই হ'ল।

নর্ম্মদা। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন এস—

[অমরের প্রস্থান।

সুমতি। আচ্ছা তোমার বরটি কি ভাই, শুনেছি ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় আছে, আমরা তোমাদের এখানে হামেসা যাই আসি, আর উনি আমায় ব'ল্লেন কিনা, বসন্তবাবুর দিদি না স্ত্রী !—

নর্ম্মদা। আর বল কেন দিদি, ওই রকমের মানুষ। লেখাপড়ার কথা ছাড়া অন্য কথা যদি ওঁর মাথায় ঢোকে!—

সুমতি। এইবার ভাই তোমার মেয়েকে ডাক, তবে তোমার বর একটি কথা খুব ভাল বলেছেন, ওদের একটু মেলামেশা হওয়া দরকার।

নর্ম্মদা। রুবি, এদিকে এস তো মা!

(রুবির প্রবেশ)

সুমতি। আজ আমার মায়ের মুখে হাসি নেই যে বড়! এরকম গম্ভীর মুখ তো তোমায় কোন দিন দেখিনি মা, আজ থেকে তুমি— আমার ঘরের লক্ষ্মী হ'লে।

(সুমতি নিজের গলার হার রুবির গলায় পরাইয়া দিলেন। রুবি সুমতিকে প্রণাম করিল।)

নর্ম্মদা। রুবি—

(রুবি নর্ম্মদার নিকট গেল। নর্ম্মদা রুবির হাত হইতে আংটি খুলিয়া লইল।)

সুমতি। হিরণ তোমার মাসীমাকে প্রণাম কর—

(হিরণ্ময় নর্ম্মদাকে প্রণাম করার পর নর্ম্মদা রুবির আংটিটি হিরণ্ময়ের হাতে দিল।)

নর্ম্মদা। এইটে পর বাবা। (সুমতির প্রতি) আমার তো তুমি আগে খবর দাওনি দিদি, হঠাৎ এসে একেবারে অপ্রস্তুত ক'রে দিলে!—

সুমতি। আমার হাস্যময়ী মা! আজ আমার মায়ের মুখে হাসি নেই, আমার মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ করছে ভাই—তুমি একটু হাস মা— অমন মুখ ভার ক'রে থেকো না—

নর্ম্মদা। রুবি, তোমার মাসীমাকে একখানা গান শুনিয়ে দাও—

রুবির গান

বিজন নদীর ধারে—
মরু-প্রান্তর-পারে
পান্থ একেলা পথহারা !

[এক কলি গান গাহিতেই নর্ম্মদা ও সুমতির প্রস্থান।

বন্ধ হল সকল দুয়ার, ধরণী আঁধার কারা।
ঘুমের ঘোরে ভাঙলো স্বপন, অস্ত গেল চন্দ্র তপন,
জানেনা কোন নীরব রাতে, ভাস্‌লো স্রোতে জীবনধারা—
কোথায় তুমি পথের সাথী, কোথায় আমার নয়ন-তারা ॥

হিরণ্ময়। আপনি তো চমৎকার গান করেন! এমন সুন্দর গান আমি এর আগে আর কখনো শুনিনি।—একি আপনি কাঁদছেন? আপনার প্রাণে তো খুব গভীর ভাব, মলয়া ব'লেছিল আপনি খুব জলি, খুব আমুদে, অথচ আপনার যে এতখানি sincere emotion থাক্‌তে পারে, আপনার কাছে এতদিন থেকেও সে বুঝতে পারেনি। কাছে থেকেও মানুষ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। আসুন আমরা বরং খুব সহজ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

রুবি। বেশ তো, আপনি কথা বলুন!—

হিরণ্ময়। মলয়া প্রতি চিঠিতে আপনার এমন pen picture আমায় দিয়েছিল! আমি মনে করেছিলাম আপনি সাধারণ ইয়োরোপীয় মহিলাদের মত। কিন্তু এখন দেখছি আপনার ভিতর ভারতীয় মহিলার সব গুণগুলিই বজায় আছে।—

রুবি। হবে, কি জানি!—

হিরণ্ময়। আপনার বাবা আমাদের পরস্পরের মন জানবার জন্ত যে

প্রস্তাব করলেন, সেটা সম্পূর্ণ ইয়োরোপীয। আমি মনে করি, আমাদের ভিতর courtship প্রচলন হওয়ার কোন আবশ্যক নেই। একটি শুভ মুহূর্ত্তে দুইটি হৃদয মিলে এক হয়—nothing can be more poetic, কি বলেন ?

রুবি। হ্যাঁ।—

হিরণ্ময়। আমিতো আপনাকে একবার মাত্র দেখলুম, আর যদি কখন আপনার সঙ্গে দেখা না হয—আমি আপনাকে ভুলব না। আমি যদি কবি হতুম, কবিতায আপনার চিত্র লিখতুম, কবিতাকে যদি নারী-মুর্ত্তিতে কল্পনা করা যায়—you are poetry personified.

রুবি। আপনি সহজ বিষয আলোচনা করতে চেয়েছিলেন!

হিরণ্ময়। আমাদের কথা ঠিক স্বাভাবিক ধারায় চলছে না, তার কারণ বোধ হয় আপনি! আমি অত্যন্ত prosaic সোজাসুজি মানুষ। এসব কথা আমি কখনো বলিনে। আজ আপনাকে দেখেই এসব কথা আমার মনে হচ্ছে। এসব চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি এই পারি-পার্শ্বিকের ভিতর—আপনাকে ঠিক মানায় না—You are romance.

রুবি। আপনি আমায ভুল বুঝেছেন, আমার মধ্যে romance মোটেই নেই। মলযা আমার সম্বন্ধে যা বলেছিল তাই সত্যি—সে আমায় ঠিক জানে!

হিরণ্ময়। আপনি ঠিক্ সাধারণের মত না, আমি বিলেতে' দু'চার জন কুমারীর সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা সিনেমা, থিয়েটার, sports ছাড়া অন্য কোন বিষয় কথা বলে না—আপনার কাছে এসব তুচ্ছ বিষয় কথা বলতে লজ্জা বোধ হয়!—

রুবি। অথচ আমিতো এতদিন এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়েই মেতে ছিলুম!

হিরণ্ময়। তাই মলয়া আপনাকে ভুল বুঝেছে! আমি যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে এসে কথাবার্ত্তা কই, আপনি কি তাতে আপত্তি করবেন?—

রুবি। না, আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু কথা কইতে পারবো না, আপনি কত জানেন—তবে আপনার কথা বড় ভাল। আপনি কথা বলবেন আমি শুনবো!—

হিরণ্ময়। আমি সামান্য সময়ের জন্য আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে, আপনার মধ্যে যে চিরন্তনী নারী, the real Indian woman আছেন তাঁকে দেখতে পেয়েছি, এর মানে কি জানেন?—

রুবি। না, কি মানে?—

হিরণ্ময়। এর মানে আপনার ওই গান! প্রত্যেক আর্ট হচ্ছে মানুষের আত্মার অভিব্যক্তি, ভাগ্যে আজ কেউ আপনাকে গান ফরমাস্ করেনি, ওস্তাদের কাছে ও গানের হয় তো তেমন দাম নেই!—

রুবি। (প্রণাম করিল) কিন্তু এসমস্তই আপনার কল্পনা, আপনি নিজে এত বড়—যে আপনি তুচ্ছকেও খুব বড় ক'রে দেখতে পারেন। এ আমার গুণ নয়, আপনার দেখবার গুণ।—

হিরণ্ময়। একি! আপনার চোখে জল, ব্যাপার কি বলুন তো? আপনি কি মনে কোন দুঃখ পেয়েছেন? আমি কি আপনার মনে ব্যথা দিয়ে কোন কথা বলেছি?—

রুবি। না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি বসুন।—

হিরণ্ময়। আমি অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি, আমি দুঃখিত!—আচ্ছা আমি আসি।

রুবি। না, না, আপনি যাবেন না, আমার শরীরটা হঠাৎ যেন—

হিরণ্ময়। কি, শরীরটা খারাপ হল?

রুবি। না, শরীর ভালই আছে, মনটা কি রকম যেন! —

হিরণ্ময়। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমি ঠিক আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি! আমার সঙ্গ আপনার boaring বলে মনে হচ্ছে! সেইজন্যই বোধকরি মনটা—

রুবি। না, না, আমার মন ভালই আছে। আমি আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পারছি না, এটা আমার অক্ষমতা ব'লে জানবেন। আমার কোন বিষয়ই ভাল জানা নেই—আমি অতি তুচ্ছ—সাধারণের চেয়েও তুচ্ছ। আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন, আপনি বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।—

রুবি চলিয়া গেল—হিরণ্ময় রহিলেন—তিনি রুবিকে ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বসন্তবাবুর বাটী

(প্রতিমা ভিতরের ঘরে পান সাজিতেছিল, শরদিন্দু ডাকিল)

শরদিন্দু। দেখি চট ক'রে গোটাকতক পান দাও তো—

প্রতিমা। সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছ ?

শরদিন্দু। এখন বলবো না—কাল সকালে বলবো।

প্রতিমা। ও, থিয়েটার দেখতে যাচ্ছ—আমায় তো নিয়ে গেলে না ?

শরদিন্দু। তোমায় কি ক'রে নিয়ে যাই—বড়মা যদি জানতে পারেন তাহ'লে কি আর রক্ষে রাখবেন—নইলে আমার কি অসাধ ? কত husband wife পাশাপাশি ব'সে আর্ট দেখে, আমার কি আর ইচ্ছে করে না ?

প্রতিমা। আর্ট দেখে কি ? থিয়েটার দেখে বল।

শরদিন্দু। থিয়েটারের আবার দেখবে কি ? দেখতে হয়তো ওর মধ্যে যেটুকু আর্ট আঁছে তাই ! সবাই কি আর আর্ট দেখতে জানে ?

প্রতিমা। আমায় নিয়ে যাচ্ছ না, ফিরতে যদি রাত হয়—বড়মাকে ব'লে দেব !

শরদিন্দু। লক্ষ্মীটি ! খবরদার—এবার যখন বাপের বাড়ী যাবে—সেই সময় ওখান থেকে একদিন তোমায় আমায় একখানা ট্যাক্সি ক'রে যাবো। পাশাপাশি ব'সে থিয়েটার দেখবো রেস্তোরায় খাব।

প্রতিমা। তুমি ওই মুখেই বল, কাজে করবার সাহস তোমার নেই।

শরদিন্দু। আচ্ছা দেখে নিও, কেমন না পারি।

প্রতিমা। যদি ঠাকুরপোর সঙ্গে থিয়েটারে কিম্বা রাস্তায় দেখা হয়? ঠাকুরপো থিয়েটার, বায়স্কোপের পোকা, রোজ যায়।

শরদিন্দু। ও থিয়েটার দেখ্‌লে দোষ হয় না, উনি বি-এ, পাশ ভাল ছেলে কিনা।

প্রতিমা। বাবা যে তোমায় এত ক'রে ব'লে দিলেন, ঠাকুরপোর সঙ্গে সুষির বিয়ের সম্বন্ধ ক'রতে—তা তুমি তো বড়মাকে একটি বারও বল্লে না, আমি তবু দু' একবার ছোটমাকে বলেছি।

শরদিন্দু। ওঃ, যেমন ছোট, তেমনি বড়। বড়মা তো এখন শশাঙ্কর বিয়েই দিতে চান না—

প্রতিমা। না, চান না—আমার বোনের সঙ্গে দিতেই যত আপত্তি। সুষি কালো, আমার মত মুখ্যু, তার উপর এক বাড়ীতে দুই কুটুম্বিতে, সে কত বায়নাক্কা—

শরদিন্দু। ও বায়নাক্কা আর ক'দিন—কর্ত্তা যেক'দিন—

প্রতিমা। তার মানে, না—না—ও তুমি কি বলছ?

শরদিন্দু। না আমি কিছু বলছিনে, বাবাই সেদিন আমায় ডেকে বলেছিলেন, "আমার শরীরের অবস্থাতো ভাল নয়—কোন দিন কি হয়— এই বেলা সব বুঝে সুঝে নাও"; আমি তো সেই থেকে জমিদারী কাগজ-পত্তর সব নিজে দেখছি।

(শোভার প্রবেশ)

শোভা। হ্যাঁ বড়দা, তুমি রুবিদিকে দেখেছ?

শরদিন্দু। রুবিদি, সে আবার কি বস্তু?

প্রতিমা। সে এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত বস্তু, একালের বাঙালী নূরজাহান তার মতন সুন্দরী শোভা ঠাক্‌রুণ চোখে কখন দেখেন নি!

শরদিন্দু। তার নাম রুবিদি! কি মুসলমানি নাম রে বাবা! জোবেদির ছোট বোন রুবিদি?

শোভা। রুবিদি কেন নাম হ'তে যাবে—নাম রুবি—আমি ডাকি রুবিদি!

শরদিন্দু। ও! রুবি, রুবি,—ওই ধেড়ে মেয়েটা! আমাদের অমর মাষ্টারের মেয়ে। ওর বাপ মাতো ওর বিয়ে দেবে না।

শোভা। কে বল্লে—বিয়ে দেবে না?

শরদিন্দু। ও ভাল থিয়েটার ক'র্তে পারে, ওকে থিয়েটারে ভর্ত্তি ক'রে দেবে। ভাল মাইনে পাবে।

শোভা। হ্যাঁ থিয়েটারে ভর্ত্তি ক'রে দেবে, তোমায় বলেছে—

প্রতিমা। ঠাকুরঝি যে ঠাকুরপোর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছে, উনি হচ্ছেন ঘটক!—

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। কই বউমা, দেখি দুটো পান দাও ত।

শরদিন্দু। হ্যাঁ ছোটমা, তোমাদের কি বাপু মাথা-টাথা খারাপ হ'য়েছে?

সরযূ। মাথা তোমার ছোটমার ছিলই বা কবে যে খারাপ হবে! তোমার ছোটমা এ বাড়ীর যা, ঐ বগী চাকরাণীও তা!

শরদিন্দু। সে সব কথা না ছোটমা, এ আলাদা ব্যাপার।

সরযূ। কি?

শরদিন্দু। শুনছিলাম নাকি তোমারা অমর মাষ্টারের সেই ধেড়ে-ধিঙ্গি রাঙামুলো মেয়েটার সঙ্গে শশার বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছ!

শোভা। সে খুব ভাল মেয়ে ছোটমা, তুমি বড়দার কথা শুনোনা;

বড়মা দেখেছে, তুমি বড়মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, চমৎকার চেহারা মেমেদের মত গায়ের রং—

প্রতিমা। ঐ মেয়েদের স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের গায়ের রং তো খুব ভাল—সে তো আসল মেম—তা হ'লে তার সঙ্গে তোর ছোড়দার বিয়ে দিবি বল্‌ ?

শোভা। সে তো আর আসল মেম নয়—সে তো আমাদের এই বস্তির ঘরেরই মেয়ে, তার উপর সে কত লেখাপড়া জানে—কেমন গান গায়—এ্যাক্ট করে।

প্রতিমা। তুই আর জ্বালাসনে ঠাকুরঝি—গান গায় আর এ্যাক্ট করে ব'লে সেই মেয়েকে বউ করবি ? তার চেয়ে কলকাতার থিয়েটারের কোন একট্রেস্‌কে ধরে নিযে আয় না কেন ?

শোভা। ছোড়দার খুব ইচ্ছে রুবিদিকে বিয়ে করে, বড়মা বলেছেন তবে।

সরযু। এই এতক্ষণে আসল কথাটি বেরুলো—তোমার বড়মার ইচ্ছে ! এদিকে আমার বাবা যে চিঠির ওপর চিঠি দিচ্ছেন, তারা মস্ত বড় জমিদার, রাজা, মেয়ে ভাল—দেবেথোবে ভাল, সেদিকে কারো খেয়াল নেই ! সে যে আমার গরীব বাপের কথা !

শরদিন্দু। আ-হা-হা—রাজাদের মেয়ে বলে যদি ভয় পাও, আমার শালী রয়েছে সুষমা, খাসা মেয়ে ! তা নয় যেমন বড়মা আর তেমনি হ'য়েছেন তাঁর আদুরে ছেলে শশাঙ্ক। না ছোটমা, তুমি বাবাকে বল !

সরযু। না বাবা, কে এসব কথায় কথা ক'য়ে অপমান হ'তে যাবে ? আমায় হয়ত ব'লেই বসবে—তুই আদার ব্যাপারী, তোর জাহাজের খবরের দরকার কি ?

শোভা। বড়মা তোমাদের কারো কথা শুনবেন না, বড়মা বলেছেন

ঐ মেয়ের সঙ্গেই ছোড়দার বিয়ে দেবেন ; তবে এখন বিয়ে হবে না, আগে ছোড়দার এক্‌জামিন হ'য়ে যাবে—ছোড়দা ফাষ্ট হবে তবে।—

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। ফাষ্ট হ'লে তবে কি হবে? তোমার চারটে হাত বেরোবে?

শোভা। তুমি ফাষ্ট হ'লে আমার হাত বেরুতে যাবে কেন? তোমারই আটটা হাত বেরুবে, রুবিদির সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। বড়মার ধনুকভাঙা পণ—ফাষ্ট না হ'লে কিছুতেই বিয়ে হবে না!

শশাঙ্ক। তুই আমার বিয়ে নিয়ে কথা বলিস্ কেনরে পোড়ারমুখী? আমি কি তোর পছন্দ করা কনে বিয়ে ক'রবো?

শোভা। হ্যাঁ তাই ক'রবে, রুবিদি তো আমারই পছন্দ করা ক'নে।

শশাঙ্ক। তোর পছন্দ করা?—তুই পছন্দ করার আগে যে আমি নিজে গিয়ে পছন্দ ক'রে এসেছি তার কি?

শরদিন্দু। দেখছো ছোটমা তোমার পাশ করা বিদ্বান ছেলের গুণ, মার সাম্‌নে বড় ভাইয়ের সামনে বউএর কথা নিয়ে তর্ক ইয়ারকি! হ্যাঁরে শশা, তোর কি লজ্জা সরম কিছু নেই? বি-এ পাশ ক'রে একেবারে বাড়ীর সব্বার মাথা কিনেছ নাকি?

শশাঙ্ক। চালুনি বলেন—ছুঁচ তুমি নাকি ছ্যাঁদা! আমি তো বউয়ের কথা কইছি, তুমি বউদিকে নিয়ে কি কাণ্ড কর? দিনরাত ছবি তুলে তুলে বেচারাকে তো নাকাল করে ছেড়েছ—আর কি সব pose—"বসিয়া বিজন বনে বসন অঞ্চল পাতি।"

"আমি কার পথ চাহি এজনম বাহি।" "ভুলনাক ভালবাসা!" "যতদিন এদেহে প্রাণ রহিবে আমি তোমারি।"

"এস ফিরে এস।"

শরদিন্দু। এই শশা, চুপ কর পাজি! খবরদার, আমি যা করি করি—আমার কথার উপর কথা কস্‌নি।

শশাঙ্ক। কেন, বিয়ে করে তুমি কি একেবারে মাতব্বর হ'য়ে গেছ নাকি? তুমি ভাবছ, তোমার ছবি তোলার কথা কেউ জানে না? আমি বলছি, বাবা মা সব্বাই দেখেছেন; আর বৌদির মুখখানা যা উঠেছে তর-বেতর, একখানি ছবিতে এই রকম গোমড়ামুখী! নীচে Caption—"কার পথ চাহি"! আর একখানিতে চুলগুলি হ'যেছে যেন যাত্রার দলের ভৈরবীর চুল, হাতে একটা ত্রিশূল দিলেই মানাতো ভাল!

প্রতিমা। বেশ গো বেশ, আমি নাহয় কুৎসিত কালপেঁচা, মুখ্যু আছি—তোমার বউ তো পাশ করা সুন্দরী বউ হবে—তা হ'লেই হ'ল!

শশাঙ্ক। তাতে আর তোমার কি লাভ বল? আমার সুন্দরী বোয়ের ছোঁয়াচ গায়ে লেগে তো আর তুমি সুন্দরী হবে না!—

শরদিন্দু। বাস্‌-বাস্‌, Thus far and no further, আর একটি কথা বলেছ কি I fight duel with you! তুই আমার সামনে আমার wifeএর নিন্দে কর্‌ছিস্‌ Rascal—

শশাঙ্ক। তোমার স্ত্রীর নিন্দে কেন ক'রবো? তোমার photo-graphyর সমালোচনা ক'রছি।

শরদিন্দু। Photographyর তুমি কি বোঝ—বি-এ পাশ ক'রেছ ব'লে সবজান্তা হয়েছ নাকি?

শশাঙ্ক। Photographyর কিছু বুঝি আর নাই বুঝি, চোখ আছে তো আমার। বৌদির অমন সুন্দর মুখখানি—বৌদি কথাগুলো শুনে রেখ। তোমার অমন সুন্দর মুখ, একখানা ছবিতে উঠেছে যেন বেগুন-পোড়া, একখানায় "ষ", আর একখানায় ঠিক বাঙলা পাঁচের মত দেখতে হয়েছে—মাইরি বউদি!

প্রতিমা। তাই বুঝি সে সব ছবি কোন মাসিক পত্রে বেরোয় না!

শশাঙ্ক। মাসিক পত্রের সম্পাদকগুলো তো আর ক্ষেপেনি—যে তোমার সেই মুখখানি তারা কাগজে ছাপাবে।

শরদিন্দু। শশা, অনেক দিন আমার হাতে মার খাসনি—আমি কিন্তু বি-এ পাশ বলে খাতির করবো না!

শোভা। বড়মা, বড়মা, বড়মা—

শরদিন্দু। বড়মার আস্কারা পেয়েই তো ওটা এতখানি বাড়তে পেরেছে।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। বড়মা কাকে আস্কারা দেয় শরদিন্দু?

শরদিন্দু। এই শশাকে। ওটা দিন-দিন পাজির পাঝাড়া হচ্ছে! কি সব কথা আমাকে, আমার স্ত্রীকে বল্লে—যদি শুনতে বড়মা!

বিন্দু। সব শুনেছি! নিজের স্ত্রীকে নিয়ে তুমি যে সব ছবি তুলেছ, তাতে শশাঙ্ক অন্যায় কিছু বলেনি।

শরদিন্দু। অন্যায় বলেনি? এই ছোটমা সাক্ষী—উনি জানেন। ওঁর সাক্ষাতে ভদ্রলোকের মেয়েকে যা খুসি তাই বলে অপমান কল্লে!

বিন্দু। আমি কারো সাক্ষী নিতে চাইনি। আমি তোমাকেও জানি, বউমাকেও জানি, শশাঙ্ককেও জানি। তোমার যদি কিছু বুদ্ধি থাকতো ছবিগুলো তুমি পুড়িয়ে ফেলতে।

শরদিন্দু। তুমি তো ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলবেই। আমার চেয়ে শশা তোমার বেশি আপনার কিনা—ম'লে ঐ বুঝি তোমার মুখে আগুন দেবে?

বিন্দু। তোমার আগুন না পেয়ে ওর আগুন যদি পাই আমার আত্মার সদগতি হবে—যাও।

শরদিন্দু। কলিকাল কি না! আপন ছেলে ভেসে গেল, সতীনের ছেলে হ'ল ছেলে।

বিন্দু। আমি তোমায় অনেকবার বলেছি শরদিন্দু, তুমি শশাঙ্কর হিংসে ক'র না। সংসারে একএকটি ছেলে কুলপ্রদীপ হ'য়ে জন্মায়—শুনেছ কথনো?

শরদিন্দু। বল—তোমার কাছেই শুনি।

বিন্দু। ও আমার শ্বশুরকুলের মান বাড়াবে।

শরদিন্দু। ও তোমার শ্বশুরকুল আলো কর্‌বে—আর আমি বুঝি কুলে কালি দিচ্ছি!

বিন্দু। এখনো কালি দাওনি, তবে তুমি দিতে পার।

শরদিন্দু। আমি কুলে কালি দিতে পারি—তুমি নিজের মা হ'য়ে এই কথা আমায় বল্লে!

বিন্দু। আমি যে তোমায় চিনি বাবা!—

শরদিন্দু। আচ্ছা— [প্রস্থান।

বিন্দু। আর বউমা তুমি শোন—ভায়ে ভায়ে যাতে ঝগড়া বাধে এমন কোন কাজ ক'র না।

প্রতিমা। আমি তো মা—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই!

বিন্দু। সেইযা একটু ভয়ের কথা!

শশাঙ্ক। বড়মা, এসব বাজে কথা এখন যাক্। আমার বউ এলে তুমি কি কি গয়না দিয়ে বউ বরণ ক'রে তুলবে—চল তার একটা ফর্দ্দ করা যাক্। আর আমার বউ, সেত বউদিদির মতন ওরকম উজ্জল শ্যামবর্ণ হ'বে না। বউদি, তখন তোমার মুখের সুখ্যাত ক'রেছি, এখন আবার উজ্জল শ্যামবর্ণ বল্লুম। তোমার সেই ভাল মসলা দেওয়া special পানের খিলি চারটে শীগ্‌গির দাও।

প্রতিমা। মুখ্যু বউদির হাতের পান কি আর তোমার ভাল লাগ্‌বে ঠাকুরপো ? পাশ ক'রা বউ এসে পান সেজে দেবে তোমায় !

শশাঙ্ক। পান তৈরী ক'রা ব্যাপারে আমি তোমায় ফার্ষ্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট দিচ্ছি। ওখানে পাশ ক'রা বউ তোমায় হারাতে পারবে না !

(প্রতিমা পান দিয়া চলিয়া গেল। বিন্দু ও শোভা যাইতে উদ্যত হইলে)

সরযু। দিদি—শোন,—

বিন্দু। কি !

সরযু। বাবা তো আবার চিঠি দিয়েছেন—রাজাবাবুরা তো বাবাকে বড্ডই পেড়াপীড়ি ক'চ্ছে !—

শশাঙ্ক। আয়রে শোভা, তোর জন্যে একটা ভাল সেণ্ট্‌ এনেছি, কখনও মাখিস্‌নি এর আগে।

[শশাঙ্ক ও শোভার প্রস্থান।

বিন্দু। তোমার বাবা যে কেন এসব বিষয়ে মাথা দিচ্ছেন, তাতো বলতে পারি নে ছোটবউ ! তারা এক দুর্দ্দান্ত জমিদার, পাণ থেকে চুণ খস্‌লে তাদের অপমান—এদিকে তোমার ছেলেটি পুরো মাত্রায় আজ-কালকে'র ছেলে। ওদের মন বুঝে একটু চল্‌তে হয় ছোটবউ ! লেখা-পড়াজানা ছেলে, ওকে তো আর হুকুম করা চল্‌বে না ?

সরযু। সম্বন্ধটাও তো সত্যি সত্যি আর ফেল্‌না সম্বন্ধ না দিদি ! অতবড় রাজার ঘরের মেয়ে এ বাড়ীতে আর কে এসেছে বল ?

বিন্দু। তুমি তোমার বাবাকে লিখে দাও—আমরা শশাঙ্কর বিয়ে এখন দেব না ! তিনি যেন এসব ব্যাপারের মধ্যে না থাকেন।

সরযু। তাঁর নাতি-নাত্‌নীর বিয়েতে তিনি একটি ক'থাও বলবেন না ?

বিন্দু। বিয়ে এখন হ'বে না!— [প্রস্থান।

সরযূ। বিয়ে দেবেন না, ছেলে যেন ওঁরই! ছেলের মা ভেসে গেল দাদামশায় ভেসে গেল, সৎমা হ'লেন আপন! বলে—"মা না বিইয়ে বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মল পাড়াপড়শী—"

(প্রতিমার প্রবেশ)

প্রতিমা। ছোটমা!

সরযূ। কি বউ মা?

প্রতিমা। বড়মার কাণ্ডটা এক'বার দেখলেন তো?

সরযূ। আমি আজ পঁচিশ বছর ধরে দেখে আস্‌ছি মা—তোমরাই দেখ!

প্রতিমা। আপনি তো আমায় দেখছেন—আমি তো কোন কথাই কইনে—শুধু মুখ বুজিয়ে দু'বেলা দুটী খেয়ে আসি!

সরযূ। তুমি তো কালকের বউ বাছা—আজ পঁচিশ বছর এ বাড়ীতে এসেছি—এসে ইস্তক মুখ বুজিয়েই আছি—তবু তোমার বড়মার মন পেলাম না!

প্রতিমা। কি—ঠাকুরপোর বিয়ের ক'থা বল্‌ছিলেন বুঝি?

সরযূ। এ তো আর তোমার বড়মার বাবা সম্বন্ধ আনে নি—যে এক কথায় হ'বে। এ যে আমার গরীব বাপ্। তারা জানে, আমার ছেলে—আমি মত ক'র্‌লেই হ'বে; আমি যে এখানে বাঁদীর বাঁদী হ'য়ে আছি, তারাও জানে না, বাবাও জানেন না; আর বাবার সামনেই বা কি ক'রে বলি—আমি এ বাড়ীর কেউ না!

(বগলা ঝির প্রবেশ)

বগলা। এস গো বউরাণী, এস গো ছোটমা, ঠাকুর ভাত বেড়ে নিয়ে বসে আছেন।

সরযূ। যাও বউমা, ভাত খাও গে।

বগলা। আপনি খাবেন না ছোটমা?

সরযূ। না, আমার ক্ষিদে নেই—বউমা তুমি যাও!

[প্রতিমার প্রস্থান।

বগলা। ক্ষিদে আছে, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা ছোটমা—এখন আশে পাশে আছে, একটু পরে শুয়ে পড়লেই ক্ষিদে পাবে।

সরযূ। আমার শরীর খারাপ।

বগলা। কি জানি মা, এয়োস্ত্রী মানুষের কি রাত উপোষ দিতে আছে —ও বড়মা, ছেটমা ত খেতে এলনা কিছুতেই!—

[প্রস্থান।

(শোভার প্রবেশ)

শোভা। ছোটমা, বড়মা আবার আমায় পাঠিয়ে দিলেন—বল্লেন যেমন ক্ষিদে আছে তেমনি দুটী খেয়ে যাও; বড়মা খেতে বস্‌তে পাচ্ছেন না, ব'সে রয়েছেন।

সরযূ। মা-মা-ম্মা কি অশান্তি গা? অসুখ হ'লেও কি নিস্তার নেই, তোমার বড়মার হুকুমে গিলেকুটে মর্ত্তে হ'বে নাকি? আমার মাথা খসে পড়ছে, আমি পারবো না খেতে—যাও বলগে যাও!

শোভা। (গায়ে হাত দিয়া)—ক'ই, গা তো গরম না ছোট মা?

সরযূ। না গা গরম না! গায়ে জ্বর নেই যে গা থাবলে দেখ্‌তে এসেছ। যাও, চলে যাও, আমায় আর কাউকে দরদ দেখাতে হ'বে না। (শোভা মুখ ভার করিল) যাও, এইবার বড়মাকে সাতখানি ক'রে লাগিয়ে এস। তোমার বড়মা এসে আমার ফাঁসির হুকুম দিয়ে যান। সংসারে এতলোক ম'রে আমার তো মরণ নেই—মার্কণ্ডের অখণ্ড পেরমাই

নিয়ে বসে আছি। পোড়াকপাল—পোড়াকপাল, পেটের ছেলেমেয়ে-গুলোও পর হ'ল! (ফোঁস-ফোঁস কান্না)

[শোভার প্রস্থান।

(বসন্তবাবুর প্রবেশ)

বসন্ত। ছোট বউ—! (সরযূ উত্তর দিল না) কি হ'য়েছে কি? আরে, তুমি কাঁদ্‌ছো নাকি ছোট বউ? কেন, বড্ড কি কষ্ট হ'চ্ছে! আহা তা ডাক্তার ডাকৃতে বলনি কে'ন? অর্দ্ধেন্দু বাবুকে একবার ডেকে পাঠাব নাকি? ওরে ঝি জ্ঞানকে একবার—

সরযূ। থাক্—আর ডাক্তারের দরকার নেই—ডাক্তার আমার কি ক'রবে? মরণটা হ'লেই বাঁচি, আমারও হাড়ে বাতাস লাগে, আর পাঁচ জনেরও—

বসন্ত। আর পাঁচজনের মধ্যে আমিও একজন নাকি? এটা কিন্তু তোমার ঠিক্ কথা হ'ল না ছোটবউ! বড়গিন্নীর ওপর রাগ?—কেন? তিনি বুঝি ডাক্তার ডাকেন নি? তা তাঁকে ডাকিয়ে বল্লেই পারতে।

সরযূ: না বলিনি—বলবার ইচ্ছেও নেই।

(বগলার দুধ ও ফল লইয়া প্রবেশ)

বসন্ত। কি, তুমি আবার কি বলছো?

বগলা। বড়মা বল্লেন—ভাত যদি না খান—এই দুধ আর ফল—এয়োস্ত্রী মানুষের রাত উপোসী থাকৃতে নেই—!

বসন্ত। তোমরা কি মানুষকে একটু শান্তিতে থাকৃতে দেবে না? তাগাদার উপর তাগাদা! দেখ্‌ছো মানুষটার অসুখ, ভাল ক'রে উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছে না—যাও-যাও ওই ওখানে রেখে যাও, শরীর ভাল বোধ হয় তো এরপর না হয়—

সরযূ। চব্বিশ ঘণ্টা অপমানের উপর অপমান, দেহ জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল, ডাক্তার কি করবে!

বসন্ত। তা বটে—অপমানের ওষুধ ডাক্তারী শাস্ত্রে বোধ হয় নেই! কিন্তু তোমায় অপমান ক'রবে এমন সাহস কার?

সরযূ। যাঁর সাহস আছে, তিনিই অপমান করেন—আর কে ক'রবে? তার চেয়ে তুমি আমায় একটু আফিং এনে দাও—আমি খেয়ে সকল জ্বালার শেষ করি!

বসন্ত। আফিম্ আনিয়ে দেব! (ঝিকে দেখিয়া) এই মাগী—তুই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছিস্—বেরো পাজীবেটী! আরে গেল যা, ও বেটী আবার আড়ি পাত্‌ছে।

[ঝির প্রস্থান।

সরযূ। ওই রকম। দশখানা করে বড়গিন্নীর কাছে গিয়ে লাগাবে। বাড়ীর ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে ঝি-চাকর অবধি!—তুমি স্বামী গুরুলোক, তুমি একটু সুনজরে দেখ—তা'ও বড়গিন্নীর সয় না!

বসন্ত। তা সেটা না হয় একটু স্বাভাবিক! সতীনকে ভালবাসতে দেখলে অবিশ্যি—

সরযূ। সত্যি বলছি, আমার আর বাঁচতে সাধ নেই!

বসন্ত। ছি ছোট বউ, আমার সামনে ওসব অকথা কুকথা মুখে এনোনা। তুমি আমায় ফেলে গেলে এই বুড়ো বয়েসে আমার কি দশা হবে বল দেখি? আর কি এ বয়সে নতুন আর একটি—

সরযূ। কেন? তোমার অমন ঘরণী-গিরিণী, বিদুষী, কর্ম্মিষ্ঠা, বড়গিন্নী রয়েছেন—

বসন্ত। বড়গিন্নী আছেন, আছেন, তিনিই আছেন, বেল পাকলে

আর কাকের কি বল? উনি তো আর একদিনও—, রাতে যদি হার্ট ফেল করে বিছনায় মরে থাকি—

সরযূ। আবার আমার সামনে ওই সব কথা?—

বসন্ত। আচ্ছা, না আর বলবো না—তুমি যাও, দুধ ফলটল কি খাবে খেয়ে এস।

সরযূ। আমার শরীরটে কিন্তু—

বসন্ত। তা হোক—আমি বলছি। তুমিই তো বলে থাক—ছেলে-বেলা চিরুণীতে প'ড়ে শিখেছ "পতি পরম গুরু"!

সরযূ। আচ্ছা তুমি যখন বলছ তখন আমি খাবখন। আমায় অপমান করেন করেন, কিন্তু এমন ক'রে আমার বাবাকে অপমান করাটা কি দিদির উচিত হচ্ছে!

বসন্ত। এ তাহলে বিন্দুরই দোষ, কেন যে সে শশাঙ্কর বিয়ে না দিয়ে আটকে রেখেছে—সেই জানে!

সরযূ। রুকুমপুরের রাজাবাবুদের মস্ত নাম, মানসম্ভ্রম, দেবেথোবেও ভাল, মেয়েটীও খুব ভাল। বাবাকে এসে ধরেছে, বাবাও তোমার ভরসায় তাদের কথা দিয়েছেন। বড়দি এমন করবে জানলে আমি তখন বাবাকে বারণ করে দিতাম!—

বসন্ত। না ছোটবউ, আমি সব বুঝতে পাচ্ছি, বিন্দুর অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে! আরে রুকুমপুরের রাজা মস্ত-বড় বনেদী ঘর, আমি জানিনে? খুব বড় সম্বন্ধ, এ ছাড়া উচিত না—ছাড়া উচিত না।

সরযূ। নইলে আমার বাবা এ কাজে হাত দিতেন—তাঁর কি সেই চরিত্তির? বড়দি এমন ভাবটা দেখাচ্ছেন যেন ওখানে বিয়ে হলে বাবা কিছু দালালি পাবেন—!

বসন্ত। আরে রাম-রাম! আচ্ছা আমি তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবোখন—তা'হলে আর সে না বলবে না।

সরযূ। তুমি তো এখন খুব বলছো—দিদির সামনে গিয়ে তোমার কথা কইতে ভরসা হবে কিনা! তা'হলে আর আমার দুঃখ কি ছিল?

বসন্ত। দেখ ছোটবউ, জানই তো সব! তার উপর এক সময় একটা অন্যায় হ'য়ে গেছে, তাই সহজে আর তাকে চটাতে চাইনে। তাই বলে স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর মাথায় পা দিয়ে যদি চলতে চায়, সেটাও কি সইতে হবে? আমার তো এ সম্বন্ধ খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে। তা আমায় আগে বলতে হয়—

সরযূ। তোমায় বলিনি?—কতদিন তো তোমায় বলেছি।

বসন্ত। তুমি 'বাবুদের ওখানে বাবুদের ওখানে' বলতে। তা আমি কি করে বুঝবো বল? বাবু তো তিনশ' পঁয়ষট্টি গণ্ডা আছে। না না, এ বড়গিন্নীর অন্যায়!

সরযূ। আমারও তো মায়ের প্রাণ। উনি যতই দরদ দেখান না কেন, বয়সকাল, ছেলেটা যদি সত্যিই বিগড়ে যায়, বেশী লাগবে কার? উনি কোথায় কোন্ খৃষ্টানদের মেয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেছেন, তোকে অমনি ধারা পাশ করা বউ এনে দেব।

বসন্ত। খৃষ্টানদের মেয়ে?

সরযূ। আজকালকার ছেলে। ওরা যে না পারে কি—তাতো আমি জানিনে! ওদের অমনি করে আসকারা কেউ দেয়?

বসন্ত। ঠিক্ কথা—ঠিক কথা; যাও তুমি খেয়ে নাও গে—ওই মেয়ের সঙ্গেই শশাঙ্কর বিয়ে হবে। তুমি যাও, আমি এখনই বড়গিন্নীকে—

সরযূ। এখন থাক্ না হয়—কাল সকালেই বলো।

বসন্ত। না, না—এখনই—

[সরযু দুধের বাটী লইয়া বাহিরে গেল, বসন্তবাবু তামাক
খাইয়া খানিক চিন্তার পর বসিয়া রহিলেন, শোভা
ও বিন্দুর প্রবেশ]

শোভা। বাবাঃ—বড়মা, আমি তোমার সঙ্গে আর কখনো খেতে বসবো না। তুমি এমন করে খাওয়াবে—ওমা বাবা যে—!

বসন্ত। কিরে পাগলী, তুই আবার কি বলছিস্—?

শোভা। দেখ না বাবা—বড়মা নিজে কিছু খাবে না—আর যত ভাল খাবার সব আমায় খাওয়াবে, এ কিরকম অন্যায় বলতো বাবা। ছোটমা খেলে না, ছোটমায়ের ভাগের মাছ বড়মায়ের ভাগ—সব আমায় খাওয়ালে।

বিন্দু। তোর ছোটমা খেলে না কেন? আমি কি মাছগুলো নষ্ট করবো—?

বসন্ত। ওরে শোভা, দেখতো তোর ছোড়দা কি করছে?

শোভা ছোড়দা তো ঘরে পড়া মুখস্থ করছে!

বসন্ত। আর শরদিন্দু কোথায় গেল, সন্ধ্যের পর থেকে তার তো কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে—?

শোভা। বড়দা এক জায়গায়—না বাপু আমি বলবো না। বলে কি শেষে দোষের ভাগী হব!—

বসন্ত। আচ্ছা বোলোনা। যতক্ষণ শরৎ না আসে বৌমার কাছে গিয়ে ব'সগে—

বিন্দু। ওরে শোভা,—পটলা, গয়ারাম, ওরা সব খেতে বসেছে?

শোভা। হ্যাঁ—

[প্রস্থান।

বিন্দু। একবার যাই দেখে আসি—

বসন্ত। যেয়োখ'ন পরে, একটা কথা ছিল।

বিন্দু। কি কথা?

বসন্ত। বলছি—একটু বসলে পারতে?—

বিন্দু। ব'সবার দরকার হবে না, তুমি বল। তোমার হার্টের কথা তো?—

বসন্ত। না হার্টের কথা না। হার্টের কথা আর কোনদিন তোমায় ব'লবো না!—

বিন্দু। যাক্—যে কথা হয় বল!

বসন্ত। বলছিলাম কি, শশাঙ্কর জন্যে ওর মামার বাড়ীর ওখান থেকে যে বিয়ের সম্বন্ধটা এসেছে, যা শুনলাম তাতে সম্বন্ধটা তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে! তা ওখানে বিয়ে দিতে দোষটা কি?—

বিন্দু। না—

বসন্ত। বলি, বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে?

বিন্দু। যখন হয় তখন হবে, এখন না!

বসন্ত। এখন দিলেই বা ক্ষতি কি? ছেলে তো আর ছেলেমানুষ নয়। আমাদের ঘরে অত বয়েস পর্য্যন্ত ছেলে আইবুড়ো থাকে না।

বিন্দু। তোমাদের ঘরের আইন-কানুন আমি শশাঙ্কর ওপর খাটাতে দেব না। আমি যেমনটি চেয়েছিলাম শশাঙ্ক ঠিক্ তেমনি—আমার পেটে হয়নি, কিন্তু ভগবান আমাকেই দিয়েছেন। ও তোমাদের দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ—ওকে তোমরা চিন্‌তে পারবে না।

বসন্ত। সব সময় কি এরকম সম্বন্ধ পাওয়া যায়? ধরনা কেন, শ্বশুরমশায়ের পছন্দ মত শরতের যে বিয়ে দেওয়া গেছে—এ তার চেয়ে অনেক ভাল।

বিন্দু। আমি তো বলেছি, একজামিনের আগে আমি ওর বিয়ে দেব না।

বসন্ত। একে বনেদী ঘর—তার উপর সম্বন্ধটা এনেছেন শশাঙ্কর দাদামশাই, না দিলে তিনি কি মনে ক'রবেন ?

বিন্দু। আমি কারো মনে করার ধার ধারিনে !

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। আমার বাবা সম্বন্ধ এনেছেন বলেই না আজ এতবড় কথাটা বলতে পারলে দিদি ! যখন তোমার বাবা সেবার শরতের বিয়ের সম্বন্ধ আনেন—তখন তো বাপের বাড়ীতে গিয়ে নিজে উদ্যোগী হ'য়ে মেয়ে দেখে এসেছিলে—এ ধরণের কথা তো সেদিন তোমার মুখে শুনিনি ?

বিন্দু। কি, স্বামীস্ত্রীতে মিলে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে চাও নাকি ?

বসন্ত। না, না—কথাটা তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝে দেখ বড়বউ ! সব সময়েই এ রকম জিদ্ তো ভাল নয়। ছোটবোয়ের যখন এত সাধ, তখন তোমার সতীন বলেই যে একেবারে বাধা দিতে হবে, এমনই বা কি কথা ?

বিন্দু। সতীনের কথা কেন তুল্‌ছ এতদিন পরে ? আমি কি কোনদিন সতীনপণা ক'রেছি ওর সঙ্গে—ওই বলুক ?

সরযূ। স্বামী নিয়ে সতীনপণা করনি বটে কোনদিন, তা সেটা আমার উপর দয়া ক'রে না—স্বামীর ওপর রাগ ক'রে !

বসন্ত। আহা-হা, স্বামী বেচারাকে এর মধ্যে আবার টেনে আনছো কেন ছোটবউ ? আমার যে ডাইনে যেতে বাঁয়ে টানে—

সরযূ। তুমি থাম, তোমার ও ন্যাকাপণা আমার ভাল লাগে না !

বসন্ত। (স্বগত) এইরে, ছোটবউ পর্য্যন্ত ধ'রে ফেলেছে !

সরযূ। কথা কখনো কইনি দিদি—মুখ বুজিয়েই আছি ; আজ যখন মুখ খুলেছি তখন আর একটি কথা বলবো শুনে রাখ। বল্‌ছ তো সতীন-

পণা করনি—আমার ছেলেটাকে মেয়েটাকে পর্য্যন্ত পর ক'রে দিয়েছ ; আর কি করে সতীনপণা ক'র্তে হয়—আমায় বল্তে পার ?

বিন্দু। সেটা মুখে বলবো না ছোটবউ—এখন থেকে কাজে ক'রে দেখাব। তোমার ছেলেমেয়েদের আমি তোমার কাছ থেকে পর ক'রে দিইনি—তুমি তাদের আপন ক'র্তে পারনি। ছেলেমেয়ে আপনি বশ হয় না, তাদের বশ ক'রতে জানা চাই ! (প্রস্থানোদ্যত)

বসন্ত। আহা-হা, তুমি যে রেগেমেগে চলেই যাচ্ছ ! ছোটবৌ'য়ের ওপর কোনদিন রাগ ক'রলে না—আর আজ এই বুড়ো বয়েসে—তোমার হল কি বড়গিন্নী—? যাক্, ও রাগবাগের দরকার নেই, তাহলে—ওখানেই সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রা যাক্, কি বল ?

বিন্দু। তোমরা দিতে ইচ্ছে কর দিতে পার—আমার মত নেই !

[প্রস্থান।

বসন্ত। বেশ, তাই হবে—ওইখানেই শশাঙ্কর বিয়ে হ'বে ! না—না—না—এ রকম জিদ্ তো ভাল নয়। ওরে গয়ারাম—

(নেপথ্যে গয়ারাম)—বাবু—

(গয়ারামের প্রবেশ)

বসন্ত। জ্ঞানকে একবার ডেকে দিস্ তো আমার কাছে।

গয়া। যে আজ্ঞে বাবু—

[প্রস্থান।

সরযূ। পঁচিশ বছর ধ'রে এই জ্বলনে জ্বলছি, আজ আর সইতে পারলাম না, তাই দুটো কথা বলিছি—

বসন্ত। তা বেশ করেছ—তবে কিনা না বললেও পারতে !

সরযূ। আর সহ্য হলনা—নইলে আমারই কি সাধ দিদিকে কড়া কথা শোনাই ? ভালতো বাসে ছোটবোনের মত—একটু যদি নিজের মতলব মত না হ'ল, তো আর রক্ষে নেই ?

বসন্ত। যেমন রাগ তেমনি জিদ্। যা একবার ধরবে……না—না—স্ত্রীলোকের এত জিদ্ তো ভাল না। সেই যে তোমায় ঘরে আনার পর থেকে আমায় আলাদা করে দিলে, ভুলে একটা দিন আমার কাছে এসে বসলো না! কত অসুখ গেছে……অথচ নিজের চোখে দেখেছি ঠাকুরঘরে গিয়ে কাঁদছে, মাথা খুঁড়ে ম'রছে! এমানুষকে নিয়ে তুমি কি করবে বল?

(জ্ঞানের প্রবেশ)

জ্ঞান। আমায় ডাকছিলেন বাবু?—

বসন্ত। হ্যাঁ, ওই কুকুমপুরের জমিদার-বাড়ীতে যে বিয়ের কথা হচ্ছে—তাই নিয়ে সে দিন যে চিঠিখানা এসেছিল, তার কোন জবাব আমাদের দেওয়া হয়নি বোধ হয়—?

জ্ঞান। আজ্ঞে না!

বসন্ত। কেন দেওয়া হয়নি?

জ্ঞান। আমি বড়মাকে জানিয়েছিলাম, উনি ব'ল্লেন ওখানে হবে না; তাই আর আমি কোন জবাব দিইনি।

বসন্ত। তোমার বড়মার অমতের কারণটা কি জান?

জ্ঞান। বড়মা বলেছিলেন ওদের বাড়ীতে মেয়েপুরুষ কেউ লেখাপড়া জানে না, ছোটদাদা বাবুর ও রকম বাড়ীতে বিয়ে করা পছন্দ না।

বসন্ত। আরে লেখাপড়া, লেখাপড়া, লেখাপড়া,—লেখাপড়া জানেনা ত' হয়েছে কি? নবাবী আমল থেকে ওদের রাজা খেতাব, বিশাল জমিদারী, বনেদী বংশ—ওদের তো আর চাকরী-বাকরী করতে হবেনা যে, প'ড়ে প'ড়ে হাড় কালি ক'রবে? যেমন তোমার বড়মা, তেমনি তোমার ছোট দাদাবাবু! তুমি লিখে দাও, ওইখানেই বিয়ে হবে—আমার মত আছে; তাঁরা যেন কি কি দেবেন তার একটা ফর্দ্দ পাঠান,

আর পাকাদেখার দিনস্থির ক'রে চিঠি লেখেন। আজ রাত্রেই তুমি চিঠি লিখে রেখো, কাল সকালে উঠে আমি সই করবো--যাও!

জ্ঞান। দেখুন বাবু, বড়মার যখন মত নেই, তখন নাই বা হ'ল ওখানে ছোট দাদাবাবুর বিয়ে? ক'নের তো আর অভাব নেই—কত হাইকোর্টের জজ্, ব্যারিষ্টারের মেয়ে—

বসন্ত। দেখ জ্ঞান, তোমাদের এই উপদেশ দেওয়া রোগটী কি যাবে না কোন দিন? ওইখানেই বিয়ে হবে, এই মাসেই বিয়ে, কেউ যেন এর উপর কথা না বলে!

জ্ঞান। (জ্ঞান চলিয়া যাইতেছিল ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিয়া আসিল) দেখুন, এটা কিন্তু ঠিক ভাল হচ্ছে না, বড়মার যাতে মত নেই--বিশেষ এ রকম একটা শুভ কাজে—

বসন্ত। তোমরা সব হাউ গিলতে গিলতে বাউ গিলেছ—না? মনে করেছ—বসন্ত সেন মরেছে, নাবালকের এষ্টেটে চাকরী ক'চ্ছ, তোমার বড়মা গার্জ্জেন? জেনো এ বাড়ীতে শুধু তোমার বড়মার রায়ই একমাত্র রায় না; তোমার বড়মার কথা যেমন চল্‌বে, তোমার ছোটমার কথাও ঠিক তেমনি চল্‌বে; আর সব্বার উপর চলবে এই বসন্ত সেনের কথা। সেখানে বড়ও কেউ না, ছোটও কেউ না, ছেলেরাও কেউ না—যাও!

সরযু। চল চল তুমি শোবে চল। রাগ করে মাথায় রক্ত চ'ড়লে আর রাতে ঘুম হবে না!

বসন্ত। মাথায় রক্ত চ'ড়েছে। যত ভাবি—দূর হক্‌গে মরুকগে, যে যা বোঝে তাই করুক, আমি এ সবের ভেতর থাক্‌বোনা—তা জোর ক'রে আমায় এই সব হাঙ্গামার ভিতর টেনে এনে তবে ছাড়বে! এস—যা বলেছি তা যেন হয়, নহলে আমি ভয়ানক কাণ্ড কর্‌বো।

[সরযূ ও বসন্তর প্রস্থান।

(নেপথ্যে বিন্দু) জ্ঞান—

(বিন্দুর প্রবেশ)

জ্ঞান। এই যে বড়মা, আমি তো মা বড়ই বিপদে পড়েছি। বাবু কি রকম রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন শুনলেন তো ?

বিন্দু। বনেদী জমিদার-বংশ, রাগটা ওঁদেরই একচেটে !

জ্ঞান। উনি তো তাঁদের চিঠি লিখে দিতে বল্লেন। তাঁরা যেন একেবারে পাকা দেখার দিনস্থির করে চিঠি দেন,—

বিন্দু। বাবু যখন চিঠি দিতে বলেছেন, তখন তোমার কাজ তুমি কর, তুমি চিঠি লিখে দাও !

জ্ঞান। আপনার যখন মত নেই মা, তখন একাজে অগ্রসর হওয়াটা কি উচিত হবে মা ? তার চেয়ে আপনি যদি বাবুকে বুঝিয়ে ব'লতেন—

বিন্দু। চিঠি তুমি লিখে দাও এখন—বোঝাতে হয় আমি এর পর বোঝাবো।

জ্ঞান। তারাও একটা মস্ত বড় বনেদী ঘর, তাদের একটা কথা দিয়ে —শেষ পর্য্যন্ত যদি কথাটা না রাখতে পারেন, সেটা কি ভাল হবে মা !

বিন্দু। আপাততঃ কর্ত্তা যেমন যেমন বলছেন, তাই কর—ভাল মুসোবিদে করে একখানা চিঠি লিখে রাখ, কর্ত্তার ইচ্ছে মতই কাজ হবে।

জ্ঞান। আচ্ছা মা!

[জ্ঞানের প্রস্থান।

বিন্দু। ওরে শশাঙ্ক, আয়রে বাবা আয—অনেক রাত হ'য়েছে, আর প'ড়তে হবে না।

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বড়মা, একটা কবিতা প'ড়ছিলুম, চণ্ডীদাসের কবিতা—শুনবে ?

বিন্দু। তোর বুঝি বড় ভাল লেগেছে?

শশাঙ্ক। বড্ড ভাল কবিতা বড়মা—এরচেয়ে ভাল কবিতা এর আগে আর কখনো আমি পড়িনি!

"ঘর কৈনু বাহির ওগো
বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আমি
আপন কৈনু পর।"

সতীনের ছেলের জন্য কেন এত ক'চ্ছ, সুবিধে পেলেই তো কথা শুনতে হয়, কিসের গরজ তোমার?

বিন্দু। আর একটী পরের মেয়ে এসে যেদিন তোকে আপন ক'রে নেবে, সেই দিন থেকে সতীনের ছেলের জন্যে আর কিছুই করবো না বাবা।

শশাঙ্ক। তা হ'লে পরের মেয়ে ঘরে আনা তো বড় বিপদ বড়মা! তোমার সতীনকে বলে দিও বড়মা, আর যদি কোন দিন তোমার সঙ্গে সতীনে ঝগড়া করেন, আমায় আর এ বাড়ীতে কেউ দেখতে পাবে না—!

বিন্দু। ওরে পাগল! ও কি কোন দিন আমার মুখের উপর কথা বলতে পেরেছে, যে আজ সতীনে ঝগড়া করবে? আজ কি রকম মাথাটা গরম হ'য়েছিল তাই!

শশাঙ্ক। না তাই বলছি বড়মা, অনেক রকম কেলেঙ্কারী সওয়া যায়, এটি কিন্তু আমি সইব না!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অমরেশ্বরের বাড়ী

হিরণ্ময় ও রুবি

হিরণ্ময়। নিখুঁৎ সুন্দরকে নিয়ে মানুষ খুব তৃপ্তি পায়নি কোন দিন।

রুবি। তাই নাকি?

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, তার কারণ কি জানেন?

রুবি। কি?

হিরণ্ময়। যেমন খাঁটি সোনায় গয়না গড়ানো যায় না, তাতে অনেকখানি খাদ মেশাতে হয়—এও তেমনি, খাঁটি সুন্দর নিয়ে সংসার করা যায় না। খাঁটি সুন্দরকে মানুষ খুব বেশীক্ষণ সহ্যই ক'রতে পারে না।

রুবি। আমাদের দেশে একটা মেয়েলি কথা আছে জানেন?

"অতি বড় সুন্দরী না পান বর,
অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।"

হিরণ্ময়। এই কথা বাঙলায় চলন আছে নাকি? আমি তো জানতুম না! বড় ভাল কথা।

রুবি! অতি কিছুই বোধ হয় ভাল না।

হিরণ্ময়। না।

রুবি। অতি প্রেম ভাল না?

হিরণ্ময়। "অতি প্রেম সহে না বিধির!" আমি যে কথা বলছিলাম, নিখুৎ সুন্দর—উর্ব্বশীতো অপরূপ সুন্দরী—রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশী কবিতায় দেখিয়েছেন উর্ব্বশী কেমন ; সে সংসারের না—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তদেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যা-দীপখানি—"

স্থির বিজলীর মত এই যে সৌন্দর্য্য, এতে মানুষের তৃপ্তি নেই! It is not earthy এতে মাটি নেই। মানুষ ether চায় না, মাটি চায়।

রুবি। আচ্ছা হিরণ্ময়বাবু—প্রেম কেমন করে হয়?

হিরণ্ময়। কেন হয়, কেমন করে হয়, কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। অনেক কবি অনেক প্রশ্ন তুলেছেন, অনেকে উত্তরও দিয়েছেন—

Tell me where is fancy bred
Or in the heart or in the head?

রুবি। এর মানে?

হিরণ্ময়। প্রেম কোথায় জন্মায়—হৃদয়ে না মস্তিষ্কে? কিসে উৎপত্তি, কোন্ দিকে পরিণতি—?

রুবি। আপনি প্রেম বিশ্বাস করেন?

হিরণ্ময়। করি, আগে ক'রতুম না—এখন ক'রছি।

রুবি। আপনি কি কাব্যের কথা আর তত্ত্বকথা ছাড়া, সংসারের তুচ্ছ কথা কিছুই বলেন না?

হিরণ্ময়। কেন বলুন তো? এ প্রশ্ন কেন ক'রলেন?

রুবি। আপনি আমাদের মত সংসারের তুচ্ছ খুটিনাটি কথা বল্‌ছেন, এ আমি মনে করতে পারিনে!

হিরণ্ময়। আমি সংসারের কোন কাজকে, কোন মানুষকে তুচ্ছ মনে করিনে।

রুবি। আপনি Merchant of Venice থেকে যে কবিতাটি বল্লেন সেইটে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিন, আপনি চমৎকার বাংলায় বুঝিয়ে দেন—বেশ মনে গাঁথা হয়ে থাকে।

হিরণ্ময়। কি কথা হচ্ছিল?

রুবি। Tell me where is fancy bred,
Or in the heart or in the head?

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, সেক্সপীয়ার নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন—It is engenderd in the eyes with gazing fed?

(অমরেশ্বরের প্রবেশ)

রুবি। বাবা, আমি হিরণ্ময় বাবুর কাছে সেক্সপীয়ার প'ড়ব।

অমর। সেক্সপীয়ার প'ড়বে? বেশ বেশ বড় ভাল—ওতে নানান রকম peculiar gramatical construction আছে। আমরাও এক সময় সেক্সপীয়ারের পোকা ছিলাম! এখনও একএকটা যায়গা মনে হলে—"Friends, Romans, Country-men lend me your ears." সেক্সপীয়ার প'ড়লে খুব জ্ঞান হয়। —বলত বাবা হিরণ্ময়—কি বলছিলে?

হিরণ্ময়। আমি বলছিলাম—

Tell me where is fancy bred,
Or in the heart or in the head,

সেক্সপীয়ার নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন—It is engenderd in the eyes, তার মানে It is bred neither in the head nor in the heart! লোকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে না, ভাল বাস্‌লে তার পর প্রাণ দেয়—বুঝেসুঝেও প্রেম করে না, নয়নের কোণেই প্রথম প্রেমের জন্ম; তার পর অপলক দৃষ্টি দিয়ে সেই দেখার পূর্ণ পরিণতি।

অমর। যদিচ আমাদের নিধুবাবু তা বলেন না, নিধুবাবুর গান জান তো—

মনেরে না প্রবোধিয়ে
　　নয়নেরে দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে
　　না হ'লে মনোমিলন!

হিরণ্ময়। এটা বোধ হয় নিধুবাবু কোন বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন। আসল ব্যাপার, চোখ আগে মজায়—তার পর মন মজে।

অমর। না-না-না, চোখ ত নিজে দেখেনা?—মন কর্ত্তা, চোখ তার অস্ত্র। মন আগে চোখকে বলে "ওহে চোখ, দেখ দেখ!" তবেইতো চোখ ভরসা ক'রে দেখে—আর মনকে মজায়।

হিরণ্ময়। তাই কি? আমাদের বৈষ্ণব কবি চোখের আগের কথাও ব'লেছেন—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
　　আকুল করিল মোর প্রাণ।"

মন কিঙ্কর; ইন্দ্রিয় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি অনুভূতির দ্বারা আগে মনকে তার বাঞ্ছিতের খবর দেয়; তবেই মন সে বিষয় সচেতন হয়।

অমর। তাইতো হে হিরণ্ময়, প্রেমতত্ত্বটি তোমার তো বেশ ভাল ক'রে উপলব্ধি করা আছে—good sign, good sign! আমি সেকালে

পদ্য-টদ্য লিখতুম—তারপর এই একাদিক্রমে বাইশ বৎসর ধ'রে Nesfield-এর Grammar পড়িয়ে পড়িয়ে মাথা থেকে সমস্ত poetry একেবারে vapour হ'য়ে যেন কোথায় উড়ে গেল!

রুবি। Grammar সম্বন্ধে কিন্তু বাবার সঙ্গে কেউ পারে না।

অমর। হ্যাঁ, Sequence of Tense সম্বন্ধে যদি কখনো সভাসমিতি হয় আমায় ডেকো। আমি খুব ভাল বক্তৃতা দেব।

(শোভার প্রবেশ)

শোভা। ওমা রুবিদি, তুমি কি নিষ্ঠুর গো!

রুবি। কেন, আমি আবার নিষ্ঠুর হলুম কিসে?

শোভা। কাল সন্ধ্যেবেলা বোর্ডিং থেকে এসেছ, আজ সমস্ত দিন গেল তবু তোমার দেখা পেলুম না। বড়মাকে বলে দু'বার গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম, দু'-দু'বার তুমি গাড়ী ফেরত দিলে? কেন বলত, তোমার কি হয়েছে?

অমর। এ মেয়েটি কে রুবি? She is full of vitality!

শোভা। বলতো, আমার সঙ্গে কে কে এসেছেন?

রুবি। কই কই কোথায়? শশাঙ্কবাবু—?

শোভা। হ্যাঁ, এখানে আমি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি—অতো বোকা মেয়ে আমায় পাওনি! আমি বুঝি আর জানিনে তোমার আর এক জায়গায় বিয়ের—

রুবি। আঃ শোভা! শোভা, তুমি আমার বাবাকে প্রণাম ক'রলেনা?

শোভা। তোমার বাবা—কই তোমার বাবা?

রুবি। এই তো বসে আছেন।

শোভা। রুবিদি, উনি তোমার বাবা? আমি ভেবেছিলাম তোমার মাষ্টার মশাই!

অমর। মেয়েটির তো খাসা বুদ্ধিশুদ্ধি, ঠিক্ ধরেছে তো! (শোভার প্রতি)—ওর বাবা যে সত্যিই মাষ্টার মশাই!

শোভা। ওঃ বাবা, আপনি মাষ্টার মশাই?

অমর। হ্যাঁ—

শোভা। আপনি ছেলেদের পিঠে বেত মারেন?

অমর। হ্যাঁ—

শোভা। (হিরণ্ময়কে দেখিয়া) ইনি আবার কে? তোমার দাদা নাকি?

রুবি। আমার এক বন্ধুর দাদা।

শোভা। রুবিদি জ্বালালে—বন্ধুর দাদা! তোমার আবার বন্ধু কি? মেয়েমানুষের আবার বুঝি বন্ধু থাকে? কলেজে লেখাপড়া শিখে মেয়ে যেন কি হ'চ্ছেন দিন দিন! চল, আমাদের সঙ্গে গাড়ী ক'রে হাওয়া খেতে যেতে হ'বে—এস, নইলে কিন্তু—

রুবি। চল, চল—

[রুবি ও শোভার প্রস্থান।

হিরণ্ময়। মেয়েটি কে বলুন তো?

অমর। ঠিক জানা নেই। বোধ হয় কারো মেয়ে!

হিরণ্ময়। ওঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বুঝি গাড়ীতেই বসে আছেন?

অমর। খুব সম্ভব বসে আছেন।

হিরণ্ময়। তাঁরা হয়তো এখানে আসতেন, হয়তো আমি এখানে আছি মনে ক'রে তাঁরা এলেন না।

অমর। তা হ'তে পারে—আশ্চর্য্য কি?

হিরণ্ময়। আপনি বরঞ্চ ওঁদের ডেকে এনে বাড়ীতে বসালে পারতেন।

অমর। খুব ভাল idea! রুবির মা আবার এই সময়টিতে—

হিরণ্ময়। ওঃ, মাসীমা বুঝি এখন বাড়ী নেই?—

অমর। না, সেই জন্যেই তো মুস্কিলে পড়েছি! I am in a terrible fix.

(নর্ম্মদার প্রবেশ)

হিরণ্ময়। এই যে মাসীমা এসেছেন।

নর্ম্মদা। হ্যাঁ গা! রুবি কাদের সঙ্গে গাড়ী ক'রে কোথায় চ'লে গেল?

অমর। চ'লে গেল?

নর্ম্মদা। হ্যাঁ—

অমর। তা কই, আমায় তো কিছু বলে গেল না?

নর্ম্মদা। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন ধারা মানুষ গা? মেয়েটা কাদের সঙ্গে কোথায় চলে গেল একবার খোঁজ নিলে না?

অমর। কি বিপদ! আমার খোঁজ নেবার কথা, না তাদের বলে যাবার কথা?

নর্ম্মদা। তাদের যদি ধর কোন—মেয়ে বড় হ'য়েছে।

অমর। Exactly so—মেয়ে বড় হ'য়েছে!

নর্ম্মদা। আমি যার আজ দু'-দু'বার গাড়ী ফিরিয়ে দিলুম; একটু বাড়ীর বার হয়েছি কি, একেবারে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মেয়েটাকে?

অমর। I see, they are regular lawless people! এতখানি সাহস, একটা ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে রুবিকে hypnotise ক'রে নিয়ে গেল!

হিরণ্ময়, তুমি বরঞ্চ কোন একটা nearest police stationএ যদি একবার—

হিরণ্ময়। অতটা বোধহয় আবশ্যক হবেনা, তাঁদের হয়তো কোন মন্দ উদ্দেশ্য নেই।

অমর। That's a great point, মন্দ উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।

হিরণ্ময়। হয়তো ওঁকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন!

অমর। ঠিক কথা to see her, is to love her—তুমিতো বুঝতেই পাচ্ছ বাবা, কি বল? বুঝলে নর্ম্মদা, হিরণ্ময় যা বলেছেন খুব যুক্তিপূর্ণ কথা; যাক্ আমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচল।

নর্ম্মদা। হ্যাঁ গা, তুমি দিন দিন একি হ'চ্ছ?—কি বল, কি কও! তোমায় কেউ কিছু—খাইয়ে টাইয়ে মাথা খারাপ ক'রে দিলে নাকি?

অমর। আশ্চর্য্য কি, হ'তেও পারে! তবে তোমার হাতে ছাড়া আর তো কারো হাতে আমি কখনও কিছু খাইনি।

নর্ম্মদা। থাক্, আর রসিকতা ক'রতে হবে না! [প্রস্থান।

অমর। ব্যাপারটা কি হয়েছে জান?—মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আবার হাতে নেইকো টাকা; তার উপর তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ অর্থাৎ মাসীমা, যে টাকাটা তিরিশ দিনে ব্যয় করা দরকার সেইটি বারো দিনে ব্যয় ক'রে থাকেন।

হিরণ্ময়। আমি না হয় এখন উঠি।

অমর। ব'সো, ব'সো, আমার একটা অত্যন্ত দরকারী কথা আছে।

হিরণ্ময়। কি কথা?

অমর। মানে, আমার মেয়ের অনেক পুরুষবন্ধু আছে, তাদের সঙ্গে আজকালকার দিনে দেখাশুনা হওয়া খুব বিচিত্র নয়, You must with

her from among them—আমরা এখনো বুঝতে পারিনি ও কাকে ভালবাসে। কিন্তু ও যে কাউকে ভালবেসেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আগে খুব চঞ্চল আর খুব আমুদে ছিল, এখন কি রকম গম্ভীর হ'য়েছে! Either you or not you but someone else.

হিরণ্ময়। উনি কি আগে খুব প্রাণচঞ্চল ছিলেন?

অমর। ছিলেন বৈকি! of course সব মেয়েরাই তাই থাকে, তারপর একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গম্ভীর হ'য়ে যায়। আমার মনে হয়, তোমাকে দেখার পর থেকে ওর এই পরিবর্ত্তন হ'য়েছে; হয়তো তোমাকেই ও ভালবাসে কিম্বা অন্য কেউও হ'তে পারে। বুঝেছ হিরণ্ময়?

হিরণ্ময়। হ্যাঁ বুঝেছি; যে মেয়েটি এসেছিলেন, তাঁর কোন আত্মীয়কেই হয় তো উনি ভালবাসেন।

অমর। খুব সম্ভব তাই। সেইজন্যই যত দিন ওর বিয়ে না হয় আমি ওকে বোর্ডিংএ রাখাই ঠিক্ করেছি, তা হ'লে আর সবার সঙ্গে মিশতে পাবেনা। loveএর ব্যাপারটা কি জান হিরণ্ময়? অবশ্য তুমি Philosophy of Love লিখেছ, তোমায় আমি আর কি বলবো বাবা—তবে যেমন ঐ মেয়েটি এসে রুবিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, Love is like that—এর মধ্যে Poetry'ও নেই, Philosophy'ও নেই। (উচ্চহাস্য)

হিরণ্ময়। আচ্ছা আমি এখন আসি।

অর্দ্ধেন্দু। (নেপথ্যে) ওহে অমর—বাড়ী আছ হে?

অমর। কেহে?—যেন চেনা গলা! অবারিত-দ্বার—ওপরে চ'লে এস; আরে—কে ও (অর্দ্ধেন্দু ডাক্তার উপরে আসিলেন) ডাক্তার অর্দ্ধেন্দু? এস এস—তোমার কথাই বোধ হয় ভাবছিলুম!

অর্দ্ধেন্দু। বোধ হয় ভাবছিলে, তুমি আবার বোঁধ হয় ভাব! এই যে হিরণ্ময় কতক্ষণ?

হিরণ্ময়। এই খানিকক্ষণ।

অমর। খানিকক্ষণ কেন? তুমিতো বাপু অনেকক্ষণ এসেছ।

হিরণ্ময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা অনেকক্ষণ বলতে হবে বৈকি—আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি।

অমর। এস।

[হিরণ্ময়ের প্রস্থান।

অমর। ব'স অর্দ্ধেন্দু, তুমি বেশ ভাল সময়টিতে এসেছ।

অর্দ্ধেন্দু। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে একটু কাজে।

অমর। আমার কাছে কাজে এসেছিলে? আমার কাছে কেউ তো কখনো কাজে আসে না! কি কাজ, টাকা ধার চাইবে না ত?

অর্দ্ধেন্দু। না—না, কাজ আর কিছু না, আমার বিশেষ বন্ধু আমাদের কালী গুপ্ত উকিল, আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ছেলে ঐ হিরণ্ময়ের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে না?

অমর। তুমি সে কথা জান?

অর্দ্ধেন্দু। কালীই তো আমায় বল্লে!

অমর। কালীবাবু কি বল্লেন?

অর্দ্ধেন্দু। তাদের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়। অথচ তোমরা কেবলই দেরি ক'চ্ছ। হিরণ্ময়কে মেয়ে দিতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে? কালী বল্লে, অমরবাবুর যদি কোন আপত্তি থাকে, তিনি যেন আমায় জবাব দেন। তাহ'লে কালী অন্য পাত্রী দেখতে পারে।

অমর। ব্যাপারটা কি হয়েছে জান? আমি আজ হিরণ্ময়কে বলেছি, হয় হিরণ্ময় না হয় আর কেউ, there must be some young man.

অর্দ্ধেন্দু। তার মানে কি?

অমর। মানে, আমার মেয়ে—সে ত আমার মেয়ে এবং আমার স্ত্রীরও মেয়ে ?

অর্দ্ধেন্দু। হ্যাঁ—খুব সম্ভব !

অমর। আমি এবং আমার স্ত্রী—আমরা যৌবনে প্রেমে প'ড়েছিলুম। আমাদের মেয়েও ঠিক আমাদেরই মতন—

(শশাঙ্ক, শোভা ও রুবির প্রবেশ)

শোভা। রুবিদি, আবার এখানে কেন নিয়ে এলে ?—এখানে তো মাষ্টারমশাই আর আমাদের ডাক্তারবাবু ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন !

[রুবি ও শোভার প্রস্থান।

অর্দ্ধেন্দু। শশাঙ্কবাবু বুঝি এখানে বেড়াতে এলে ?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কতক্ষণ ?

অর্দ্ধেন্দু। এই কতক্ষণ !

শশাঙ্ক। মাষ্টারমশাই কেমন আছেন ? আমায় বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না ?

অমর। না !

শশাঙ্ক। আপনার কাছে পড়েছিলুম—ফার্ষ্ট ক্লাসে !

অমর। তোমার নামটি কি বলত বাপু !

শশাঙ্ক। শশাঙ্ক সেন।

অমর। কে শশাঙ্ক সেন ? কোথায় থাক ?

অর্দ্ধেন্দু। বসন্তবাবুর ছেলে, শশাঙ্ক সেন।

অমর। ওঃ বসন্তবাবুর ছেলে শশাঙ্কবাবু ?—বুঝেছি, বুঝেছি !

(রুবির প্রবেশ)

রুবি। শশাঙ্কবাবু, আপনি বাড়ীর ভেতর আসুন—মা আপনাকে ডাকছেন।

[শশাঙ্ক ও রুবির প্রস্থান।

অমর। এইবার বুঝতে পাচ্ছ বোধ হয় ?

অর্দ্ধেন্দু! না—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

অমর। ব'স ; আমার মেয়ে আমি নিশ্চয়ই অনুমান কচ্ছি, এই শশাঙ্ক ছেলেটিকে কিম্বা ঐ হিরণ্ময় ছেলেটিকে ভালবাসে।

অর্দ্ধেন্দু। তা'হলে কার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে ?

অমর। শশাঙ্কর সঙ্গেই বিয়ে দেবো।

অর্দ্ধেন্দু। শশাঙ্ক ক'টি বিয়ে ক'রবে ?

অমর। কেন—ওর বিয়ে হয়েছে নাকি ?

অর্দ্ধেন্দু। এখনো হয়নি, তবে শীগ্‌গিরই হ'বে। শশাঙ্কর বাপই আমায় বল্‌ছিলেন, কি রুকুমপুর না কোথাকার এক রাজকন্তের সঙ্গে—

অমর। অথচ দেখ্‌লে তো, আমার মেয়ের সঙ্গে এমন ভাবে মেলা-মেশা ক'রছে, দেখলে মনে হয় নিশ্চয়ই যেন ওকে ভালবাসে।

অর্দ্ধেন্দু। ভাল হয় তো বাসে। ভালবাসলেই যে বিয়ে ক'র্‌তে হবে তারই বা মানে কি ?

অমর। তা'হলে আমার মেয়ের সম্বন্ধে কি করা উচিত বল দেখি ?

অর্দ্ধেন্দু। এমন একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত, যাকে ও মোটেই ভালবাসে না।

অমর। এরকম ছেলে আমি কোথায় পাব ?

অর্দ্ধেন্দু। আমার তো মনে হয় হিরণ্ময়ই ঠিক্ সেইরকম ছেলে !

অমর। শুনেছি ও Philosophy of Love বলে একখানা বই লিখেছে।

অর্দ্ধেন্দু। তবেই বোঝ, যা'রা ভালবাসে—তা'রা ভালই বাসে, ভাল-বাসার বই লেখে না।

(শোভা, রুবি ও শশাঙ্কর প্রবেশ)

শোভা। না বাপু রুবিদি, তোমার বাবার আর গল্প শেষ হবে না। আমরা আর কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বো! হ্যাঁগা ও রুবিদির বাবা, রুবিদির বাবা—আপনারা না হয় আর কোথাও গিয়ে বসুন, এই ঘরে হারমোনিয়ম আছে, আমরা রুবিদির গান শুনবো!

অর্দ্ধেন্দু। তা আমরাও না হয় একটু গান শুন্‌লুম!

শোভা। ডাক্তারবাবু, আপনার যদি কিছুমাত্তর বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে—আপনি যে কি ক'রে বাবাকে চিকিৎসা করেন! রুবিদি বরকে গান শোনাবে—আপনারা ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে কি ক'রে শুনি? নিন্—উঠুন্ উঠুন্!

[অমর ও অর্দ্ধেন্দুর প্রস্থান।

শোভা। রুবিদি, সেই গানখানা—

রুবি। তুমিই গাও না। তুমি তো জান—

শোভা। যদি কোথাও ভুল হয়, তুমি শুধরে দিও ভাই রুবিদি!

গান

তোরা যা'লো কুঞ্জে লো সই
আমি যাবো না,
সেই প্রেম-নিকেতনে, মদন-মোহনে
আর তো দেখিতে পাব না।
ভাসায়ে গোকুলে শোকপারাবারে
সে নিঠুর গেছে যমুনার পারে,
(আমি) কুঞ্জকাননে দেখিব কাহারে
কারে চিতে করি ভাবনা?

শ　　সেই কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জে কোকিল
　　　　যদি তোলে কুহুতান,
　　মোর কানে ধ্বনি বাজিবে অমনি,
　　　　বজর সমান !
(যদি)　ভ্রমর-ভ্রমর গুঞ্জে
(সেই)　হরি-বিরহিত কুঞ্জে
　　আমি শুনিব না তান, বিরহেরি গান,
　　মম অন্তরব্রজে আছে ব্রজরাজ,
　　　　আমি বাহিরের ব্রজে যাব না ॥

শশাঙ্ক। এই শোভা, তোর গান গাওয়া হ'ল ত? এখন একটা কাজ কর দেখি।

শোভা। কি কাজ?

শশাঙ্ক। ভারি দরকারি কাজ। ওই, ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে আয় তো মাঝগঙ্গা বেয়ে তিনখানা পালতোলা ময়ূরপঙ্খী বোট যাচ্ছে কিনা?

শোভা। কাদের বোট দাদা?

শশাঙ্ক। আগে দেখে আয়, তারপর ব'লবো। শীগ্‌গির যা—আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল! এতক্ষণ হয়তো চ'লে গেল। এই শোন-শোন, কোন্‌খানা কি রঙের, কোন্ পাল কি রঙের, আর ক'খানা ক'রে দাঁড় আছে, সেটাও গুণে আসবি।

শোভা। ময়ূরপঙ্খী বোটে আবার কে আসবে দাদা?

শশাঙ্ক! আবার দেরি করে? আসবে আসবে, পরে তোকে বলবো—সেই হুকুম!

শোভা। ও সেই রুকুম—রুকুমপুরের রাজা, তাই নাকি ? [প্রস্থা·

রুবি। আপনি শোভাকে এত ক্ষেপাতেও পারেন। ও বুঝ্তে পারে না ?

শশাঙ্ক। পারে, তবে একটু lateএ বোঝে। যাক্, শোভার কথা যাক্, শোভাকে তাড়ালুম যেজন্যে—আপনার নাকি আর এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে ?

রুবি। আপনিওতো রুকুমপুরের রাজকন্যাকে বিয়ে ক'র্বেন।

শশাঙ্ক। রাজার private secretary আপনাকে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছে নাকি ?

রুবি। না সত্যি, আমি শুনেছি—শোভার কাছে শুনেছি; আরো দু'এক জায়গায় শুনেছি।

শশাঙ্ক। আমি যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দিন; সত্যি আপনার অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে ?

রুবি। আমার বিয়ে কি আমার হাতে ?

শশাঙ্ক। তবে যে সেদিন আমায় আশা দিয়ে এলেন ?

রুবি। আপনিওতো আমায় ভরসা দিয়ে এলেন, তারপর আর একটিবারও দেখা ক'র্লেন না !

শশাঙ্ক। দু'বার গাড়ী পাঠিয়েছি, তবু যখন আপনার দেখা পেলুম না, তখন সশরীরে এসে গ্রেপ্তার ক'রলুম। কা'র সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ? তার নাম কি ?

রুবি। নাম জেনে আপনার লাভ ?

শশাঙ্ক। দেখা ক'রে ভদ্রলোককে সাবধান ক'রে দিয়ে আসতে পারি।

রুবি। কি ব'লে সাবধান ক'র্বেন ?

শ শশাঙ্ক। ব'লবো—মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে ওদিক পানে আর নজর দেবেন না।

রুবি। তিনি যদি আপনার কথা না শোনেন?

শশাঙ্ক। প্রথমটা খুব ভদ্রলোকের মত সৎপরামর্শ দেব, হিতকথা বলবো।

রুবি। কি হিতকথা বলবেন?

শশাঙ্ক। বলবো, অতি উৎকৃষ্ট দরের একটি রাজকন্তে আছেন—আপনি তাঁকে বিয়ে করুন! তাঁরতো বিয়ে করা নিয়ে কথা—তা সে বিষয়ে তাঁকে নৈরাশ হ'তে হবে না।

রুবি। তখনো যদি আপনার কথা না শোনেন?

শশাঙ্ক। নিজমূর্ত্তি ধরবো, বিয়ের আসরে গিয়ে বরকে বলবো—ভাগো হিঁয়াসে This Ruby is mine, who are you Mr. হ য ব র ল? এই না ব'লে রুবির হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসব।

রুবি। সত্যি, তুমি এইভাবে আমায় নিয়ে যেতে পার বিয়ের আসর থেকে?

শশাঙ্ক। খুব প্যারি! সত্যি বলছি, তোমার মিষ্টার বর হবার স্পর্দ্ধা যিনি রাখেন, তাঁকে ব'লে দিও—ও সব চলবে না; সে কাল হ'লে আমি তাঁর সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ ক'রতুম!

রুবি। যেমন আয়েষার জন্তে ওসমান আর জগৎসিংহ যুদ্ধ ক'রেছিল?

শশাঙ্ক। হায়রে সেকাল! None but the brave deserves the fair.

(কে দরজায় মৃদু করাঘাত করিল)

রুবি। শোভার আবার ন্যাকামো হ'চ্ছে, ভিতরে এস!

৬

হিরণ্ময়। ভিতরে যাব ?

(হিরণ্ময়ের প্রবেশ)

রুবি। আপনি! আমি মনে ক'রেছিলাম—, আপনি চ'লে গিয়েছিলেন না ?

হিরণ্ময়। নিকটে আমার একটি বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে মনে হ'ল দেখে যাই, হয়তো এতক্ষণ আপনি ফিরেছেন! (শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া) আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি!

শশাঙ্ক। হবে—বোধহয় কোথাও দেখেছেন।

হিরণ্ময়। আমি এসে পড়ায় আপনাদের কি কিছু অসুবিধে হ'ল ?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু অসুবিধা হ'ল বৈকি।

(শোভার প্রবেশ)

শোভা। ছোড়দা, তুমি কি মিথ্যুক গো! কোথায় তোমার ময়ূরপঙ্খী ? (জনান্তিকে) ও রুবিদি, তোমার সেই বন্ধুর দাদা ? উনি আবার কখন্ এলেন ?

(অমরের প্রবেশ)

অমর। এই যে হিরণ্ময়, তুমি বুঝি যাই যাই ক'রেও আর যেয়ে উঠতে পারনি! তা বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ—যাওনি বেশ ক'রেছ, ব'স। ও, আচ্ছা এখন না হয় তুমি বাড়ী চ'লে যাও। শোন, আসছে রবিবারে বরং এস ; আচ্ছা in the meantime তোমার বাবাকে একবার —থাক্, দরকার নেই ; তাঁর অনেক কাজ! আচ্ছা, আমিই বরং তাঁর কাছে একবার যাব।

হিরণ্ময়। আচ্ছা—আমি তাহ'লে এখন আসি।

[হিরণ্ময়ের প্রস্থান।

অমর। Now Mr. young man, I want to have some plain talk with you—তোমার নামটি কি ?

শশাঙ্ক। শশাঙ্ক সেন!

অমর। শশাঙ্ক সেন?

(নর্ম্মদার প্রবেশ)

নর্ম্মদা। আঃ তুমি আবার এখানে এলে কেন?

অমর। কথা আছে—তুমি যাও!

[নর্ম্মদার প্রস্থান।

অমর। আমি শুনলুম, তোমার কোন্ রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ হ'য়ে গেছে। এরপর আর তো তোমায় আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিতে পারি না।

শশাঙ্ক। আমি শ্রীমতী রুবি দেবীকেই বিয়ে ক'রবো, কোন রাজকন্যাকে আমি চিনি না!

অমর। তুমিতো আর তোমার কর্ত্তা নও। আমি শুনেছি তোমার বাবা সেই রাজকন্যের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেবেন স্থির ক'রেছেন।

শশাঙ্ক। তিনি কি স্থির ক'রেছেন না ক'রেছেন আমার জানা নেই, আমায় তিনি কিছু বলেন নি।

অমর। তোমায় বলেন নি, কিন্তু আরো অনেককে বলেছেন। আমি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, আমার মেয়ের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে তুমি মিশোনা। কিম্বা যদি মিশতে চাও, তোমার বাবার কাছ থেকে আমার নামে একখানা চিঠি লিখে আনবে—আর না হয় তিনি নিজে এসে যেন ব'লে যান, আমার মেয়ের সঙ্গে তিনি তোমার বিয়ে দেবেন।

শশাঙ্ক। আমি নিজে যদি আপনাকে কথা দিই?

অমর। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি, তুমি রুবিকে বিয়ে ক'রতে পার। suppose তুমি রুবিকে বিয়ে ক'রলে—আর তোমার বাবা সেই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলেন। তাঁর দুই পুত্রবধূ

আন্‌তে কোনই আপত্তি নেই। তিনি নিজে দুই বিবাহ ক'রেছেন—It is a hereditary custom in your family or it is a hereditary disease in your family! অথচ আমি এবং আমার স্ত্রী—আমরা মোটেই ইচ্ছা করিনে এরকম ঘটনা ঘটে—সুতরাং তুমি যদি এখানে আর না এস, আমরা বড়ই আনন্দিত হব।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, আমি আর আসবো না।

শোভা। (জনান্তিকে) রুবিদি ভাই—তোমার বাবা কিন্তু লোকটি মোটেই ভাল না।

শশাঙ্ক। রুবী শোন—বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার বাবার তেমন ইচ্ছে নয় আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। আমি তোমায ভালবাসি, তোমার দেখেই আমি বুঝেছিলাম—তুমি আমার হ'বে। যদি ভুল বুঝে থাকি আমায ক্ষমা ক'রো!

[শোভা ও শশাঙ্কর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বসন্ত বাবুর অন্তঃপুর

ভিতরের দিক হইতে প্রতিমাকে শরদিন্দু ডাকিতেছিল—

প্রতিমা। ওগো শোন—শোন একটা কথা—

শরদিন্দু। এদিকে এস না? এখানে কেউ নেই—বাবা বাইরের ঘরে, বড়মা গঙ্গা নাইতে গেছে। (প্রতিমার প্রবেশ) আচ্ছা, তুমি আমায় 'ওগো হ্যাঁগো' ব'লে ডাক কেন?

প্রতিমা। তা কি ব'লে ডাক্‌বো?

শরদিন্দু। তোমায় কতবার বলেছি up-to-date wife মাত্রই স্বামীর নাম ধরে ডাকে।

প্রতিমা। আমি তা পারবো না।

শরদিন্দু। সেইজন্তেই তো শশা তোমায় অমন ক'রে ঠাট্টা করে! পুরো শরদিন্দু না ব'লে—শরো কি ইন্দু, না হয আদর ক'রে শরো, শরো ব'লে ডেকো!

প্রতিমা। হ্যাঁ, ঠাকুরঝি কোন্ ফাঁকে শুনে ফেলে বড়মাকে ব'লে দিক্?

শরদিন্দু। অতো ভয় ক'রতে গেলে কি আর up-to-date হওয়া যায়?

প্রতিমা। রাত্রে যখন আর কেউ থাক্‌বে না, সেই সময—

শরদিন্দু। আর কেউ না শুন্‌লে আর কি মজা হ'ল?

প্রতিমা। যাক্ ও কথা যাক্—এই দেখ, মা কত দুঃখ ক'রে পত্র দিয়েছেন "বড় সাধ ছিল, তোমরা দুটি বোন একঘরে থাকতে।" তুমি বাবাকে একবার বল। বড়মার ইচ্ছে এক জাযগায়, ছোটমার ইচ্ছে আর এক জায়গায়—এই নিয়ে তো ঝগড়া রাগারাগি চল্‌ছে? তুমি পরামর্শ দাও, দরকার কি এই নিয়ে গণ্ডগোল ক'রবার? বড়মার কথাও মাথায় থাক্, ছোটমার কথাও মাথায় থাক্—সুষির সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হোক্।

শরদিন্দু। তোমরা সবাই যে কি চক্ষে শশাঙ্ককে দেখেছ, তা তোমরাই জান। আমার তো ইচ্ছে না সুষির সঙ্গে শশার বিয়ে হয়—নইলে আমি ইচ্ছে কর্‌লে এতদিনে কবে হ'য়ে যেত। বাবা আমার কথার না বলতে পার্তেন না।

প্রতিমা। তাই তো বলছি, তুমি বাবাকে ঐ পরামর্শ দাও।

শরদিন্দু। সুষি তো আমার পর নয় যে ঐ অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে আমি তার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রবো ?

প্রতিমা। তুমি ওর মত হ'তে পারনি ব'লে রাগ করে যাই বল, তাই বলে সত্যিই তো আর ঠাকুরপো খারাপ ছেলে না !

শরদিন্দু। না, খারাপ ছেলে না—তুমি সব খবর জান কি না ? কি কাণ্ড ক'রে এসেছে, শোভাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। বাঁদরটা একেবারে সেনবংশের নাম ডোবালে !

প্রতিমা। কেন, কি করেছে ঠাকুরপো ?

শরদিন্দু। কোর্টশিপ্ ক'রে ভায়া আমার ল'ভ্ ক'রতে গিয়েছিলেন। ওই সেই রুবি—রুবি, তার বাপ—বেটা বেজায় ঘুঁদে ! চিরকাল ছেলে ঠ্যাঙানো তার অভ্যেস—একেবারে রীতিমত পেণ্ডাই দিয়েছে। বড়মার সে সম্বন্ধ হ'যে গেছে।

প্রতিমা। ঠাকুরপোকে মেরেছে ?

শরদিন্দু। ঘরে ছেলে ঠ্যাঙানো লিক্‌লিকে একখানা বেত ছিল, তাই দিয়ে সপাসপ্। তিনদিন তো শশা বিছানা থেকে উঠতে পারেনি, লক্ষ্য করনি ?

প্রতিমা। হ্যাঁ, যেন একটু মনমরা হ'য়ে রয়েছে !

শরদিন্দু। কত টেণ্ডাইমেণ্ডাই ক'রতো—আমি পাশ-করা মেয়ে বিয়ে ক'রবো, কোর্টশিপ করবো, ল'ভে পড়বো—আর সে সব কথা মুখে আনে এখন ?

প্রতিমা। রুবির সঙ্গে বিয়ে হ'ল না সেতো বরং ভালই হল ওর পক্ষে—কুসুমপুরের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'বে।

শরদিন্দু। হ্যাঁ, কুকুমপুরের রাজার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—ওই ছেলেকে মেয়ে দেবে।

প্রতিমা। না—না, তুমি জান না; আমি শুনেছি, তা'রা নাকি শীগ্‌গির আশীর্ব্বাদ ক'রতে আস্‌বে। ছোটমার বাবা চিঠি লিখেছেন।

শরদিন্দু। তা'রা আর অমনি অমনি মেয়ে দিচ্ছে না, তাদের নবাবী আমলের বিলি-ব্যবস্থা—সে সব কাণ্ডকারখানাই আলাদা!

প্রতিমা। এ বাড়ীতে এখনই ঠাকুরপোর মান তোমার চেয়ে বেশি; তারপর সে যদি রাজার জামাই হয়—এ বাড়ীতে যদি রাজকন্যা বউ হ'য়ে আসে, তখন তোমায় আমায় আর কেউ পুঁছ্‌বেও না; সুবি এলে আর কিছু বাড়াবাড়ি ক'রতে পারতো না—!

শরদিন্দু। আগে অধিবাসে টিঁকুক্ তারপর বিয়ে! তার নাম কুকুমপুরের রাজা, তারা খবরের কাগজে বি-এ এম-এ দেখেই চোখ তেলোয় তোলে না—তারা পাত্র বাজিয়ে নেবে!

প্রতিমা। ঠাকুরপোকে এক্‌জামিন ক'রবে?

শরদিন্দু! ক'রবে না? ঘোড়ায় চড়া, হাতীচড়া, তলোয়ার-খেলা, দড়ির ওপর দিয়ে সাইকেল চালানো, গঙ্গায় সাঁতার কাটা, বাঘ শিকার করা—সে কত কি!

প্রতিমা। ও বাবাঃ, তবে তারা বিয়ে দেবে?—এ যে দেখছি জনক রাজার ধনুকভাঙা পণ!

শরদিন্দু। তবে আর নবাবী আমলের রাজা কিসের? একটা পরীক্ষা দিতে গিয়ে ভায়া আমার দাঁত ছিরকুটে পড়বে। এ আর এক্‌জামিনর্‌কে ঘুষ দিয়ে ফাষ্ট্‌ হওয়া না!

প্রতিমা। ঠাকুরপো ঘুষ দিয়ে ফাষ্ট্‌ হ'য়েছে?

শরদিন্দু। তা ছাড়া আর কি? সেবার এক সঙ্গে আই-এ দিলাম; আমি তো আগে ও সব জানতাম না; ও ঘুষ দিলে—আমার কাছে ঘুষ চাইতে এল; আমি ব'ল্লাম—কি ঘুষ? Never কিছুতেই না! তাই-না আমায় ফেল্ ক'রে দিলে আর ওকে ফাষ্ট্ ক'রলে! আমি আর প'ড়লুম না কেন? ঘেন্নায়—ঘেন্নায়! নইলে এতদিন আমিও ভালভাবে পড়লে এম-এতে ফাষ্ট্ হ'তে পারতুম।

প্রতিমা। তা বরাবর ঠাকুরপো ঘুষ দিয়ে ফাষ্ট্ হ'ল,—সবকটা একজামিনে?

শরদিন্দু। বরাবর; ভাযার আমার প্রতিবার একজামিনের খরচা পাঁচটি হাজার টাকা। একজামিনারকে ডেকে খাইয়ে ওই বড়মা নিজের হাতে সব্বাইকে ঘুষ দিয়েছে—আমি জানিনে?

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। আচ্ছা দাদা, এরকম ডাহা মিথ্যে কথাগুলো কেন বল বলত? তুমি ভাবছ, বৌদি তোমার ঐ সব কথা বিশ্বাস ক'রেছে?

শরদিন্দু। খবদ্দার শশা, আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইবিনে! (স্ত্রীর প্রতি) আমি কথা কইতে দেব না—ওর চরিত্র ভাল না, ও ঈশ্বর মানে না, ও নাস্তিক!

শশাঙ্ক। আর আপনার ঐ স্বামীটি—বুঝছেন বৌদি—উনি একেবারে পরম সচ্চরিত্র, পরম ভক্ত, প্রভুপাদ গোস্বামী!

শরদিন্দু। অমরা মাষ্টারের বাড়ী থেকে তুই মার খেয়ে আসিস্ নি?

শশাঙ্ক। যা ক'চ্ছ তাই ক'র—বৌদির ফটো তোল আর "হারমোনিয়ম শিক্ষা" দেখে হারমোনিয়ম বাজাও—আমার কথায় থেক না!

শরদিন্দু। না, তোমার কথায় থাকবো না?—তুমি একেবারে পীর

পয়গম্বর কিনা? কে না জানে তুই অমর মাষ্টারের মেয়ের হাত ধরে টেনেছিলি, অমরা মাষ্টার তোকে আচ্ছা ক'রে বেতিয়ে দিয়েছে?

শশাঙ্ক। আচ্ছা দাদা, তুমি কি মনে ক'রেছ? আমায় বাড়ী থেকে তাড়াবে? তা আমায় বল্লেই পার, আমি এমনিই চলে যাই!

প্রতিমা। না-না ঠাকুর-পো, আমি ওঁর একটা কথাও বিশ্বাস কচ্ছিনে; তুমি এস, আমার সঙ্গে এস—পান খাও'সে!

শশাঙ্ক। না বৌদি, পান আমি খাব না! দাদা, তুমি আমার হিংসে কেন কর? আমি যদি এক্‌জামিনে ফাষ্ট্‌ হ'য়ে থাকি, সেটা কি আমার দোষ? আর রাজার মেয়েকে আমি বিয়ে ক'রবো না—সেদিক থেকে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই; আমার রাজশ্বশুর আমার সহায় হ'য়ে তোমার কোন ক্ষতি ক'র্‌বে না।

প্রতিমা। না ঠাকুর-পো, তুমি এস—তোমায় একটা জিনিষ দেখাব; মাইরি ভাল জিনিষ—তুমি কখনো দেখনি এর আগে।

শশাঙ্ক। শ্রীমতী সুষমা দেবীর ছবি তো?

[প্রস্থানোদ্যত।

শরদিন্দু। তুমি আমার কথা শুনলে না—শশাটার খোসামোদ ক'চ্ছ; ভাব্‌ছো, ও তোমার বোনকে বিয়ে ক'রবে?

প্রতিমা। তুমি যাই বল আর যাই কও—ঠাকুর-পোর যতই নিন্দে কর, পাত্র হিসেবে ঠাকুর-পো তোমার চেয়ে ঢের ভাল পাত্র।......... লক্ষ্মীটি, রাগ ক'রো না? তুমি যাও, উদয়শঙ্করের নাচ দেখে এস—সকাল সকাল ফিরো। আজ রাত্রে তোমার কানে কানে নাম ধরে ডাক্‌বো।

[প্রতিমা ও শশাঙ্কর প্রস্থান।

(বসন্তবাবুর প্রবেশ)

বসন্ত। কি—বড়বাবু যে! কোথায় চলেছেন? আমার মৃত্যুর কত বছরের ভিতর এষ্টেটটা উড়িয়ে দিতে পারবেন মনে কচ্ছেন—কত টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটেছেন ইস্তনাগাৎ?

শরদিন্দু। সে আমায় কেউ বলতে পারে না!

বসন্ত। হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি কিছু ধরেছেন?

শরদিন্দু। বিজয়া দশমীর রাত ছাড়া আর কোন দিন সিদ্ধি পর্য্যন্ত খাইনে।

বসন্ত। তা'হলে তো তোমায় হয় একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলতে হয়, আর না হয় ভায়ে-ভায়ে পার্টিশান্ সুট তো আছেই!

শরদিন্দু। তুমি তো আমায় কেবল সব অপকর্ম্ম করতেই দেখ? আমার অদৃষ্টের দোষ—আর কি ব'লব!

[প্রস্থান।

বসন্ত। ওরে গয়ারাম—তামাক দে! (জ্ঞানের প্রবেশ) কি জ্ঞানচন্দর—কি খবর?

জ্ঞান। কুকুমপুরের রাজাবাবুদের চিঠি—

বসন্ত। উত্তর দিয়েছে?

জ্ঞান। উত্তর দেবে না?—আপনি বলেন কি বাবু, আপনার চিঠির উত্তর দেবে না!

বসন্ত। প'ড়েছ?

জ্ঞান। আজ্ঞে না।

বসন্ত। দেখি; (পত্র পড়ার পর) এতো বেশ ভালই। বেশ দেবে-থোবে, মেয়ে ভাল; তাহলে ওখানেই হোক্—কি বলহে জ্ঞান?

জ্ঞান। আপনি যদি ভাল বোঝেন ভাল—তবে বড়মার যদি পছন্দ না হয় ; শুনেছি রাজা ভাল, তবে বড় খামখেয়ালী—

বসন্ত। কি রকম খামখেয়ালী ?

জ্ঞান। সব নবাবী কেতার উপর কাজ—দেওয়ান কি ম্যানেজার নেই ; উজীর সাহেব, সেনাপতি—আবার প্রজাদের ভিতর কেউ ইংরিজী পড়তে পারবে না—উর্দ্দু, ফারসী পড়তে হ'বে !

বসন্ত। মাথা টাথা খারাপ না তো—?

জ্ঞান। না—আর সব বিষয়ে কোন গণ্ডগোল নেই ; খুব ভদ্র—লোকজন গেলে খুব খাতির-যত্ন করেন !

বসন্ত। তুমি ওদের খবর সব জান নাকি ?

জ্ঞান। আপনার শ্বশুর, ছোটমার বাপ এসেছিলেন, তাঁর কাছেই সব শোনা। তিনি তো বলেন, খুব মহাশয় ব্যক্তি !

বসন্ত। আচ্ছা চল একদিন সবাই মিলে গিয়ে মেয়ে দেখে আসা যাক্—আর রাজার সঙ্গেও আলাপ ক'রে আসি।

জ্ঞান। চিঠিখানার একটা উত্তর দিতে হবে তো ?

বসন্ত। এই তো সবে চিঠি এলো, এখুনি উত্তর কি ? আগে তোমার বড়মা চিঠি পড়ুন—তারপর তো উত্তর। আচ্ছা, তুমি এখন যাও জ্ঞান !

জ্ঞান। না—এখন আর বড়মা অমত ক'রবেন না। বাবুদের চিঠি লেখা হয়েছে—আর কি তিনি এখন অমত ক'রবেন ?

বসন্ত। দেখা যাক্ তাঁর অনুগ্রহ ! (জ্ঞানের প্রস্থান) ওরে গয়ারাম —(গয়ারামের প্রবেশ) তোমার ছোটমাকে একবার ডেকে দেও।

[গয়ারামের প্রস্থান।

(শরদিন্দুর প্রবেশ)

শরদিন্দু। বাবা, মাষ্টারমশাই আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছেন !

বসন্ত। তোমার আবার মাষ্টারমশাই কে ?

শরদিন্দু। সেকালের মাষ্টারমশাই—এখানকার স্কুলের মাষ্টার অমরেশ্বর গুপ্ত।

বসন্ত। কেন, তাঁর আবার কি দরকার ?

শরদিন্দু। কি জানি, তাঁর মেয়ের সঙ্গে শশাঙ্ক নাকি ল'ভে পড়েছে ! তাই তিনি বল্‌ছিলেন—

বসন্ত। ল'ভে পড়েছে ? আচ্ছা যাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এস এখানে।

[শরদিন্দুর প্রস্থান।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। কি ব'লছিলে গা ?

বসন্ত। এখন না—এখন না, একটু গা ঢাকা দেও—মাষ্টারমশাই আসছেন।

সরযূ। মাষ্টারমশাই আবার কে ?

বসন্ত। কে জানি কে !—এখুনি সশরীরে আসবেন ; তোমার হবু বেয়াই বাড়ী থেকে পত্র এসেছে !

সরযূ। আমি বলছিলাম কি, যে শরদিন্দুকে একবার মেয়ে দেখতে পাঠালে হোতনা ? শুধু ফটো দেখে কি বুঝবে ?

(অমরেশ্বর ও শরদিন্দুর প্রবেশ)

শরদিন্দু। আসুন মাষ্টারমশাই, বাবা এখানে আছেন।

[সরযূর প্রস্থান।

অমর। একজন ভদ্রমহিলা !

শরদিন্দু। উনি আমার ছোটমা—চলে গেছেন।

বসন্ত। বসুন মাষ্টারমশাই ! ওরে গয়ারাম, মাষ্টারমশাইকে তামাক দে।

অমর। আজ্ঞে—আমি তামাক খাই না।

বসন্ত। আচ্ছা—আপনার কি প্রয়োজন ?

অমর। কথাটা একটু গোপনীয় !

বসন্ত। শরদিন্দু তুমি এখন যাও।

[শরদিন্দুর প্রস্থান ॥

অমর। আপনার আর একটি ছেলে আছে ?

বসন্ত। হ্যাঁ আছে।

অমর। তার নামটি কি—শশধর—

বসন্ত। না—শশাঙ্ক !

অমর। হ্যাঁ—শশাঙ্ক সেন ; তিনি আমার ছাত্র ছিলেন—তাঁর সম্বন্ধেই কথা।

বসন্ত। বলুন !

অমর। ছেলেটি বেশ স্মার্ট—আমার মেয়ের সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে। আমি অনুমান কচ্ছি, অবশ্য এখন আর অনুমানের কিছু নেই, আমি জানতে পেরেছি—They love each other.

বসন্ত। বাংলায়—

অমর। তারা পরস্পরকে ভালবাসে—এখন আপনি এবিষয়ে কি মীমাংসা করতে চান ?

বসন্ত। আমি কিছুই মীমাংসা করতে চাইনে। বোঝা গেল,

ছেলেটি যাতে বিগ্‌ড়ে না যায়, সেজন্যে খুব শীগ্‌গিরই তার বিয়ে দেওয়া আবশ্যক!

অমর। Exactly so.

বসন্ত। বাংলায়—

অমর। আমারও সেই মত—আপনার ছেলের খুব শীগ্‌গিরই বিয়ে দেওয়া দরকার। আমার গৃহিণী ব'লছিলেন, আপনার ছেলে যখন আমার মেয়েকেই ভালবাসে—তখন আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেই ভাল হয়।

বসন্ত। আপনি জামাইকে কত টাকা দিতে পারবেন?

অমর। টাকা! আমি স্কুল মাষ্টার, অত্যন্ত দরিদ্র; আপনি জমিদার—

বসন্ত। আপনি যখন দরিদ্র, দরিদ্রের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলেই তো ভাল হয়।

অমর। আমারও তাই ইচ্ছে; কিন্তু আপনার ছেলে যে আমার মেয়েকেই বিয়ে ক'রতে চান্!

বসন্ত। গয়ারাম—

(গয়ারামের প্রবেশ)

বসন্ত। ছোটবাবুকে ডেকে দেতো একবার!

গয়ারাম। দিই বাবু!

[প্রস্থান।

অমর। আমি না হয় এখন চলে যাই; আমার সামনে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি অপ্রস্তুত হ'তে পারেন। আপনি বরং পরে আমায় চিঠি লিখে জানাবেন।

বসন্ত। না মশায়, আমি চিঠিপত্তর খুব বেশী লিখিনে—আপনি মুখোমুখি উত্তর শুনে যান।

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বাবা আমায় ডাকছিলেন ?

বসন্ত। হ্যাঁ ; এঁকে চিনতে পাচ্ছ ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ—উনি আমার মাষ্টারমশাই ছিলেন।

বসন্ত। ওঁর মেয়ের সঙ্গে তুমি ল'ভে পড়েছ ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ,—তাঁকে আমি ভালবাসি ; তাঁকে পেলে আমি সুখী হব !

বসন্ত। সুখী হবে ?—

শশাঙ্ক। আজ্ঞে—হ্যাঁ !

বসন্ত। না হয় সুখী নাই হ'লে। ওঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—বুঝেছ ?

শশাঙ্ক। আমি বিয়ে ক'রবো না।

বসন্ত। সে সব পরের কথা। আর যেন কখনো ওঁর বাড়ীতে গিয়ে ওঁর মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রো না।

অমর। আমি এইজন্যেই তোমার উপর সে দিন কঠোর হ'য়েছিলুম young man ; নইলে তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে—তোমায় মেয়ে দেওয়ায় আমার আপত্তি কিছু ছিল না ; কিন্তু তোমার বাবা—নমস্কার মশায় !

[অমরের প্রস্থান।

বসন্ত। নমস্কার ! তুমি এখন যেতে পার !

[শশাঙ্কর প্রস্থান।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। কে ও মিন্‌সে—?

বসন্ত। বোধ হয় বড়গিন্নীর দরুণ পাত্রীর বাপ।

সরযূ। ঐ লক্ষ্মীছাড়ার মেয়ে, ঘরে আনবে নাকি?

বসন্ত। আমার তো আর বড়গিন্নীর মত মাথা খারাপ হয়নি? আমি ওকে সৎ উপদেশ দিয়ে দিয়েছি—আর গণ্ডগোল ক'রবে না; তুমি ঠিক্ বলেছ, ছেলের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার—নইলে বিগড়ে যেতে পারে।

সরযূ। কেন? কোনও গণ্ডগোল কিছু—

বসন্ত। না—বিশেষ কিছু না; আমি শাসন ক'রে দিয়েছি—আপাততঃ কোন ভয় নেই। এই নাও, তোমার হবু বেয়াইয়ের চিঠি!

সরযূ। কি লিখেছেন?

বসন্ত। তুমি পড়েই দেখ না!

সরযূ। পড়বো'খন পরে—এখন তোমার মুখেই শুনি!

বসন্ত। আমরা বিয়ের দিনস্থির ক'রে দিলে তাঁরা একেবারে এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন।

সরযূ। তোমরা একবার মেয়ে দেখে আসবে না?

বসন্ত। সে তোমার বাবা যখন দেখেছেন, আমরা আর কি দেখ্‌বো? ভাল মেয়ে নাহ'লে কি আর তিনি সম্বন্ধ ক'রেছেন? তবে পাকা দেখার আগে আমায় একটিবার দেখা দরকার। ডাক্তার তো আমায় ন'ড়তে বারণ করেছে। যাক্—শরদিন্দুকে একবার পাঠিয়ে দেব কিম্বা আমিই যাব একবার। ঐ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়েই যাব—ধ'রতে গেলে এইত আমার শেষ কাজ!

সরযূ। আঃ, আবার ঐ সমস্ত অকথা-কুকথা মুখে আন! দেনা-পাওনার কথা কিছু লিখেছে?

বসন্ত। হ্যাঁ, লিখেছে বৈকি? এইতো ফর্দ্দ পাঠিয়েছে—বরাভরণ পাঁচহাজার, কন্যাবরণ দশহাজার, ফুলশয্যে, নমস্কারী কাপড়, দানসামগ্রী পাঁচহাজার—এইতো বিশহাজার। এর উপর পেড়াপীড়ি ক'র্‌লে আরো হাজার পাঁচেক উঠতে পারে।

সরযূ। শরদিন্দুর শ্বশুর মেয়েজামাইকে এত দেয়নি।

বসন্ত। আরে রাম-রাম, শরদিন্দুর শ্বশুর—কিসে আর কিসে! সে এত কোথায় পাবে?—সে এর অর্দ্ধেকও দেয়নি; তবে ছেলেছেলেও তো তফাৎ আছে। শশাঙ্ক কি দরের ছেলে, আর শরতা কি—তোমার ছেলের সঙ্গে কি আর বড়গিন্নীর ছেলের তুলনা?

সরযূ। সেইজন্যেই তো বড়দি ছেলেটিকে পর ক'রে তুল্‌ছেন।

বসন্ত। বড়গিন্নীও পর ক'র্‌তে পারবে না, তুমিও আপন ক'র্‌তে পারবে না; বিয়েটি দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে এস—যিনি আপন ক'রবার সুড় সুড় ক'রে তার আপন হ'য়ে যাবে! ও কথা যাক্, এখন কি ক'রবে তাই বল; এই ফর্দ্দই বাহাল রাখবে—না আরও হাজার পাঁচেক বাড়িয়ে দেবে?

সরযূ। তাহ'লে আর পাঁচহাজার টাকা নগদের কথা লিখে দাও।

বসন্ত। নগদ? না-না, সে ভাল হবে না। নগদ চাইলে তারা মনে ক'র্‌বে ছেলের বিয়েতে বসন্ত সেন ঘরের টাকা বার কর্‌তে চায় না। তার চেয়ে বরং মেয়ের জড়োয়া গয়না বাবদ হাজার পাঁচেক বাড়িয়ে দেওয়া যাক্।

সরযূ। সে তুমি যা ভাল বোঝ তাই লিখে দাও; ওসব আর আমি কি বুঝি বল? বরং একবার দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লে পার্‌তে। এই যে দিদি আসছে—তুমিই বলে দেখ না—

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। এই দেখ চিঠি !

বসন্ত। কোথাকার চিঠি ?

বিন্দু। বাবা দিচ্ছেন মধুপুর থেকে। সেখানে চেঞ্জে গিয়েছিলেন না ?—অসুখ বেড়েছে। (চিঠি দিলেন)

বসন্ত। (চিঠি পড়িয়া) তাই তো !

বিন্দু। আমাকে তো রাত্রের ট্রেণেই যেতে হয় ?—লিখেছেন, পত্রপাঠ চলে আস্‌বে।

বসন্ত। হ্যাঁ, তা যেতে হয় বৈকি ! তিনি তো আর তোমা বই জানেন না। বুড়োবয়সের অসুখ। আমার শরীরও যদিচ খুব যে—তা আমার তো এক রকম বারোমেসে ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ! আচ্ছা, তুমি যাও ঘুরে এস।

বিন্দু। জ্ঞান আমায় রেখে আসুক—কি বল ?

বসন্ত। হ্যাঁ—জ্ঞানই যাক্। (বিন্দুর প্রস্থান) দেখ আবার ব্যাপার দেখ ! বড়গিন্নী তো চল্লেন বাপের বাড়ী। এদিকে ওরাও তাড়াতাড়ি ক'চ্ছে। রাজাই হোক্ আর নবাবই হোক্—কন্যাদায় তো বটে ? শীগ্‌গির শীগ্‌গির ল্যাঠা চুকিয়ে ফেল্‌তে চায়। বড়গিন্নীর বাবার আবার ঠিক এই সময়টিতে দিন বুঝে ক্ষ্যান্ !

সরযূ। তা তিনি যখন যাবেনই তখন আর উপায় কি ? নিজেরাই যা পারা যায় তাই হবে।

বসন্ত। নিজেরা ?—নিজেরা মানে তুমি আর আমি ? আমরা দেব ছেলের বিয়ে ?—হ'য়েছে আর কি ! তাহ'লে হয় গন্ধর্ব্বমতে আর না হ'য় সাহেবদের গির্জ্জেয় গিয়ে বিয়ে দিতে হয়। দ্বাদশটি লোককে নিমন্ত্রণ করে কিম্‌পোর কি পেলেটির বাড়ীতে খাবারের ব্যবস্থা কর্‌তে হয় !

সরযূ। বড়দি' নাহ'লে এসব কাজ হ'তেই পারে না ?

বসন্ত। কি ক'রে হবে—আমিতো ভেবেই পাইনে ছোটগিন্নী! কত লোককে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে, তাইত আমার জানা নেই। তুমিই কি ছাই জান ? সে বড়গিন্নী এসে গাছকোমর বেঁধে উঠোনের মাঝখানটিতে যখন দাঁড়াবেন, তবে না হবে ?

সরযূ। এরপর আবার শশাঙ্কর একজামিন! তবে না হয় এখন পাকা দেখাটাই হ'য়ে যাক্। বিয়ের দু'চারদিন আগে আনতে পাঠিও।

বসন্ত। পাকাদেখাই কি সোজা হাঙ্গামা ছোটগিন্নী ? সে সব খুঁটিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে কে করে বল দেখি ? আমার দ্বারা তো হ'য়ে উঠবে না—হার্টের যা অবস্থা! তা ছাড়া, ওর বাপের যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয় ? না—ও দরকার নেই; শশাঙ্কর একজামিনের পরই হবে; তাতে বড়গিন্নীও একটু খুসি থাক্‌বেন।

সরযূ। সে আমি জানি গো জানি, তোমার সাত প্রাণ ঐ বড়গিন্নীর পায়ে ঢালা! নেহাৎ ও'ই তোমায় নেয় না—তাই!

বসন্ত। আহা-হা, তুমি যে আবার 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' এনে ফেল্‌ছ! সে প্রাণ আমার যার পায়েই ঢালা থাক্‌না—কথা সে নিয়ে নয়। কথাটা একটু বুঝে দেখ; বিয়ে—পাকা দেখা—এসব কি সোজা কাজ ? এসব কাজ ত বড়গিন্নীই করেন। তিনি না থাক্‌লে কি ক'রে যে হয়ে উঠবে—এই হার্ট নিয়ে আমিই বা কি করি ?

সরযূ। তাদের নবাবী মেজাজ—একজামিনের পর বল্লে তারা এখানে দেবে কিনা ? আর কোন্ মেয়ের বাপ তোমার ছেলেকে পঁচিশ হাজার টাকা দেবে ?

বসন্ত। তা ঠিক্, পঁচিশ হাজার অবিশ্যি সহজে আর কেউ দেবে না!

শোভার বিয়েতে আমরাই দিয়েছি বড় জোর হাজার দশেক। আচ্ছা, আমি বরঞ্চ একবার জ্ঞানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি। তারপর বড়গিন্নীকেও একবার বলে দেখবো'খন।

সরযূ। তোমরা এমন ভাবটি দেখাচ্ছ—যেন সবচেয়ে গরজ বেশি আমার বাবার আর আমার!

বসন্ত। না না—ছোটগিন্নী তুমি রাগ ক'র না; গরজ আমারই—তবে নাকি বড়গিন্নী এসব করেন; নইলে রাজার অভাবে রাজ্য চলে, আর বড়গিন্নী না হ'লে ছোটগিন্নীর ছেলের বিয়ে হ'বে না—এও কি আর একটা কথার কথা হোল?

[উভয়ের প্রস্থান।

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। ক'ই বড়মা—কোথায় গো?

(বিন্দুবাসিনী ভিতর হইতে) কিরে শশাঙ্ক?

(বিন্দুবাসিনী বাহিরে আসিলেন)

শশাঙ্ক। তোমার এখনও হয়নি বড়মা? হেরে গেলে! এই বেটা গয়াসুর, আমার বেডিংটা আর বড়মার সুটকেসটা নামিয়ে নিয়ে আয়।

বিন্দু। হ্যাঁরে, তুই আবার কোথায় চল্লি?

শশাঙ্ক। তুমি যেখানে যাচ্ছো।

বিন্দু। তুই আমার সঙ্গে যাবি কি—তোর একজামিন আসছে না?

শশাঙ্ক। সেই জন্যেই তো যাচ্ছি বড়মা! (শোভার প্রবেশ) তুমি চ'লে গেলে এই শুভি পোড়ারমুখীটা আমায় একটু স্থির হয়ে প'ড়তে দেবে? যেটুকু পারেনা, সে কেবল তোমার ভয়েই বইতো নয়?

শোভা। শুনলে বড়মা—শুনলে তুমি? না বাপু, আমি কক্খনো থাকতে চাইনে—আমায় তুমি নিয়ে চল বড়মা! বাবা—কে থাকবে? উনি

যদি এখানে থাকেন, আর ফেল্ হন—সব দোষ এসে প'ড়বে এই শোভা পোড়ারমুখীর উপর!

বিন্দু। আচ্ছা, তোদের এ কি কাণ্ড বল্‌তো? বাবার অসুখ, আমি যাচ্ছি তাঁর সেবা কর্‌তে; তোরা গিয়ে যদি দিনরাত্তির আমায় ঘিরেই থাক্‌বি, তা'হলে আমার যাবার দরকার?

শশাঙ্ক। সেইজন্যেই তো যাচ্ছি বড়মা। তোমার বাবার অসুখ; এসময় যদি আমরা তাঁকে ঘিরে না থাকি, তা'হলে আর আমরা থেকেই বা তাঁর করলুম্ কি? তোমার বাবাটি তো আর কম লাসটি নন্—তুমি তো আর একলা তাঁকে ঘিরে থাকতে পারবে না?—কাজেই আমাদের যেতে হ'চ্ছে!

শোভা। আমি কিন্তু তা'হলে যাবই যাব—তা ব'লে দিলুম। আমায় ফেলে রেখে নিজের আদুরে ছেলেটিকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাও, আমি তাহ'লে এবার রক্ষে রাখ্‌বো না কিন্তু! সবতাতেই উনি এগিয়ে আস্‌বেন—বাঃ রে ছেলে!—

বিন্দু। শশাঙ্ক—লক্ষ্মী বাবা, এবারটি শোভাই যাক্—তুমি এবার ভাল ক'রে এক্‌জামিনের পড়া তৈরী কর!

শশাঙ্ক। সে কেমন ক'রে হবে বড়মা! শোভা না থাক্‌লে তো আমার এক দণ্ডই চ'লবে না। আমার খাবার সময় বাতাস দেবে কে? আমার ধোপার বাড়ীর কাপড় এলে কে আল্‌মারীতে গুছিয়ে রাখ্‌বে? তা'ছাড়া শোভার সঙ্গে খুন্‌শুটি না কর্‌লে আমার তো পেটের ভাতই হজম হবে না। তার চেয়ে আমরা দু'জনেই তোমার সঙ্গে যাই, বড়মা!

বিন্দু। তোদের জ্বালায় আমার কি কোথাও এক পা নড়্‌বারও যো নেই? তোদের মা কি একলা থাক্‌বে? না না—তোরা একজন থাক্।

শশাঙ্ক। ছোটমা তো একাই থাকতে ভালবাসে। বেশ থাকবে—কিচ্ছু কষ্ট হবে না।

শোভা। একাই বা কিসের? বড়্দা র'য়েছে, বৌদি র'য়েছে!

শশাঙ্ক। বৌদি পান সেজে দেবে—ছোটমা ব'সে ব'সে পানদোক্তা খাবে।

শোভা। তোমার খালি ছুতো! আমি যাই, চট্ ক'রে কাপড়খানা ছেড়ে নিইগে; আমি কিন্তু যাব বড়মা—কিছুতেই ছাড়বো না।

[প্রস্থানোদ্যত।

শশাঙ্ক। এই শুভি! যাচ্ছিস্ বটে—কাল যখন প্রবোধের চিঠিখানা আস্‌বে, সেখানা গিয়ে প'ড়বে কিন্তু বৌদির হাতে! আমি বৌদিকে ব'লে যাব—বৌদির পড়া হ'য়ে গেলে সেখানা আমার নামে পাঠিয়ে দেবে; অবিশ্যি সেজন্য বৌদিদিকে একটা দামী সেণ্ট ঘুস্ দিতে হবে!

শোভা। দাওগে যাও, দাওগে যাও—বয়েই গেল!

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। নাঃ—শুভিটে আজকে আমায় হারিয়ে দিলে! (নেপথ্যে বসন্তবাবুর গলা) বড়মা, বাবা আস্‌ছেন—একটু স'রে থাকি।

[প্রস্থান।

(বসন্তবাবুর প্রবেশ)

বসন্ত। তুমি যাচ্ছো বড়বৌ—কিন্তু একটু অসুবিধে হ'ল যে!

বিন্দু। অসুবিধে কিসের? সবই তো ঠিক করা রইল—লোকজন সব পুরানো!

বসন্ত। শরীর আমার অবিশ্যি একরকম ভালই আছে, তবে—'ব্যাধি-মন্দিরং'; তা যাক্, শরীরের কথা না—যতদিন চলে চল্‌বে, না চলে না চলাব—সেজন্তে না; শশাঙ্কর বিয়ের কথাটা। ওরা তো এই চিঠি

দিয়েছে—এই মাসেই বিয়ে দিতে চায়। চিঠিখানা প'ড়ে দেখ্‌লে পারতে—দেবে থোবে খুব ভাল। এর পর ওদের আবার কি-সব গণ্ডগোল আছে—শশাঙ্করও একৃজামিন; এমাসে হ'লে একরকম ভালই হ'ত—কিন্তু সে আর কেমন ক'রেই বা হয়!

বিন্দু। না—সে আর কি ক'রে হবে!

বসন্ত। না—তাই বল্‌ছি, সে আর কি ক'রে হয়! তবে ওখানে গিয়ে যদি দেখ, অসুখ তেমন কিছু কঠিন নয; তাহ'লে যদি দু'চার দিনের ভিতর ফিরে আস্‌তে পার—এখনো সময় আছে, আজ তো সবে মাসের চৌঠো—হ'য়ে যেতেও পারে!

বিন্দু। আমিতো সে দিন ব'লেছিলুম—ওর এক্‌জামিনেব আগে বিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়।

বসন্ত। হ্যাঁ, তা তুমি বলেছিলে বটে; তবে কি জানো? সম্বন্ধটি ভাল—পঁচিশ ত্রিশ হাজার দিচ্ছে, আর শশাঙ্কর গর্ভধারিণীর বড় ইচ্ছে, ওঁর বাপেরও মান থাকে। তা তোমার অমত হবে না—মেয়ে ভালই শুনেছি; বড় বৌমার চেয়েও গাঁয়ের রঙের জোলুস আছে। একটা ফটো দিয়েছে—মুখচোখ বেশ ভাল। তাহ'লে ঐ কথাই লিখে দিই! তোমার অমতে তো আর কোন কাজ হ'তে পারে না। তুমি যখন বল্‌ছ এক্‌জামিনের পর—বেশ, একজামিনের পরই হবে: আপাততঃ পাকাদেখাটা হ'য়ে থাক্। তুমি কোন্ লাগাৎ ফির্‌তে পার্‌বে একটা খবর দিও—সেই বুঝে দিনস্থির করা যাবে।

বিন্দু। আমি তো তোমায় আগেই ব'লেছি, ওবাড়ীতে বিয়ে দেওয়াই আমার মত নয়।

বসন্ত। এ তোমার অন্যায় বড়বৌ! কেন—আবার বাড়ীর দোষটা কি হল?

বিন্দু। বাড়ীর দোষ আছে!

বসন্ত। কেন? ছোটবৌয়ের বাপের বাড়ীর দেশ, ছোটবৌয়ের বাপ সম্বন্ধ এনেছেন—তাই? ব'নেদী ঘর, টাকাকড়ি দেবে, মেয়ে ভাল—তবে যে তাদের কি অপরাধ, তাতো কিছু বুঝলাম না!

বিন্দু। তুমি যেগুলি গুণ ব'ল্‌ছো, আমার চোখে তা'র সব কটিই দোষ! ছেলে আমি বেচ্‌বোনা যে, কে কত দাম দিচ্ছে তাই দেখ্‌তে হবে। আমি মেয়ের শুধু রূপ দেখিনে। ব'নেদী বংশের আল্‌সে মূর্খ বাপের মেয়ে কি নাত্‌নী আমি ইচ্ছে ক'রে ঘরে আন্‌তে চাইনে—আমি আমার ছেলেকে জানি।

বসন্ত। তুমি যে দেখ্‌ছি ব'নেদি জমিদার-বংশের উপরই চটা। কথাটা যে গায়ে লাগে! নিজের বংশ বাঁচিয়ে কথাটা ব'লো। তা তোমার ছেলের মা কি বিমাতা না হয় গেরস্ত ঘরের মেয়ে—কিন্তু ছেলেটির গায়ে যে ব'নেদী বংশের রক্ত আছে!

বিন্দু। লেখাপড়া শিখে সেটা সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে—সে বিশ্বাস আমার আছে।

বসন্ত। মনে তো হয় না। ও রক্ত বড় তাজা—সময়মত ঠিক্ নিজের পরিচয় দিয়ে যাবে!

বিন্দু। বেশ তো, তাহ'লে ব'নেদী বংশের ছেলেকে ব'নেদী ঘরেই বিয়ে দাও। আমার মতামত জানতে চেয়েছিলে—জানিয়ে দিলুম। আমিতো জানি, আমার মতে কাজ হবে না। যা ভাল বোঝ তাই কর—ওতো আর সত্যি আমার পেটের ছেলে নয়!

বসন্ত। আবার ও সব কথা টেনে আনছো কেন? পেটের ছেলে না, পেটের ছেলের বাড়া—সে কথা সবাই জানে; কিন্তু যার পেটের ছেলে তা'র কথাও তো একটু ভাবতে হয়?

বিন্দু। আমি ছেলের সুখশান্তির কথা ভাবি। ছেলের মায়ের জিদ্ বজায় রাখার কথা ভাবিনে, বা ছেলের মাতামহর মান-অভিমানের কথা বিচার করিনে।

বসন্ত। আচ্ছা ছোটবৌয়ের কথা থাক্, ছোটবৌয়ের বাপের কথা যাক্; আমি বল্‌ছি—আমি ভদ্রলোকদের যাহোক একটা কথা দিয়েছি, আমার কথাটা যাতে রক্ষা হয় তার একটা ব্যবস্থা কর!

বিন্দু। আচ্ছা, যাতে তোমার নামে দোষ না পড়ে—অথচ আপনা-আপনিই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, সে ব্যবস্থা আমি ক'র্‌বো।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। তুমি যে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ক'রবে, তা আমি জানতাম দিদি!

বিন্দু। আমি তোমার ছেলের বিয়েতে কোন কথাই কইবোনা—ছোটবৌ! এ আমার রাগ-অভিমানের কথা নয় ভাই! আমি সত্যি বলছি, তুমি যেখানে ছেলের বিয়ে দিয়ে শান্তি পাও—সেখানেই ওর বিয়ে দাও। তুমি আছ, তোমার বাপ-দাদা আছেন, স্বামী আছেন, ছেলে আছে—যা ব্যবস্থা হয় তোমরাই কর। আমায় সময়মত চিঠি লিখো—বিয়ের দু'দিন আগে—যেখানেই থাকি না কেন, আমি চ'লে আস্‌বো; আর তোমার ক্ষোভ করবার কিছু আছে?

বসন্ত। তবে আর কি? ব্যস্ ব্যস্—আমিও তো তাই ব'ল্‌ছিলাম। বড়গিন্নী তো সত্যি আর অবুঝ না। তাহ'লে পাকাদেখাটা হ'য়ে থাক্ এখন; তারপর শ্বশুরমশায়ের অসুখ—ঈশ্বরের ইচ্ছেয় যদি বেশী কিছু না হয়—এই মাসেই বিয়ে হবে; নইলে ওর একজামিনের পর। সে "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে"। কেমন—আর তোমার বল্‌বার কিছু আছে ছোটগিন্নী? তাহলে তুমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও! (বড়-গিন্নীর প্রতি) জ্ঞান তোমায় রেখে আসুক্। যাক্, বাঁচা গেল বাবা!

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বড়মা, যাবে তো চল—আর দেরী কর্‌লে ট্রেণ মিস্ কর্‌তে হবে।

বসন্ত। তুমি কি তোমার বড়মাকে ট্রেণে তুলে দেবার জন্যে হাওড়া ষ্টেশনে যাচ্ছ ?

শশাঙ্ক। না—বড়মার সঙ্গে মধুপুর পর্য্যন্ত যাবো।

বসন্ত। তবে আর জ্ঞানকে পাঠাবার কি দরকার ?

শশাঙ্ক। না—জ্ঞানদা আর শুধু শুধু কি কর্‌তে যাবে ? ওরে গয়ারাম, আমার ট্রাঙ্কটা—

বসন্ত। দু'দিনের জন্যে যাচ্ছ, তা ট্রাঙ্ক কি হবে ?

শশাঙ্ক। দু'দিনের জন্যে কে বল্লে ? বড়মা যতদিন থাকবেন, ততদিনই থাক্‌বো।

বসন্ত। ততদিন থাক্‌বে ?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে হাঁা—তাই ঠিক ক'রেছি।

বসন্ত। ঠিক ক'রেছ—বটে ?

শোভা। (নেপথ্যে) চুল বাঁধবার আর সময় হ'লনা বড়মা ! তুমি গাড়ীতে ব'সে যেমন হোক্—

(শোভার প্রবেশ)

বসন্ত। শোভা কি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ নাকি ? (সরযূর প্রতি) শোভার শাশুড়ী কি বউ পাঠাতে চিঠিপত্র লিখেছেন নাকি ?

সরযূ। আমার তো দেয়নি—দিদিকে যদি দিয়ে থাকে ; আমি কিছু জানিনে !

শশাঙ্ক। আমি আর শোভা—দু'জনেই বড়মার সঙ্গে যাচ্ছি।

বড়মার তো শরীর ভাল নেই ; তাই আমরা ঠিক্ করেছি, পালা ক'রে রাত জেগে দাদামশায়ের সেবা কর্‌বো ?

সরযূ। তুমি যাবে—তোমায় যে দেখতে আস্‌বে ?

শশাঙ্ক। হঠাৎ আমায় দেখ্‌তে আসবে! কেন বল দেখি ? আমি আগ্রার তাজমহলও না—ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানও না! হঠাৎ আমায় দেখ্‌তে আসবে ?—কারা তারা!

সরযূ। তোমার বিয়ে—পাত্তর আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আস্‌বে যে!

শশাঙ্ক। তার জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি ? দাদামশায়ের অসুখটা সারুক্, বড়মা বাড়ী ফিরে আসুন—তবে তো ? সে এখন অনেক দেরী। এস বড়মা!

শোভা। ছোটমা—তুমি বাপু, যত হাঙ্গামা জান! দেখ্‌ছো, বড়মার বাবার অসুখ ; তার উপর বাপ ব'লে বাপ—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বাপ ; বেচারীর মন খারাপ! এখন বিয়ের সম্বন্ধ, আশীর্ব্বাদ, পাকাদেখা, হ্যান, ত্যান,—অতো কেন বাপু ? এস বড়মা, এখন তাড়াতাড়ি ক'রে ট্রেণটা পেলে বাঁচি!

বিন্দু। বৌমা!

বধূ প্রতিমা দেবী আসিয়া প্রথম শাশুড়ীকে, পরে উদ্দেশ্যে
শ্বশুরকে ও পরে ছোটমাকে প্রণাম করিল।

বিন্দু। তোমার ছোটমাকে যত্ন ক'রো। তোমার শ্বশুরের শরীর ভাল নয়, একটু তাড়াতুড়ি দেবে—যেন সময়মত নাওয়া খাওয়া করেন। শরতের সঙ্গে দেখা হ'ল না—চিঠি দিতে ব'লো ; আর ব'ল যেন অতো বাইরে বাইরে না থাকে।

শোভা। সব্‌বাইকে সব কথা ব'ল্‌বে গো ব'ল্‌বে ; তুমি এখন এস —ট্রেণটি ফেল না ক'রে আর ছাড়্‌বেনা দেখছি!

বিন্দু। (স্বামীর পায়ের ধুলো লইয়া) একটু শরীরের যত্ন নিও; ছেলের বিয়ের কথা ভেবে ভেবে দেহটাকে অত তুচ্ছ ক'রোনা।

(যাইবার আগে শোভা আসিয়া তাড়াতাড়ি পিতাকে নমস্কার করিল)

[বিন্দু প্রভৃতির প্রস্থান।

(ছোটবউ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

বসন্ত। সম্মুখসমরে বড়গিন্নীর সঙ্গে বোধ হয় পেরে ওঠা যাবেনা—কি বল ছোটগিন্নী ?

সরযূ। আমি আর কিছু ব'লতে চাইনে—বলবার কিছু নেই !

বসন্ত। তা ঠিক্। আমি ভেবেছিলাম, খুব চ'টে গিয়ে একটা কাণ্ড-কারখানা করবো—অন্ততঃ খুব ভীষণ রকম চীৎকার কর্‌বো; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম চীৎকার ক'রেই বা লাভ কি ?

সরযূ। তুমি আর কথা ব'লোনা—তুমি থাম; তুমি যে পুরুষমানুষ হ'য়ে কেন জন্মেছিলে—আমি কেবল তাই ভাবি !

বসন্ত। মোটেই উচিত হয়নি—কিন্তু গোড়ায় যখন সে ভুল হ'য়ে গেছে, এখন আর উপায় কি ? রাগ ক'রে আর কোন লাভ নেই ছোটগিন্নী ! এটুকু বেশ বোঝা গেল, উনি যদি ইচ্ছে করেন একদিন সকালে উঠে তোমার আর আমার হাতে দু'খানা গেরুয়া কাপড় দিয়ে ওই জ্ঞানকে যদি বলেন—"জ্ঞান, বাবুকে আর ছোটগিন্নীকে বনবাস দিয়ে এস !" জ্ঞান তখনি হাতজোড় ক'রে বড়গিন্নীকে বলবে—"যে আজ্ঞে বড়মা !" আর আমায় এসে বল্‌বে—"বাবু, অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে একটিবার বনবাস যেতে হচ্ছে !"

সরযূ। কি ক'রে যে তোমার মুখে হাসি আস্‌ছে, আমি তো দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছি ! আমার তো রাগে সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যাচ্ছে !

বসন্ত। দেখ ছোটগিন্নী, বরফের চাঙ্ শক্ত—কিন্তু আসলে সেটা জল ছাড়া আর কিছু নয়; আমার এ হাসিও তাই—দেখতে হাসির মত, আসলে এটা হাসি না। তবে আমিও কিছু কর্‌বো এবার—বড়গিন্নীকে আপ্‌শোষ করতে হবে! জ্ঞান—জ্ঞানচন্দ্র!

(জ্ঞানের প্রবেশ)

জ্ঞান। বাবু—!

বসন্ত। এক কেস ভাল ব্র্যাণ্ডী।

জ্ঞান। ব্র্যাণ্ডী? ব্র্যাণ্ডী কি হবে বাবু!

বসন্ত। কি হবে জান্‌বার তোমার কোন দরকার নেই—সন্ধ্যের আগেই যেন পাই।

[জ্ঞানের প্রস্থান।

সরযূ। আমায় তুমি বিয়ে ক'রেছিলে কেন ব'ল্‌বে?

বসন্ত। ব'ল্‌বো—তবে আজ না, তিন দিন পরে ব'লব।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রুকুমপুর রাজসভা

[উজীর, সেনাপতি, সভাসদ্‌গণ, শরদিন্দু এবং রাজবৈদ্য রামনারায়ণ]

শরদিন্দু। আর কতক্ষণ ব'সে থাকবো দাদামশাই! রাজাবাহাদুর কখন্ আস্‌বেন?

রামনারায়ণ। এই এলেন ব'লে ভায়া! রাজারাজড়ার ব্যাপার—সে সব কাণ্ডকারখানাই আলাদা! তার উপর মহারাজ আবার নিষ্ঠাবান কিনা! একেবারে জপতপ সেরে আসছেন। নিজের চোখে দেখে যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে বল্‌তে পারবে।

বনমালী। কবিরাজমশাই, ইনিই বুঝি আপনার জামাইয়ের বড় ছেলে?

রামনারায়ণ। হ্যাঁ ভাযা! দুই ভাইই সমান—একেবারে রাম-লক্ষ্মণ।

শরদিন্দু। দাদামশাই—একটা কথা শুনুন; আপনি তো তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে এলেন, সব কথা আপনাকে বলা হয়নি। বাবার শরীর অসুস্থ, তিনি আস্‌তে পারলেন না। শশাঙ্ক বড়মার সঙ্গে আমার দাদা-মশায়ের ওখানে গিয়েছে। তার মোটেই ইচ্ছে নেই রাজকন্তেকে বিয়ে করে—সে ল'ভে প'ড়েছে! পাছে রাজাবাহাদুর রাগ করেন, তাই ছোটমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বল্লাম। আমি এখন রাজাবাহাদুরকে কি ব'ল্‌বো, তাই বলুন?

রাম। তুমি মেয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রবে না?

শরদিন্দু। আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতে বলেন—আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতে পারি; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক যদি বিয়ে না করে! আপনাকে সব কথা জানানো উচিত—শেষে আপনি না বিপদে পড়েন।

রাম। আমিতো বিপদে পড়েইছি; তবে তুমি আজ এসেছ—তাই রক্ষে! এতদিন আমিতো মহারাজের সঙ্গে দেখাই কর্ত্তে পারিনি—পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। যাক্—আমি ব'লবো'খন, তোমার বাবা তোমায় মেয়ে আশীর্ব্বাদ করতে পাঠিয়েছেন।

(জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। মহারাজবাহাদুর সভায় আস্ছেন।

বনমালী। কবিরাজমশাই, আপনার জায়গায় এসে বসুন!

রাম। এই বসি ভাই! শরদিন্দু ভায়া, তুমি মহারাজকে রাজা-বাহাদুর, মহারাজ, হুজুর—এই সব ব'লে কথা কইবে।

শরদিন্দু। সে কি দাদামশাই?—না আমি ওরকম খোসামোদ ক'রতে পারবো না! আমি সাধারণ ভদ্রতা ক'রে কথা কইবো।

রাম। সবাই হুজুর মহারাজা বলে—ওভাবে কথা না বল্লে মহারাজ রাগ কর্ত্তে পারেন।

শরদিন্দু। তা আপনি অতো ভয় পাচ্ছেন কেন দাদামশাই? আচ্ছা, আমি রাজার মনের মতো কথা কইব!

বৈতালিকের গান

মন আমার, গাওরে আজি বুকভরা এই গভীর সুরে—
মহারাজের যশোগীতি এ বিজন রাজপুরে;

যে কাল ছিল—আজকে নাহি, সেই কালেরই এই মহারাজ !
শাস্ত্রী-মন্ত্রী সঙ্গে নিয়ে পরম সুখে পালেন প্রজা ;
অন্তঃপুরে রাজমহিষী মুখ দেখে না রবিশশী,
কেশে দিয়ে ধূপের ধোঁয়া মুখ দেখেন সোণার মুকুরে !
চল্লিশ দ্বারে আছেন দ্বারী হাতে তাদের তরবারি,
মুখে তাদের জয় মহারাজ, সদাই করেন মহামারি !
রাজকুমারী ভাগ্যবতী প্রসন্ন হর-পার্ব্বতী—
মনের মত মিলবে পতি—বাজবে বাঁশী হৃদয়পুরে ॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। উজীর বনমালী বাঁড়ুজ্যে !

বনমালী। মহারাজ !

রাজা। আমাদের আজকের রাজকার্য্য ?

বনমালী। রাজকার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আছে মহারাজ !

রাজা। কি প্রস্তাব ?

বনমালী। রাজবৈদ্য রাজকন্যের বিবাহের যে সম্বন্ধ করেছিলেন—

রাজা। রাজবৈদ্য, তোমার জামায়ের চিঠির উত্তর এল ?

রাম। মহারাজ, জামাই ছেলে পাঠিয়েছেন।

রাজা। কোথায় তোমার জামাইয়ের ছেলে ?

রাম। আজ্ঞে, এই যে মহারাজ—এই ছেলেটি !

রাজা। ওঃ, তুমি ? তুমি রাজবৈদ্যর জামাইয়ের ছেলে ?

শরদিন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ !

রাজা। তোমার নাম কি ?

শরদিন্দু। শ্রীশরদিন্দু সেন!

রাজা। তোমার বাবার নাম কি?

শরদিন্দু। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন।

রাজা। সে এলনা কেন?

শরদিন্দু। তাঁর শরীর অসুস্থ!

রাজা। কি অসুখ?

শরদিন্দু। (একটু চিন্তা করিয়া) আজ্ঞে হার্টের প্যাল্পিটেশান্!

রাজা। কিসের প্যাল্পিটেশান্?

শরদিন্দু। হার্টের প্যাল্পিটেশান্!

রাজা। তোমার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ের কথা আমি কইব না, তোমার বাবাকে এখানে আসতে হবে।

শরদিন্দু। আচ্ছা, আমি বাড়ী গিযে বাবাকে ব'ল্‌বো।

রাজা। তুমি আমার রাজধানী, রাজসভা—সব ভাল ক'রে দেখেছ?

শরদিন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, কিছু কিছু দেখেছি।

রাজা। কিছু কিছু দেখেছ—ঘোড়ার ডিম দেখেছ! তাহ'লে কিছু দেখনি। তোমার বাবাকে ব'লো, আমার রাজ্যটি হচ্ছে নবাবী আমলের মিউজিয়াম।

শরদিন্দু। মিউজিয়াম? হ্যাঁ মিউজিয়াম—দেখে-শুনে তাই মনে হচ্ছে বটে!

রাজা। জানো, নবাবের যা যা ছিল—আমারও তাই সব আছে?

শরদিন্দু। তাই শুনেছি মহারাজ!

রাজা। শুধু শুন্‌বে কেন, চোখে দেখে যাও! স্কুলে ইতিহাস পড়েছিলে?

শরদিন্দু। হ্যাঁ, পড়েছিলাম।

রাজা। আলিবর্দ্দি খাঁর কথা পড়েছ ?

শরদিন্দু। হ্যাঁ পড়েছি।

রাজা। আমরা সেই নবাব আলিবর্দ্দির আশ্রিত হিন্দু বৈষ্ণব রাজা! কালক্রমে নবাব গেল—আমরা রইলাম; পরিবারের ভিতর কেতাটা রয়ে গেল নবাবী! তুমি যখন আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, তখন তোমার সব কথা জানা দরকার।

শরদিন্দু। আজ্ঞে মহারাজা আমিতো—

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ—শোন শোন; অনেকদিন পর্য্যন্ত নবাবী কেতা ছিল; আমিই প্রথম ইংরিজী লেখাপড়া শিখে স্ত্রীকে নিয়ে রেলের গাড়ীতে চ'ড়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, নবাব সিরাজুদ্দৌলা আর মহারাজ মোহনলাল আমায় ডেকে বলছেন—"নরেন্দ্র! কুকুমপুরও যদি ইংরিজী হয়ে যায়, তাহলে আর বাকী রইল কি?' তার পরদিন থেকে আমি পুরোদস্তুর নবাবী আরম্ভ করলাম। উজীর বনমালী বাঁড়ুজ্যে আছে, সেনাপতি কালাযবমন নাগ আছে, অনঙ্গ কীর্ত্তনী আছে, মঞ্জুরী বাইজী আছে—; উজীর, (উজীরের প্রতি ইঙ্গিত) বাইজী অনঙ্গ আর মঞ্জুরী—

শরদিন্দু মহারাজা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

রাজা। হুঁ—জিজ্ঞাসা করো!

শরদিন্দু। আচ্ছা, আপনার রাজ্যে সবার এরকম বৈষ্ণব ধরণের নাম কেন ?

রাজা। তোমার বুদ্ধি আছে। আমরা নবাবের আশ্রিত বৈষ্ণব হিন্দু রাজা; আমাদের কেতা নবাবী—কিন্তু সব বৈষ্ণব মতে! এই যে বাইজী অনঙ্গ-মঞ্জুরী,—এস এস, বাইজীরা এস; তারপর, কেমন আছ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়? বেশ ভাল আছ তো ?

অনঙ্গ। ঠাকুর যেমন রেখেছেন মহারাজ!

রাজা। তা'হলে ভালই আছ। এই ছেলেটি রাজবৈদ্যের জামাইয়ের ছেলে—আমার জামাই হ'লেও হ'তে পারে। ওকে একখানা গান শুনিয়ে দাও—বৈষ্ণব চালে বাইজীর ঢঙে!

গান

কৃষ্ণকলঙ্কিনী আমি—থাকি গোকুলে,
কুলবতী মুখ দেখে না, কয়না কথা চোখ তুলে!
একদিন সই—গিয়েছিনু যমুনার জলে,
শ্যাম তখন দাঁড়িয়েছিল কদম্বতলে;
হাতে তার কুলনাশা বাঁশী—
বাজিয়ে কালা বলেছিল, 'সখি! তোরে ভালবাসি'!
বাঁশী শুনে কেন রে মন হ'ল উদাসী!
কুলকুম্ভ রেখে এলাম কালিন্দীকূলে॥

রাজা। উজীর, বাইজীদের অন্তঃপুরে নিয়ে যাও—মহারাণীজী আর মহারাজকন্যাজী গান শুনবেন। (বাইজীদের প্রস্থান) রাজ-বৈদ্য!

রাম। মহারাজ—!

রাজা। তোমার জামাই তো এলনা—এখন আমি কি ক'রবো? তার ছেলেকে আটক ক'রে রেখে রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে দেব?

রাম। আজ্ঞে মহারাজ, আমার জামাইয়ের যে ছেলের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, ইনি সে ছেলে নন!

রাজা। সে ছেলে নন—তবে ঘোড়ার ডিমের কোন্ ছেলে?

রাম। আজ্ঞে—ইনি আমার জামায়ের বড়ছেলে। ছোটছেলের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ের প্রস্তাব হয়েছে মহারাজ !

রাজা। তাই কি—উজীর বনমালী বাঁড়ুয্যে ?

বনমালী। আজ্ঞে—হ্যাঁ মহারাজ !

রাজা। (শরদিন্দুর প্রতি) ও—তা'হলে তুমি আমার জামাই হচ্ছ না ?

শরদিন্দু। আজ্ঞে—না মহারাজ !

রাজা। তবে তুমি ঘোড়ার ডিম—কি করতে এসেছ ?

শরদিন্দু। আজ্ঞে মহারাজ—আমি মেয়ে দেখে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছি।

রাজা। তোমার আশীর্ব্বাদের মূল্য কি ? তুমি কি মনে কর রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা অত সহজ ! আগে তোমার বাবা এখানে আসবে, তারপর আমি যাব তোমার ছোটভাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে, তারপর তোমার বাবা আসবে রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে—তারপর বিয়ে হবে। এখন তুমি বাড়ী যাও !

শরদিন্দু। বেশ, তাহ'লে আমি চ'ল্লাম দাদামশায় ! (প্রস্থানোদ্যত)

রাজা। হ্যাঁ শোন শোন—খেয়ে যাবে, বুঝলে কিনা ?—উজীর, এই বসন্ত সেনের ছেলেকে রাজভোগ খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে দাও ; আর দরোয়ানদের ব'লে দাও ফটক বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে—খাওয়া হয়ে গেলে ফটক খুলে দেবে।

উজীর। যে আজ্ঞে মহারাজ !

[সেনাপতি ও শরদিন্দুর প্রস্থান।

রাজা। রাজবৈদ্য !

রাম। মহারাজ —!

রাজা। তোমার জামাই আমার অপমান করেছে !

রাম। না মহারাজ, শুন্‌লেন তো তিনি অসুস্থ !

রাজা ! আমি বল্‌ছি—অপমান ক'রেছে ; সে কি মনে করে ?

রাম। আজ্ঞে মহারাজ—!

রাজা। তুমি কি মনে কর, তুমি আমায় যা বুঝিয়ে দেবে—আমি তাই বুঝ্‌বো ? আমি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান—তা স্বীকার কর ?

রাম। সে কি মহারাজ, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান।

রাজা। না-না, সকলের চেয়ে না—সকলের চেয়ে বোকা ; শুধু তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান—বুঝেছ ?

রাম। বুঝেছি মহারাজ—!

রাজা। ঘোড়ার ডিম বুঝেছ ! তোমার জামাই এলনা কেন ? ঘোড়ার ডিম ছেলেকে পাঠিয়েছে কেন ? ছেলের বাপ হয়েছে ব'লে সে কি ভাবছে আমি হাত জোড় ক'রে তার দোরে যাব ?

রাম। আজ্ঞে মহারাজ, তা কি কখন ভাবতে পারে ?

রাজা। আমি তা শুন্‌তে চাইনে—সে কি মনে করেছে ? আমি তাকে এখানে এনে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি—তা জানো ?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ—জানি ; মহারাজ !

রাজা। ঘোড়ার ডিম জানো ! জানলে এতদিন তোমার জামাই তার ছেলেকে নিয়ে এখানে হাজির হ'তো।

রাম। আমি না হয় নিজে একবার জামাইবাড়ী যাই মহারাজ ?

রাজা। না—তোমায় একা ছেড়ে দিতে পারি নে। যদি তুমি পালাও ?

রাম। মহারাজের রাজ্য ছেড়ে আর কোথায় পালাব বলুন ?

রাজা। তোমার জামাই কি আমার চেয়ে বড়লোক ?

রাম। আজ্ঞে—না মহারাজ !

রাজা। আমার চেয়ে বড় বংশ ?

রাম। না মহারাজ—আপনার চেয়ে বড়বংশ আমাদের সমাজে আর কোথায় আছে ?

রাজা। তবে সে নিজে এলনা কেন ?

রাম। আজ্ঞে বোধ হয়—

রাজা। ঘোড়ার ডিমের বোধ হয—আমি আসল কারণ জান্‌তে চাই ? কালীয দমন—!

কালীয়। মহারাজ !

রাজা। এই বসন্ত সেন আর তার ছেলেকে ধ'রে আন্‌তে পারবে ? উজীরের মুখের দিকে চাইছ কি ?

কালীয। আজ্ঞে মহারাজ—ভাব্‌ছি যদি পুলিস কেস্‌ হয় ?

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ—পুলিস কেস্‌ হবেই ; আমি মোকর্দ্দমা করবোনা—তোমাকে জেলে যেতে হবে।

কালীয়। ওঃ বাবা !

রাম। তার দরকার কি মহারাজ?—আমিই জামাইবাড়ী গিয়ে তাদের একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি।

রাজা। যদি না আনতে পার, তোমার সমস্ত জমিজমা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হবে! আর আমার সেনাপতি তোমার জামাইয়ের রাজ্য আক্রমণ ক'রবে।

রাম। মহারাজ, আমার জামাইয়ের তো রাজ্যটাজ্য কিছু নেই ?

রাজা। রাজ্য নেই—রাজধানী আছে তো ?

রাম। না মহারাজ—রাজধানীও নেই !

রাজা। তবে কি ঘোড়ার ডিম আছে ? সে কোথায় থাকে ?

রাম। শিবপুরে।

রাজা। শিবপুর আক্রমণ করব। শিবপুর কার রাজধানী ?

রাম। আজ্ঞে শিবপুর কারো রাজধানী নয় মহারাজ !

রাজা। ও—শিবপুর রাজধানী নয় ? তাহ'লে তোমার জামাইকে ক্ষমা ক'রে দেব। কিন্তু তোমার ভিটেমাটি সব যাবে—মনে থাকে যেন !

রাম। আর যদি বিয়ে দেওয়াতে পারি মহারাজ ?

রাজা। তুমি হবে বড় উজীর, আর বনমালী হবে ছোট উজীর। আচ্ছা, আমি এখন পরিশ্রান্ত—আমি এখন অন্তঃপুরে চল্লুম !

[সেনাপতি ও মহারাজার প্রস্থান।

রাম। ওহে বনমালী, কি করা যায় বলতো ?

উজীর। আপনার জামাইকে ডেকে আনুন ; ছেলের বিয়ে দেবেন, মেয়েটি ভাল—তাঁদের অপছন্দ হবে না !

রাম। কি জানি, কেন যে ম'স্তে তখন রাজকন্যার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রবো বল্লাম !

উজীর। মহারাজের ভাবগতিক সব জানেন তো ? কেন এ সব হাঙ্গামার ভিতর যেতে গেলেন ?

রাম। জামাই হয়তো মহারাজের এই সব খামখেয়ালের কথা শুনছে ; তাহ'লে বিয়ে যা হবে, তাতো বুঝতেই পাচ্ছি !

উজীর। আমাদের না হয় কোন চুলোয় কিছু জোটেনা—এখানে মোসাহেবি ক'রে যা দু'দশ টাকা পাই ! বাইরের ভদ্রলোককে এর মধ্যে আনে কেউ ?

রাম। এনেছিলাম,—বাইরে এখনো কুঙ্কুমপুর রাজাদের নাম আছে তো ?

উজীর। তালপুকুর নামই আছে—ঘটী ডোবেনা !

রাম। দেখ ভাই, বিয়ে যদি না হয়—তুমি আমার রক্ষে ক'রো !

উজীর। ঘুরে তো আসুন, তারপর ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন।

রাম। দেখি, ছেলেটাকে আবার কোথায় নিয়ে গেল; সেও রগচটা ছেলে—একটা কাণ্ডটাণ্ড না ক'রে বসে!

(সেনাপতি, রাজা ও দু'জন লেঠেলের প্রবেশ)

রাজা। রাজবৈদ্য—!

রাম। মহারাজ—!

রাজা। তুমি একা যাবেনা—তোমার সঙ্গে দু'জন লেঠেল যাবে। এরা দেখ্‌বে—তুমি না পালাও; তোমার জামাইকে আর তার ছোট-ছেলেকে হাতে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে আস্‌বে!

রাম। হাতে হাতকড়া দিলে তারা কি আস্‌বে মহারাজ—?

রাজা। আচ্ছা, অর্দ্ধেক পথ এলে তারপব হাতকড়া লাগাবে।

রাম। হাতকড়া না দিলেই তো ভাল হয় মহারাজ, ভদ্রতাও হয়—

রাজা। তাই কি?—উজীর বনমালী বাঁড়ুয্যে!

উজীর। তিনি আপনার বেয়াই হবেন—হাতকড়া লাগালে কি ভাব্‌বেন!

রাজা। আমার অপমান ক'রেছে যে—আমি তার প্রতিশোধ নেবোনা? আচ্ছা র'সো, আমি যদি খুব উদার প্রতিশোধ নিই—?

উজীর। আপনার সেই রকম প্রতিশোধ নেওয়াই দরকার!

রাজা। আচ্ছা, হাতকড়া মাপ ক'রে দিলাম! দু'খানা তাঞ্জাম পাঠিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

উজীর। তাঞ্জাম তো নেই মহারাজ?

রাজা। তবে কি ঘোড়ার ডিম আছে? তোমরা মানুষকে এত বিরক্ত করতেও পার! আচ্ছা যাক্—তাঞ্জামের দরকার নেই; দু'খানা রিক্স' ক'রে মহা সমারোহের সহিত নিয়ে আস্‌বে—বুঝেছ?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ—বুঝেছি।

রাজা। ঘোড়ার ডিম বুঝেছ!

(শরদিন্দুর প্রবেশ)

রাজা। এই যে—খাওয়া হয়েছে?

শরদিন্দু। আজ্ঞে—হ্যাঁ মহারাজ!

রাজা। কেমন খেলে?

শরদিন্দু। ভালই!

রাজা। আচ্ছা—এইবার যেতে পার; হ্যাঁ—শোন; তোমার বাবাকে আর তোমার ছোটভাইকে পাঠিয়ে দেবে—বুঝেছ?

শরদিন্দু। হ্যাঁ—বুঝেছি!

রাজা। ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! [প্রস্থান।

শরদিন্দু। দাদামশাই, আপনার কি মাথা খারাপ?—আমার এই পাগলা গারদে এনে পুরেছেন? দয়া ক'রে এখন গেটটা খুলে দিতে বলুন—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে দম ফেলে বাঁচি। বাবা—! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধুপুর—হরমোহনের বাসাবাড়ী

হরমোহন, শোভা ও বিন্দুবাসিনী

গান

ওমা গৌরী, তুই পরের ঘরে কেমন ছিলি বল্ ?
মুখখানি তোর আঁধার কেন, চোখদুটি ছলছল্ !
জামাই সাথে আসেননিকো, তাই কি চোখে জল ?
সতীন নিয়ে করিস্ মা তুই ঘর—
সেই নাকি তার আপন শুনি, তুই নাকি তার পর ?
পাষাণ প্রাণে কত ব্যথা পাই যে নিরন্তর !
ওমা ! আর তোরে দিবনা যেতে—
যদি আপনি জামাই আসেন নিতে
সঙ্গে নিয়ে ভূতের দল ॥

হর। এ গান তোকে কে শেখালে দিদি ? (বিন্দুর প্রতি) তুমি এখন আর আমায় ছেড়ে যেও না মা—শেষ দিন কটা আমার কাছেই থাক মা !

বিন্দু। থাক্‌বো বৈকি বাবা ? যাই যদি—দু'দশ দিনের জন্যে যাব; তারপর আবার ফিরে আসবো। শশাঙ্কর একজামিন হয়ে গেলে ওর বিয়েটাতো দিতে হবে ?—সেই সময় একটিবার যাব !

শোভা। ছোড়দার কোথায় বিয়ে দেবে বড়মা? রুবিদির বাবা সেদিন ওরকম ক'রে ব'ল্লে; রুবিদি খুব ভাল, রুবিদির বাবাটা যেন কি? লোকটাকে মোটেই ভাল লাগে না!

হর। বাপ-ঠাকুরদাদাগুলো ভারি অবিবেচক—পঞ্চাশ বছরের পর সংসার আগলে থাকাই অন্যায়! যে আহাম্মক বুড়ো বয়সে সংসার জড়িয়ে ধ'রে ব'সে থাকে, আর মনে করে—সেই সেকালই আছে, একালের ছেলেমেয়েরা তো তাকে পছন্দ করবেই না?

শোভা। তুমি তো খুব ভাল দাদু! আমার বাবাও খুব ভাল না—কিন্তু তাই ব'লে রুবিদির বাবার মত না; রুবিদির বাবাটি যেন ঠিক একটি মাষ্টার মশাই!

বিন্দু। আঃ শোভা! নিন বাবা—খান; আপনার চিরদিন চা খাওয়া অভ্যেস! (ওভাল্‌টীন দিল)

হর। ওভাল্‌টীনের কিছু দরকার নেই মা—দুধ হ'লেই আমার যথেষ্ট হবে!

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। দাদু, আপনি বড্ড শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌ছেন!

হর। কেন, আমার সেরে ওঠায় তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি?

শশাঙ্ক। আপত্তি একটু আছে বৈকি? অবিশ্যি আপনি সেরে উঠুন—কিন্তু লোকে জানুক, আপনার অসুখ সারেনি।

হর। তাহ'লে কি হবে?

শশাঙ্ক। তাহ'লে বড়মা আপনার এখানেই থেকে যাবেন—আমরাও থাকবো।

হর। বাড়ীতে যাওয়ায় তোমার আপত্তিটে কিসের?

শোভা। তা বুঝি জানেন না দাদু? বাবা আর ছোটমা কোথাকার এক রাজকন্যের সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে দিতে চায়; ছোড়দা রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায় না—রুবিদিকে বিয়ে করতে চায়। ছোড়দা তাই পালিয়ে এসেছে!

শশাঙ্ক। হ্যাঁ—পালিয়ে এসেছে?

হর। আচ্ছা, কতদিন আমার অসুখ থাক্‌লে তোমার সুবিধে হয়?

শশাঙ্ক। পুরো ফাল্গুন মাসটা?

হর। তথাস্তু! ফাল্গুন মাস না হয় কাটলো, তারপর বৈশাখের কি উপায় হবে? বৈশাখ মাসে তো তোর বাপ আর তোকে ছাড়বে না?

শশাঙ্ক। এখন যে শিয়রে সংক্রান্তি?—সে ব্যবস্থা আমি ক'রবো।

হর। তা তোর এরকম অনাসৃষ্টি স্বভাব কেন হ'লরে,—রাজকন্যে ছেড়ে ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে বিয়ে কর্‌তে সাধ?

শশাঙ্ক। সাধটা অবিশ্যি মেয়ের বাপকে দেখে হয়নি—মেয়েটিকে দেখেই হয়েছিল।

বিন্দু। হ্যাঁরে শশাঙ্ক, শিবপুরের কোন চিঠিপত্তর পেয়েছিস্‌?

শশাঙ্ক। যেমন ছোটমা, তেমনি বাবা—চিঠিপত্তর লেখার অভ্যেস দু'জনেরই সমান!

বিন্দু। মনটা ভাল লাগ্‌ছে না বাবা, তুই বরং একটা প্রিপেড্‌ তার ক'রে দে! সাত-সাতটা দিন হয়ে গেল, একটা খোঁজখবরও নেই?—এমন মানুষ সব! ওরে শোভা, তুই ওসব রাখ বাপু! তুই বাগান থেকে আমার পুজোর জন্যে দুটো ফুল তুলে নিয়ে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

হর। বিন্দুকে এইজন্যে আমার আন্‌তে ইচ্ছে হয় না—বুঝেছ শশাঙ্ক? ও থাকতে পারে না।

শশাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ—বুঝেছি বৈকি? তবু আমরা সঙ্গে আছি তাই—নইলে বোধ হয় দুটো দিনও থাকতে পারতেন না। আমার বাবাটি বেশ ভাগ্যবান পুরুষ! নইলে উনি যে রকম কাজ ক'রেছেন—বড়মার ওঁর মুখ দেখবার কথা নয়!

হর। তুমি তাই ব'লে ওকথা মুখে এনোনা ভাই! ওকথা ব'ললে তোমার অপরাধ হয়।

শশাঙ্ক। অপরাধ হ'লে আর কি কচ্ছি বলুন! মনে যখন আসে তখন মুখে বলায় আর দোষ কি? আচ্ছা দাদু, আপনিতো এক সময় young man ছিলেন?

হর। তোমার কি মনে হয় আমি চিবদিনই এই রকম?

শশাঙ্ক। সেটা অবিশ্যি কল্পনা ক'রে নিতে হয়—প্রত্যক্ষ সত্যতো চোখের সাম্‌নে! আচ্ছা, বাবা যখন আবার বিয়ে ক'ল্লেন—আপনি কি ব'লে বড়মাকে আবার ও বাড়ীতে পাঠালেন? আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে কি ক'রে এটা সম্ভব হ'য়েছিল, আমি তো ভেবেই ঠিক্ ক'রতে পাচ্ছিনে!

হর। প্রথমটা চ'টে গিয়ে পাঠাইনি কিছুদিন। মাসদুই পরে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি—মার আমার মুখখানি শুকিয়ে যাচ্ছে! ভাবলুম, ভগবান তো এই ব্যবস্থাই ক'রলেন—আমি আবার খোদার উপর খোদকারী ক'রতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরো জটিল ক'রে না ফেলি!

শশাঙ্ক। That eternal Hindu mentality—"ভগবান ক'রলেন, ভগবান ক'রলেন"! ভগবান কিছুই করেন না—মানুষই করে। দিন দেখি ভগবান রাজকন্তের সঙ্গে আমার বিয়ে? বুঝবো ভগবানের কেরদানি?

হর। তাহ'লে মনে হ'চ্ছে যেন ঐ রাজকন্তের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

শশাঙ্ক। কক্খনো না, কিছুতেই না—আপনি দেখে নেবেন।

হর। আচ্ছা, রাজা যদি রাজকন্যের সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেয়?

শশাঙ্ক। আমি যদি বড়মার বাবা হ'তুম, আর বাবা যদি আমার জামাই হ'তেন, আমি কিছুতেই বড়মাকে ওবাড়ীতে আর পাঠাতুম না।

হর। তোমার বড়মাকে আমি যদি আর না পাঠাতুম তো তোমার বড়মা তোমার মতন ছেলেটি কোথায পেতেন?

শশাঙ্ক। আমি তাহ'লে বোধ হয একেবারে গণ্ডমূর্খ হ'যে যেতুম! কি বলেন দাদু?—ভগবান লোকটা মোটের উপর খুব খারাপ না! দু'একটা কাজে গণ্ডগোল ক'রে ফেলে বটে, তবে শেষ পর্য্যন্ত অন্যদিক থেকে জের টেনে এনে শেষরক্ষা ক'রবার চেষ্টা করে।

হর। ভগবানের খুব সৌভাগ্য ব'ল্তে হবে, তুমি তাঁর কাজের appreciate ক'চ্ছ! তাহ'লেই বোঝ, নেহাৎ যদি রুবির সঙ্গে বিয়ে না হ'য়ে রাজকন্যের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হয, তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান একরকম ক'রে শেষ রক্ষে ক'রবেন।

শশাঙ্ক। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু ভগবানকে challenge ক'রতে পারি—রুবি or no comrade! রাজকন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেনা, এটা ঠিক!

(রুবি ও শোভার প্রবেশ)

শোভা। এই দেখ ছোড়দা—কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি! দাদু বলুন তো এ মেয়েটি কে?

শশাঙ্ক। একি—আপনি! আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন?

শোভা। (হরমোহনের কানে কানে) এই সেই রুবিদি!

হর। তুমিই আমাদের রুবিদি? আরে, এস এস—রুবিদি এস!

(রুবি হরমোহনকে প্রণাম করিল) তাহ'লে ভগবান বোধ হয় রাজকন্যের হাত থেকে তোমায় মুক্তি দিলেন শশাঙ্ক ! বাঃ—বেশ মেয়েটী তো !

শোভা। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে রুবিদি যাচ্ছিল—আমি দেখতে পেয়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি। রুবিদির মাও সঙ্গে এসেছেন ; তবে এক রক্ষে—রুবিদির সেই বাবাটি সঙ্গে নেই !

হর। তোমরা কি Cnangeএ এসেছ নাকি ?

রুবি। ঠিক চেঞ্জে না—আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

হর।. এখানে বুঝি কোন আত্মীয় আছেন—তাঁরই ওখানে ?—

রুবি। তাঁরা ঠিক এখানকার না ; আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁরা দুই ভাইবোন আর তাঁর মা এখানে এলেন.; আমাদের সঙ্গে তাঁদের খুব ভাব কিনা ?—তাই আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে এলেন !

.হর। তা বেশ হ'য়েছে ! তোমায় আমি খুব চিনি ; আমার শশাঙ্ক দাদা আর শোভা দিদি রোজ বার আষ্টেক ক'রে তোমার নাম করেন। (শশাঙ্কর প্রতি) তুমি রুবিদির সঙ্গে একটু কথা কও।

শোভা। রুবিদি কি চমৎকার গান করে, এ্যাক্ট করে—আপনি যদি শোনেন দাদু ! সেই—জয়সিংহ সেজে কেমন ব'ল্লে ! অপর্ণাকে জয়সিংহ ভালবাসে তো ? রুবিদি কেমন সব ভালবাসার কথা ব'ল্লে ! অবিকল—যেন সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসে ; অথচ মোটেই না—দু'জনেই মেয়ে !

হর। আমার শশাঙ্ক ভায়ার সঙ্গে সেই রকম acting ক'চ্ছলা তো রুবিদি ? ভালবাসার কথা ব'লছ—অথচ এদিকে মোটেই না !

.শোভা। না দাদু, ছোড়দাকে রুবিদি সত্যি সত্যিই ভালবাসে। আর ছোড়দাও রুবিদিকে—

শশাঙ্ক। আমার কথা তুই কি ক'রে জানলিরে পোড়ারমুখী !

শোভা। তুমি আমায় দিনরাত কেবল পোড়ারমুখী পোড়ারমুখী বল—আমি বড়মাকে ব'লে দেব। ও বড়মা, এই দেখ দেখি—ছোড়দা আমায় পোড়ারমুখী ব'লে গালাগাল দিচ্ছে রুবিদির সামনে!

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। না বাপু, কেন তুই সদাসর্ব্বদা ওকে যা'তা বলে উত্ত্যক্ত করিস? এখন বড় হ'যেছে, বিয়ে হ'যেছে, এখন আর যা'তা বলিসনি—বুঝলি?

শশাঙ্ক। বুঝেছি বৈকি বড়মা! এত দিন এসব কথা তুমি তো আমায় বুঝিয়ে দাওনি, তাই বুঝতে পারিনি; নইলে এর আগে থেকেই আমি ওকে আপনি, মহাশয়া, Madam, মিসেস্ দাস,—এই সব ব'লে ডাক্‌তে পারতুম। এইবার থেকে উনি যখনই আমায় ছোড়দা ব'লে ডাকবেন, আমি সামনে এসে কুর্ণিশ ক'রে বলবো—জি হুজুর! কি বলেন Mrs. P. N. Das?

বিন্দু। তোরা এইসব ফষ্টিনষ্টি কর বাপু, আমি রুবির মাকে ওঘরে একা বসিয়ে রেখে এসেছি। [প্রস্থান।

শোভা। তুমি আমার সাম্‌নে কুর্ণিশ ক'রবে কেন? তুমি যার সামনে কুর্ণিশ ক'রবে, তিনি তোমার রকম দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন!

শশাঙ্ক। কি খাচ্ছেন—লুটোপুটি খাচ্ছেন? সেটি খেতে কেমন?

শোভা। হ্যাঁ—লুটোপুটি খাচ্ছেন!

হর। হ্যাঁরে শোভা, তুই একাই যদি তোর ছোড়দার সঙ্গে কথা কইবি, তা হ'লে কি জন্যে রুবিদিকে ডেকে আনলি?

শোভা। তা রুবিদি তো ছোড়দার সঙ্গে কথা কইলেই পারে—আমি

বারণ কচ্ছি নাকি ? আমার সঙ্গে তো যা'খুসী তাই বল, রুবিদির সঙ্গে সেইরকম কথা কও দেখি—বুঝবো ?

শশাঙ্ক। তোর সামনে কেন কইব ? সে আমরা দুজনে যখন একাএকা থাকবো—কি বলেন দাদু ?

হর। তা তোমরা দু'জনে একটু একাএকা কথা কও না ? যা যা, রুবিকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যা—শোভার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আর লাভটা কি ? যাও তো রুবিদি—আমার শশাঙ্ক ভায়াকে দুটো মিঠে কথা শুনিয়ে দাও !

শশাঙ্ক। (জানালার দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ—এই বাড়ীতে এসেছেন ; শ্রীমতী করবী দেবী তো ? ওঁর মাও এসেছেন। ও—আপনি বুঝি ওঁর সঙ্গে কলেজে পড়েন ? তা আসুন না—আসবেন না ? শুধু একটিবার দেখা ক'রতে চান ? তা বেশ তো, আমি ডেকে দিচ্ছি ! (রুবির প্রতি) আপনার কলেজের একটি মেয়ে আপনার খোঁজ কচ্ছেন ; এই যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—আসুন !

[উভয়ের প্রস্থান।

শোভা। তাহ'লে নিশ্চয়ই মলয়া এসেছে !

হর। মলয়া এসেছে—বুদ্ধির ঢেঁকি ! তুই একেবারে বোকা ; হ্যাঁ—শশাঙ্কটা চৌকোস ছেলে বটে !

শোভা। ও—ছোড়দা এইসব মিথ্যে কথা ব'লে রুবিদির সঙ্গে গল্প ক'রতে গেল ?

হর। হ্যাঁ—ও পারবে !

শোভা। মাগো মা—কি ছেলে ?

(বিন্দু ও নর্ম্মদার প্রবেশ)

বিন্দু। এস ভাই—এঘরে এস ! ওঁর জন্তেই আমার আসতে হয় ;

যাবা মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চেঞ্জে আসেন কিনা? সেই সময়টাতে আমি না থাক্‌লে ওঁর ভারি অসুবিধা হয়!

হর। তুমি বুঝি রুবিদির মা?

নর্ম্মদা। এর মধ্যে আপনার সঙ্গে ভাবসাব হ'য়ে গেছে?

হর। প্রচুর পরিমাণে!

নর্ম্মদা। রুবি গেল কোথায়?

বিন্দু। শশাঙ্কই বা—[শোভা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

হর। কে একজন জানালার কাছে এসে তোমার রুবিকে খোঁজ ক'চ্ছিল; শশাঙ্ক ব'ল্লে এই বাড়ীতেই এসেছে; তারপর শশাঙ্ক রুবিকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল।

(নর্ম্মদার ও বিন্দুর হাস্য)

নর্ম্মদা। আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল দিদি—শশাঙ্কর সঙ্গেই রুবির বিয়ে দিই; দুটিতে খুব মনের মিল হয়েছে! তা এদিকে তোমরা তেমন গা ক'চ্ছনা। আবার ওদিকে কালীবাবুর স্ত্রী রুবিকে একরকম আমার কাছ থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিলে। সুমতিদির বড় ইচ্ছে হিরণ্ময়ের সঙ্গে রুবির বিয়ে দেন। তাঁরা আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন, বেয়াই-বেয়ান পাতিয়েছেন! তাঁদের সঙ্গেই আমরা এখানে এসেছি।

হর। অথচ এখানে এসেও কিরকম রুবিতে শশাঙ্কতে দেখাসাক্ষাৎ হ'য়ে গেল?

বিন্দু! আমি কি ক'রে কথা দিই ভাই! আমার ছেলেমেয়ের খুব সাধ রুবি আমাদের ঘরে আসে; কিন্তু কর্ত্তা এদিকে কোন্ এক রাজ-কন্যের সঙ্গে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন!

(শোভা, রুবি ও শশাঙ্কর প্রবেশ)

শোভা। ছোড়দা? ওঃ—তুমি কি চালাক ছেলে! আর রুবিদি—তুমি কি দুষ্টু মেয়ে! যাক্—তোমাকে মাপ করা গেল! এখন দাছুকে একখানা গান শুনিয়ে দাও।

বিন্দু। এস ভাই—আমরা ওঘরে গিয়ে বসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

হর। গাও—গান গাও দিদি! এমন গান গাইবে যাতে ক'রে আমি বুঝতে পারি তুমি শশাঙ্ককে ভালবাস! Let me see your heart.

গান

ছিনু আমি ঘরের আঙিনায়,
ডাক্‌লে কেন পথের ধারে?
আকাশে আজ মেরে মেঘলা, পথ ঢাকা যে অন্ধকারে!
তবু আমার চলা হল সুরু,
ডাক্‌লো দেয়া গুরু গুরু,
কাঁপলো হিয়া দুরু দুরু!
তুমি আমায় ডেকে কেন গেলে বনের ওপারে?
আমি ওখানে কেমনে যাব শুধাব কা'রে॥

হর। বাঃ—বেশ গান তো! তা তোমার মনের মতন ক'রে এরকম গানটি কোন্ কবি বেঁধে দিলেন?

শোভা। রুবিদি আবার নিজেই কবি যে! ও গান লেখে, গান গায়, পদ্য লেখে—কত গুণ এ মেয়েটির?

হর। ওরে শোভাদিদি, তোর বড়মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতো—আমার স্নানের জল গরম হয়েছে কিনা?

শোভা। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে দাদু—আপনি আসুন!

হর। আমার হাতখানা ধর দিকিনি দিদি। হায়রে সেকাল!

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। তাহ'লে তোমার ইচ্ছে নয়—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়?

রুবি। আমি স্ত্রীলোক—আমিতো আমার বশ নই?

শশাঙ্ক। কবে বিয়ের দিনস্থির হয়েছে?

রুবি। বোশেখ মাসে!

শশাঙ্ক। তোমার বাপমার খুব ইচ্ছে হিরণ্ময়বাবুর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হয়?

রুবি। মা আমার মন জানেন, তাই তাঁর ততটা ইচ্ছে নেই। বাবার খুব ইচ্ছে বটে!

শশাঙ্ক। আচ্ছা, ২রা বোশেখ পর্য্যন্ত You wait for me; তারপর যদি ব্যাপারটা সহজ না হয়ে আসে, আমি যা হয় একটা কিছু ক'রবো। আমার চোখের সাম্‌নে আর একটা লোক তোমায় বিয়ে ক'রবে, আমি তা হ'তে দেব না।

(বিন্দুবাসিনী টেলিগ্রাম হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন)

বিন্দু। শশাঙ্ক—!

শশাঙ্ক। কি বড়মা! টেলিগ্রাম এসেছে শিবপুর থেকে?

বিন্দু। ভাল ক'রে প'ড়ে দেখ্ বাবা—মনে হচ্ছে যেন তোকে যেতে লিখেছে। তোর মায়ের জবানী?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ তাইতো? এর মধ্যে মায়ের কোন মতলব আছে নিশ্চয়ই!

বিন্দু। না বাবা, আমার যেন মনে হচ্ছে—কর্ত্তার কোন অসুখ হয়েছে।

শশাঙ্ক। না না—বাবার অসুখ করলে তোমায় যেতে না ব'লে কি আমায় যেতে লিখ তো ?

বিন্দু। আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম তোর মা-তো এরকম কখনো করেনা— তাই ভাবছি ?

শশাঙ্ক। এবার যে মায়ের মাথায় কুকুমপুর সিঁধিয়েছে !

বিন্দু। আমায় নিয়ে যাবি বাবা ?

শশাঙ্ক। তুমি চ'লে গেলে দাদুর আবার অসুখ বাড়বে।

বিন্দু। মনটা ভাল নিচ্ছে না বাবা ! কখনো তো এরকম আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম করে না। তাই ভাবছি, তিনি খুব ভালরকম জানেন—আমি না গেলে বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

শশাঙ্ক। ছোটমা ভাবছে, তুমি গিয়ে হয়তো আবার হাঙ্গামা বাধাবে; তাই একা আমায় যেতে লিখেছেন। আচ্ছা, আমি এখুনি যাচ্ছি !

বিন্দু। বাড়ী পৌছে কাল সকালে আমায় তার ক'রো বাবা—ভুলনা যেন ?

শশাঙ্ক। তোমার জন্মেই যাচ্ছি বড়মা, নইলে আমি যেতুম না।

[প্রস্থানোদ্যত।

বিন্দু। শোন বাবা—একটা কথা ?

শশাঙ্ক। কি বড়মা ?—

বিন্দু। যদি কুকুমপুরের সেই মেয়ে নিয়ে তোর মা বেশী পেড়াপীড়ি করে—তুই বাপু সেইখানেই বিয়ে কর্। তোর মায়ের মনে কষ্ট দিসনে বাবা !

শশাঙ্ক। বড়মা—তুমি আর ও কথা ব'লোনা। আমি জানি, তোমার ইচ্ছে নয়, ওখানে আমার বিয়ে হয়।

বিন্দু। তোর মাতো কিছু বোঝে না, এই নিয়ে যদি কোন গণ্ডগোল হয়? যেমন তোর মা, তেমনি কর্ত্তা—শেষে তোর উপর সবাই রেগে যাবে। ব'নেদী জমিদার—রাগটা খুবই আছে দরকার কি বাবা—অতো হাঙ্গামায়?

শশাঙ্ক। আমিও তো জমিদারের ছেলে বড়মা?—আমারও তো একটা জিদ আছে! আর তা ছাড়া রুবিকে আমি কথা দিয়েছি। আমি তো তোমায় ব'লেছি, হয় ওকে বিয়ে ক'র্‌বো—নয় বিয়ে ক'র্‌বোই না!

[প্রণাম ও প্রস্থান।

বিন্দু। এস মা—এস!

তৃতীয় দৃশ্য

বসন্তবাবুর অন্তঃপুর

সরযূ, অর্দ্ধেন্দু, শরদিন্দু প্রভৃতি

শরদিন্দু। ডাক্তারবাবু, ছোটমা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—কি ক'রে ওঁকে মদ ছাড়ানো যেতে পারে?

ডাক্তার। উনি নিজে ইচ্ছে ক'রে না ছাড়লে, ওঁকে ছাড়ানো যায় না; কারণ টাকা ওঁর, লোকজন সব ওঁর মাইনে করা কর্ম্মচারী।

সরযূ। ওঁর তো হার্ট ভাল না; তার ওপর—

শরদিন্দু। হ্যাঁ—হার্ট খারাপ; তার ওপর এই রকম সাতআট দিন ধ'রে মদ খাচ্ছেন! ছোটমা বল্‌ছেন এর ফল—

ডাক্তার। অত্যন্ত খারাপ! হার্টের কাজ হঠাৎ বন্ধ করতে পারে—

শরদিন্দু। বাবা তাহ'লে একরকম আত্মহত্যা করছেন বলুন ?

ডাক্তার। হ্যাঁ—একে একরকম আত্মহত্যা বলা যেতে পারে।

সরযূ। শরদিন্দু! তুমি নিজে যাও বাবা—ডেকে নিয়ে এস। ব'লো —আমি ডাকছি।

ডাক্তার। হ্যাঁ—আপনাদেরই কথা কওয়া উচিত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—পারিনি।

শরদিন্দু। বাবা কি এর আগে আর কখনও মদ খেয়েছেন ছোটমা ?

সরযূ। আমি আসার পর তো কখনো দেখিনি বাবা, সামান্য একটু আধটু কখনো-সখনো সাহেবসুবো এলে, তাও রাত্রে খাবার সময়—তুমি যাও শরদিন্দু!

[শরদিন্দুর প্রস্থান।

(রামনারায়ণের প্রবেশ)

রাম। তা হ্যাঁ মা, জামাই আবার মদ ধ'রলেন কতদিন ?

সরযূ। ভিতরে ভিতরে কতদিন ধরেছেন—তা কি ক'রে বুঝ্‌বো বাবা ? এর আগে তো কখনো জানতে পারিনি!

রাম। অবিশ্যি জমিদার মানুষ, মদ একটু আধটু খাওয়া ভাল, শুন্‌ছি নাকি একটু যেন মাত্রাধিক্য হয়ে যাচ্ছে।

সরযূ। আমার পোড়া কপালের দোষেই হয়েছে।

রাম। একেবারে ছাড়াতে যেওনা, তাতে আবার বিপরীত ফল হবে। আমি নিজের হাতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা তৈরী ক'রে পাঠিয়ে দেবো। রোজ সন্ধ্যের পর এক গ্লাস ক'রে খেতে দিও। খুব ভাল রসায়ন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হবে, সুনিদ্রা হবে, হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী ক'রে তুলবে। বিলাতির খরচাই পড়্‌বে বোধ করি, অথচ একটি হচ্ছে বিষ—আর একটি হচ্ছে অমৃত!

সরযূ। কি যে আমি করি! এদিকে শশাঙ্ক এখনো এলনা। আপনিও ব'সে আছেন!

রাম। আমার তো আর সেখানে ফিরে যাবার উপায নেই মা! সে খামখেয়ালী রাজা, তার খেযাল হযেছে এই ঘরেই কাজ করবে—তাতে তার যা খরচা লাগে। রাজার তো আর ছেলেপুলে নেই?—ভবিষ্যতে কুসুমপুর পরগণাটাই তোমার ছেলের! সে আসুক, আমি বুঝিযে বল্লে আর সে আপত্তি করবে না।

সরযূ। এমনিই তো বিশ হাজার দিতে চেযেছে! তাই বা কে দেয বলুন দেখি?

রাম। নইলে কি আর আমি একাজে হাত দিই মা? আমি তো কখনো ভাব্‌তে পারিনে—শশাঙ্ক অমত করবে!

সরযূ। দিদি যে দিনরাত কানে মন্তর ঝাড়ছেন। আমার অবস্থা তো জানেন না আপনি! সতীনের ঘরে মেযে দিযেছিলেন—সেটা এখন ভুলে যাচ্ছেন কেন বাবা?

রাম। আমি তো মা তোর সতীন দেখিনি, আমি দেখেছিলাম জামাই—জামাইযের সম্পত্তি! তা বল্‌তে নেই, লোকের মুখে শুনিছি, জামাই তোমার যত্নও করে খুব! তুমিই তার—ওই জামাই আস্‌ছেন; আমি একটু স'রে থাকি মা, আমার কথাটাও ব'লো একবার।

[রামের প্রস্থান।

(জ্ঞান ও বসন্তবাবুর প্রবেশ)

জ্ঞান। বাবু—ছোটমা আপনাকে ডাকছেন।

বসন্ত। জানি, ওই তো ছোটগিন্নী ওখানে দাঁড়িযে। বাড়ীর সব কুশল তো ছোটগিন্নী?

জ্ঞান। কি বল্‌ছেন আপনি—এইখানে বসুন

বসন্ত। তুমি এখান থেকে যাও জ্ঞানচন্দ্র, ছোটগিন্নী তোমার সাম্‌নে আবার কথা কইবেন না।

[জ্ঞানের প্রস্থান।

সরযূ। চেহারা কি হয়ে গেছে!

বসন্ত। তোমরা চিরটাকাল একটি বসন্ত সেনকে মাত্র দেখ্‌ছো; বড়গিন্নী, বড়গিন্নী, বড়গিন্নী আর ছোটগিন্নী, ছোটগিন্নী, ছোটগিন্নী! তোমার কাছে বলেছি বড়গিন্নীর অন্যায়; বড়গিন্নীর কাছে বলেছি—ছোট, ছেলেমানুষ কি আর বোঝে বল? ছেলেরা তাই জানে, আমলারা তাই জানে—বসন্ত সেন মাটির মানুষ! একটি রকমফের দেখিয়ে দিচ্ছি!

সরযূ। এ রকম ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কেন ক'চ্ছ?

বসন্ত। না, তোমার সর্ব্বনাশ ক'রবো না; আমার মনে আছে—তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে তোমায় বিয়ে করেছি কেন? আমি সেদিন উত্তর দিইনি। শোন, এ বাড়ীতে তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তোমার কথাই চলবে—বড়গিন্নীর কথা চল্‌বে না।

সরযূ। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, আর কখনো মদ খাবেনা?

বসন্ত। আমার বড় ইচ্ছে ছিল, আমার এই অবস্থাটি বড়গিন্নী এসে একবার দেখেন! তুমি ভয় পেয়ে বড়গিন্নীকে তার করনি—চিঠি লেখনি?

সরযূ। তুমি তাই চেয়েছিলে, সে আমি জানি।

বসন্ত। সে তো এলনা—তুমিই দেখ!

সরযূ। বাবা আজ তিনদিন ব'সে আছেন—রাজারা তাঁকে পাঠিয়েছেন।

বসন্ত। ও—সেই কুঙ্কুমপুরের রাজা? শরদিন্দু তো সেখানে গিয়েছিল; তারপর যে ওরা চিঠি দিয়েছিল, তার কোন উত্তর দেওয়া হয় নি বোধ হয়? জ্ঞান—

সরযূ। জ্ঞানকে আর ডাক্‌তে হবে না ; আমি জানি—উত্তর দেওয়া হয় নি।

বসন্ত। বিয়ে এইমাসেই হবে ; শশাঙ্ক কোথায় ? ডাক শশাঙ্ককে ? জ্ঞান—

সরযূ। সে তো বড়দির সঙ্গে মধুপুর গেছে।

বসন্ত। ও—তা'হলে তার কর ? জ্ঞান—

সরযূ। জ্ঞান এখন এদিকে নেই, তার করা হয়েছে।

(শশাঙ্ক ও জ্ঞানের প্রবেশ)

জ্ঞান। ছোড়দাদাবাবু বাড়ী এসেছেন ছোটমা !

বসন্ত। ব্যস ব্যস, তবে আর কি ?

শশাঙ্ক। আমায় তাড়াতাড়ি তার ক'রে আনান হ'ল কেন ?

বসন্ত। আমি কিছু জানিনে ; তোমার গর্ভধারিণী আনিয়েছেন, তোমার দাদামশায় আছেন—তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া কর।

শশাঙ্ক। এমনভাবে urgent telegram ক'র্‌লেন—মনে হ'ল যেন কি একটা কাণ্ড হয়েছে ! যদি কোন কাজ না থাকে, আমাকে কাল সকালেই সেখানে ফিরে যেতে হবে, বড়মা ভয়ানক ভাব্‌ছেন। বড়মাকে একখানা তার ক'রে দাও তো জ্ঞানদা ! দাদামশায়ের শরীর এখনও খুব দুর্ব্বল।

সরযূ। পাতানো দাদামশায় নিয়েই মেতে রইলে বাবা ! এদিকে তোমার আপন দাদামশায় আজ তিনদিন ধ'রে এখানে ধন্না দিয়ে ব'সে আছেন।

(রামনারায়ণের প্রবেশ)

রাম। আমায় বাঁচাও ভাই !

শশাঙ্ক। কেন—আপনার আবার হ'ল কি ?

রাম। তোমার মা বল্লেন, তোমার বাবা চিঠি লিখ্‌লেন, আমি বল্লাম এই মাসেই বিয়ে—

শশাঙ্ক। বিয়ে না হ'লে কি হবে?

রাম। আমার উপর সমস্ত রাগটা এসে পড়বে—কারণ আমি হাতের কাছে আছি?

শশাঙ্ক। যে লোকটা এরকম অপদার্থ যে, একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দেয়, কেননা সে গরীব, আপনি মনে ক'রছেন আমি তার মেয়েকে বিয়ে ক'রবো?

বসন্ত। তোমার ঐখানেই বিয়ে করতে হবে, তোমার দাদামশায় কথা দিয়েছেন।

রাম। হ্যাঁ দাদা, আমি কথা দিয়েছি—আমার মানটা রাখ?

শশাঙ্ক। আপনার কথা দেওয়া উচিত হয়নি!

রাম। আর তোমাদের কথায় থাক্‌বো না দাদা! এইবার আমায় রক্ষে কর?

বসন্ত। আমি পাকা কথা দিয়েছি, এখন তুমি না ব'ল্লে চল্‌বে কি করে?

শশাঙ্ক। আপনি কি আমার মতামত কিছু নিয়েছিলেন?

বসন্ত। তোর আবার মতামত নেব কি? তুই কে? তোকে যা বল্‌বো—তাই কর্‌বি!

শশাঙ্ক। তা যদি মনে করে থাকেন, তো খুব ভুল করেছেন!

বসন্ত। আমি বসন্ত সেন—আমি ভুল করেছি? বেটা কেরে? বেটা আমায় বলে কি?

জ্ঞান। বাবু, এখন ওসব কথা থাক্; ছোটবাবু রাত জেগে এসেছেন; আপনারও শরীরটা—!

বসন্ত। তুমি থাম জ্ঞানচন্দ্র, আমার শরীর ঠিক্‌ই আছে ; কথা এখনি হবে।

শশাঙ্ক। যাক, আমার মতামত থাক্‌—বড়মা অনেক দিন থেকে আপত্তি জানিয়েছেন।

বসন্ত। তোমার বড়মার পরামর্শেই তোমার এরকম মতিচ্ছন্ন ধরেছে !

শশাঙ্ক। বড়মার পরামর্শে কা'রো মতিচ্ছন্ন ধরে না ! বড়মা আজ ক'দিন এখানে নেই—তাই কারো কারো মতিচ্ছন্নের ভাব দেখ্‌ছি বটে !

বসন্ত। ওহে জ্ঞান—এ বেটা কি আমায় গালাগালি দিচ্ছে নাকি ? এটার হ'ল কি ? তোমার বড়মাই তোমার আপনার ? আর তোমার আপন মা,—সে তোমার কেউ না ?

শশাঙ্ক। বড়মাই আমার আপনার !

বসন্ত। তোমার দাদামশাই, আচ্ছা চুলোয় যাক্‌ দাদামশাই—আমি তোমার কেউ না ?

শশাঙ্ক। বড়মার চেয়ে আমার আপনার কেউ নেই !

বসন্ত। আমি যে তোর বাবারে হতভাগা ! তোর বড়মারও—"পতি পরম গুরু !"

শশাঙ্ক। পতি হলেই যে পরম গুরু হয়, আমি সেটা বিশ্বাস করিনে !

বসন্ত। পরশুরাম বাপের আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন, রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন—তা জানিস্‌ ?

শশাঙ্ক। সবাই রামচন্দ্র নন বাবা !

বসন্ত। তোমার বড়মার কথা চল্‌বেনা ; তোমার মা যা বলেন, তাই হবে।

শশাঙ্ক। বড়মার কথা ছাড়া আর কারো কথা আমি মানিনে!

বসন্ত। তোমার এই বিয়ে কর্ত্তে হবে; শ্বশুরমশায়, আপনি গিয়ে খবর দিন—পরশুদিন তাঁরা যেন আশীর্ব্বাদ করতে আসেন।

শশাঙ্ক। তাহলে আর কাউকে পাত্র ঠিক্ করুন, আমি এ বিয়ে করবো না।

বসন্ত। তোমায় বিয়ে কর্ত্তে হবে। আমায় অপমান ক'রবার মৎলব? এই শিক্ষা তোমার বড়মা তোমায় দিয়েছেন?

শশাঙ্ক। বড়মা বোধ করি ভাল শিক্ষাই দিয়েছিলেন; তবে জন্মগত যেটা পাওয়া যায়, সেটা সব শিক্ষার চেয়ে বড়!

বসন্ত। ওহে জ্ঞান, এ বেটা যে আবার গালাগালি দিতে লাগলো! কি—তুই বিয়ে ক'রবিনে?

শশাঙ্ক। বিয়ে যদি করি—নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবো।

বসন্ত। আমি তোমায় কখনো ক্ষমা করবো না শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। আমি জানি—নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্যে আপনি সব করতে পারেন। আচ্ছা আমি চল্লাম—next trainএ মধুপুর যাচ্ছি! [প্রস্থানোদ্যত]

বসন্ত। শুনে যাও?

শশাঙ্ক। আপনি ত্যাজ্যো পুত্তুর ক'রবার ভয় দেখাবেন তো? সে আমি জানি; তাতে আপনার বড় ছেলে ভয় করতে পারে—শশাঙ্ক সেন ভয় পায় না।

বসন্ত। শরদিন্দু!

শরদিন্দু। বাবা—!

বসন্ত। জ্ঞানচন্দ্র—!

জ্ঞান। বাবু আপনি—

বসন্ত। আঃ—আমার কথা শোন; শশাঙ্ক—শুনে যাও, তোমার বড়মাকে ব'লো; যদি কুঙ্কুমপুরের রাজার মেয়েকে বিয়ে না কর—তুমি আমার কেউ নও, আমি এই মর্ম্মে উইল কর্‌বো; আজ রাতেই যেন উইল তৈরী হয় শরদিন্দু!

শরদিন্দু। আপনি বলুন বাবা—আমি বাংলা শর্ট হ্যাণ্ড জানি, লিখে নিচ্ছি!

শশাঙ্ক। দাদার যে খুব উৎসাহ দেখ্‌ছি? বেশ আছ—!

শরদিন্দু। কি করবো ভাই, আমি তো আর তোমার মত লেখাপড়া শিখিনি? বাবার আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য!

বসন্ত। আঃ—সব চুপ কর! আমার অবর্ত্তমানে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরদিন্দুর; আর তুমি যদি কুঙ্কুমপুরে বিয়ে কর—অর্দ্ধেক তোমার ঠিক্ রইল!

শশাঙ্ক। বিয়ে আমি ওখানে ক'রবোনা—এখন আপনি কি কর্‌তে চান, তাই বলুন?

বসন্ত। তোমার ভাগের সম্পত্তি—তোমার গর্ভধারিণীর জীবনস্বত্ব; তারপর তাঁর মৃত্যুর সময় ঐ সম্পত্তি তিনি তোমাকে ছাড়া আর যাকে খুসী দিয়ে যেতে পারবেন। যে তাঁর সেবা করবে, বাকী সম্পত্তি সেই পাবে। তুমিও কিছু পাবে না, তোমার বড়মাও কিছু পাবেন না—তোমার বড়মাকে ব'লো!

শশাঙ্ক। আপনি মনে ক'চ্ছেন, সম্পত্তির প্রলোভন দেখিয়ে আমার মত বদলাবেন?—তা পারবেন না বাবা! এতদিন বড়মাকে দেখছেন, তবু আজ পর্য্যন্ত তাঁকে চিন্‌তে পারলেন না—এইটিই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ! [প্রস্থান।

বসন্ত। বার বার আমার মুখের উপর কথা হতভাগা, পাজী, বদ্‌মায়েস! বড়মা, বড়মা—তোর বড়মাকে পেয়েছিলি কার জন্যেরে পাজী? ওর মায়ের মরণাপন্ন অসুখ—আমি বড়গিন্নীকে কত ক'রে বুঝিয়ে ছোঁড়াটাকে তার কোলে তুলে দিই—; আর আজ সেই বড়মাই হ'ল সব—আমি বেটা ভেসে গেলাম! বেটা পাজীর ধাড়ী—বেটার যত ডিঙ্গী মেরে চাল! শরদিন্দু—লোকজন ডেকে নিয়ে এস; জ্ঞান—উইল কপি কর; আমি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। আমার ছেলে, আমার স্ত্রী—তারা আমার কথা শুনবেনা? তারা আমার কেউ না, তারা আমার কেউ না—এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা! (মূর্চ্ছা)

সরযূ। বাবা, বাবা, দেখুন তো—একি হ'ল? বাবা শরদিন্দু—!

শরদিন্দু। জ্ঞানদা—ডাক্তার বাবুকে ডেকে এনে তুমি চট্ করে উইলটা লিখে ফেল; বলা যায় না—যদি শীগ্‌গির ভালমন্দ একটা কিছু—!

জ্ঞান। আঃ! বড় দাদাবাবু কি বল্‌ছেন—এখন এসব কথা না; ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু—শীগ্‌গির এদিকে আসুন!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বসন্তবাবুর বাড়ীর কক্ষ

শরদিন্দু, সরযূ, জ্ঞান, ডাক্তার প্রভৃতি

শরদিন্দু। আমার কাজ আমি করিয়ে রাখলুম ছোটমা! বাবার শেষ ইচ্ছে—সেটা পূর্ণ হওয়া দরকার। তারপর উনি সেরে উঠুন, উইল বদলাতে বলেন—বদলানো যাবে। আমি আয়রণ সেফে রেখে দিয়ে আসি।

সরযূ। যা ভাল বোঝ, তাই কর বাবা—আমার তো হাত-পা উঠ্‌ছেনা!

জ্ঞান। দেখুন ছোটমা, একটা কথা আপনাকে বলি!

ডাক্তার। দেখুন জ্ঞানবাবু, এ ঘরে কোন বৈষয়িক কথা কইবেন না; বল্‌তে হয়, বাইরে গিয়ে বলুন!

জ্ঞান। কি রকম অবস্থা দেখ্‌ছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। ভাল না! মুখখানা paralysed হ'য়ে গেছে, তার উপর heart damaged হ'য়ে আছে—যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারেন!

(বিন্দু, শরদিন্দু, শশাঙ্ক ও শোভার প্রবেশ)

বিন্দু। ছোটবৌ—?

সরযূ। এস দিদি! আর কি দেখছো? আজ দু'রাত্তির এইভাবে কাটছে; মুখে কথাও নেই বার্ত্তাও নেই!

বিন্দু। যখন শশাঙ্ককে তার করেছিলে, তখন আমায় আসতে বলনি কেন?

সরযু। কি ক'রে বুঝবো বলো?

ডাক্তার। আঃ—চুপ চুপ!

বিন্দু। কোন বড় ডাক্তারকে ডাকা মনে করেন?

ডাক্তার। সবাইকে আনান' হ'য়েছে, সেদিক থেকে ত্রুটি কিছুই হয়নি। আপনি কাছে এসে বসুন; কবার চোখ চেয়ে আপনাকেই খোঁজ করেছেন। বসন্তবাবু আত্মহত্যা করছেন—It is nothing but suicide; কিন্তু তার মূল আপনি আর শশাঙ্কবাবু। আপনারা ওঁর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন সহজ মানুষের মত! But he is a diehard man all through his life.

বিন্দু। বলেন কি—ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার বোঝা উচিত ছিল—উনি বহুকাল থেকে মানষিক ব্যাধিতে ভুগ্‌ছেন। তার উপর low vitality, rich dietfirst life. ভাল না—ভাল না!

বিন্দু। ওঁর কি অসুখ ছিল ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার। নানা রকম মিশ্র ব্যাধি। ওঁকে বাঁচাতে পারতেন আপনি। আমায় উনি সব গোপন কথা ব'লেছিলেন। এখনও যদি বাঁচেন—আপনার সেবায়! দেখুন, এখন আর আমি এখানে থাক্‌বো না; আমি বাইরে যাচ্ছি, যদি দরকার হয়—আমাকে ডাক্‌বেন।

(বসন্তবাবু চক্ষু মেলিলেন)　　[প্রস্থান।

বিন্দু। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ! (সম্মতিসূচক সঙ্কেত) কেন এমন ক'রলে?—(ললাট স্পর্শ করিলেন) শশাঙ্ককে ডাক্‌বো? শশাঙ্ক—শশাঙ্ককে ক্ষমা কর!

শশাঙ্ক। বাবা আমায় ক্ষমা করুন,—আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি; আমি আপনার মৃত্যুর কারণ! (বসন্তবাবুর ক্ষমাসূচক সঙ্কেত)

বিন্দু। ছেলেদের জন্যে উইল টুইল কিছু ক'রবে? (সম্মতিসূচক সঙ্কেত) কালীবাবুকে ডেকে আন শরদিন্দু! কর্ত্তার ইচ্ছে উইল করবেন।

শরদিন্দু। এখন আর উইলের দরকার নেই মা! এখন শুধু ওঁকে কষ্ট দেওয়া; শশাঙ্কর উপর রাগ ক'রে বলেছিলেন বলেই কি, তাই করে যেতে হবে?

বিন্দু। শরদিন্দু, কর্ত্তা যেদিন আমার উপর রাগ ক'রে মদ খেতে আরম্ভ করলেন, তখন তুমি আমায় তার করলে না কেন?

শরদিন্দু। বন্ধুবান্ধব নিযে আড্ডা দিচ্ছেন, মদ খাচ্ছেন কিনা—তা কি করে বুঝবো? তা না হ'লে আমি জেনে শুনে—

শশাঙ্ক। বড়মা, আমায় তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে—আমি সেই প্রায়শ্চিত্তই করবো।

বিন্দু। বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে? শশাঙ্ক শশাঙ্ক—! (সকলে রোগীর নিকটে গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নর্ম্মদা ও রুবি

নর্ম্মদা। রুবি—?

রুবি। আমায় কিছু বলবে মা!

নর্ম্মদা। হ্যাঁ—বলবো। শশাঙ্কর কথা সব শুনেছ তো?

রুবি। হ্যাঁ—শুনেছি!

নর্ম্মদা। আমার ইচ্ছে ছিল, শশাঙ্কর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হয়; কিন্তু এখন উপায় কি বল?

রুবি। আমি বিয়ে ক'রবো না মা!

নর্ম্মদা। সেকি! ও কথা কি স্ত্রীলোকের বলা চলে মা? কেন, শশাঙ্ক কি তোমায়—

রুবি। তিনি আমায় চিঠি দিয়েছেন।

নর্ম্মদা। কি লিখেছে?

রুবি। তিনি বাপের ত্যাজ্যপুত্র কপর্দ্দকহীন—ভিখারী! কেন তাঁর এ অবস্থা হয়েছে, তা তিনি লেখেন নি।

নর্ম্মদা। সত্যি কথা লিখেছে তোমায়?

রুবি। হ্যাঁ লিখেছেন; আরো লিখেছেন—আমি জানি, আমার মত দরিদ্রকে তোমার বাপ-মা ইচ্ছে ক'রে কন্যাদান ক'রবেন না। কেউ তা করে না! তাই আমি সে আশা ছেড়ে দিয়ে শীগ্‌গিরই বাইরে কোথাও চলে যাবো!

নর্ম্মদা। এ একরকম ভালই হ'ল মা! সে নিজেই তোমায় নিষ্কৃতি দিয়েছে।

রুবি। (অর্দ্ধস্বগতঃ) যদি মধুপুরে ওঁর সঙ্গে আর দেখা না হ'ত!

নর্ম্মদা। তোমার সঙ্গে তার বিয়েও হয়নি—বাক্‌দানও হয়নি ; বরঞ্চ বাক্‌দান হয়েছে হিরণ্ময়ের সঙ্গে।

রুবি। আজ হিরণ্ময় বাবু আসবেন এখানে ?

নর্ম্মদা। নিশ্চয়ই আসবে—আসছে সপ্তাহে বিয়ে ; তুমি আর অমত ক'রনা মা !

রুবি। তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—আমি নিজে তাঁকে সব কথা বলবো।

নর্ম্মদা। সেটা কি ভাল হবে মা ? তুমি নিজে যদি তাকে বল, তুমি শশাঙ্ককে ভালবাস—কথাটা তার কি ভাল লাগবে মা !

রুবি। হিরণ্ময় বাবুকে আমি সত্যই শ্রদ্ধা করি মা ! তাই যে কথা কাউকে বলা যায় না, সে কথা আমি ওঁকে বলতে পারি। হিরণ্ময়বাবু বড় ভাল—বড় মহৎ !

(অমর ও হিরণ্ময়ের প্রবেশ)

অমর। এস—এস বাবা হিরণ্ময় ! তাহ'লে কি রকম বিয়ে হবে, তোমার কতগুলি বন্ধুবান্ধব আসবেন, তোমার বাবার বন্ধুই বা কতগুলি আসবেন ?—এসব আমার in details জানা দরকার ! একটা পেন্‌সিল ? আমার ছোট্ট বাড়ী—বড় দেখে একটা বাড়ী ভাড়া নিতে হবে ; একটা কলম ?

হিরণ্ময়। আপনি বসুন—আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি !

অমর। তুমি বুঝিয়ে বলছ ?

হিরণ্ময়। আপনি বসুন—ব্যস্ত হবেন না ! বাড়ীতে শুনেছি, খুব নিকট আত্মীয় জনকয়েক,—আর আমার কয়েকজন বন্ধু আসবেন !

অমর। (নর্ম্মদাকে ইসারা) হিস্ হিস্ ! কথাটা বলেছ ঠিক ; তুমি কাল বাদে পরশু এজলাসে গিয়ে জজ্ হ'য়ে বসবে, তোমার কি আর

ইস্কুলের ছেলের মত টোপর মাথায় দিয়ে বর সাজা পোষায় ? গিন্নী—শোন !

নর্ম্মদা। (দ্বারের কাছে গিয়া) আঃ—আমার দিকে চেয়ে ওরকম হিস্ হিস্ কচ্ছিলে কেন ?

অমর। আমি কতক্ষণ থেকে তোমায় ইসারা কচ্ছি—উঠে এস, উঠে এস ! ওরা দু'জনে কথা কইবে, একা একা—তা তুমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছনা !

নর্ম্মদা। না—বুঝতে পাচ্ছি না ; তুমি আর ইসারা টিসারা ক'রো না !

অমর। না না—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ; ওদের কিছুক্ষণের জন্য একলা থাকতে দেওয়া বিশেষ দরকার !

নর্ম্মদা। হ্যাঁ হ্যাঁ—বুঝেছি ; তুমি এখন এস !　　[উভয়ের প্রস্থান।

রুবি। বসুন !

হিরণ্ময়। হ্যাঁ ব'সছি ! আচ্ছা, আপনার বাবার কি সত্যি মাথা খারাপ ? আমায় একদিন বলেছিলেন—

রুবি। পাঁচজনে ব'লে ব'লে প্রায় মাথা খারাপ করে তুলেছে—আসলে উনি অত্যন্ত সরল ! সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন ব'লে যখন সে সম্বন্ধে কোন কথা কন, প্রায়ই গণ্ডগোল করে ফেলেন !

হিরণ্ময়। হ্যাঁ—তাই দেখছি !

রুবি। আপনাকে যদি আমার নিজের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলি, আপনি কি আমার উপর রাগ ক'রবেন ?

হিরণ্ময়। না না—মোটেই না !

রুবি। দেখুন, আমার বাবা-মা সবারই ইচ্ছে আপনার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়।

হিরণ্ময়। আপনার নিজের কি এবিষয়ে কিছু আপত্তি আছে ?

রুবি। আমি আপনাকে আমার কথা বুঝিয়ে ব'লতে চেষ্টা করবো। আপনাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। আপনাকে দেখবার আগে আমি আর একজনকে ভাল বেসেছি ; আমি তাঁকে ভুলতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারিনি !

হিরণ্ময়। ভুলবার আবশ্যক কি ? তাঁর সঙ্গেই আপনার বিয়ে হলেই তো খুব ভাল হয় !

রুবি। এক সময় তিনি আমায় ব'লেছিলেন—আমায় বিয়ে ক'রবেন। হঠাৎ একটি দুর্ঘটনায় তাঁর মনপ্রাণ ভেঙ্গে গেছে—হয় তো তিনি আর সংসারেই থাকবেন না !

হিরণ্ময়। সংসারে থাকবেন না—এমন কি দুর্ঘটনা ?

রুবি। কিসে যে তিনি মনে এত আঘাত পেলেন, তা আমি জানি না ; শুধু এইটুকু জানি, সম্প্রতি তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে।

হিরণ্ময়। তাঁর সঙ্গে এর ভিতর আপনার দেখা হয়েছিল ?

রুবি। না—দেখা হয়নি ; তিনি আমায় চিঠি দিয়েছেন।

হিরণ্ময়। তাতে কি তিনি আপনার কাছে বিদায় চেয়েছেন ?

রুবি। তিনি লিখেছেন—আমি দরিদ্র, তোমার যোগ্য নই ! আমি বিপুল পৃথিবীতে জীবনের পথে একা চ'ল্লাম। আমায় বিদায় দাও—আমায় ভুলে যাও !

হিরণ্ময়। তিনি কি আমাদের বসন্ত বাবুর ছেলে শশাঙ্ক বাবু ?

রুবি। (সম্মতিজ্ঞাপন)

হিরণ্ময়। তিনি যে দরিদ্র, তার কারণ—সে কি আপনি ?

রুবি। কি আমি ?

হিরণ্ময়। আমি শুনেছি,—তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন, তাঁর

বাপ তাঁকে অন্য মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে বলেন, তিনি তাতে অসম্মত হন; এই সামান্য কারণে তাঁর বাপ তাঁকে সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করেন। তারপর তার বাবা মারা যান—!

রুবি। তিনি কি তাঁর বাবার মৃত্যুর কারণ?

হিরণ্ময়। না না—তাঁর বাপ তো সন্ন্যাসরোগে মারা যান! দৈহিক ব্যাধি না থাকলে শুধু মানসিক অশান্তিতে কেউ কখনো মারা যায় না। শশাঙ্ক বাবু কি তা হ'লে আপনার জন্য এ ত্যাগস্বীকার ক'রেছেন? তা হলে তুমি যাও তাঁর কাছে—তুমি তো তাঁরই!

রুবি। তবে তিনি আমার কাছে বিদায় চেয়েছেন কেন?

হিরণ্ময়। বোধ হয় তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে,—তুমি বড়লোক শশাঙ্ককে ভালবেসেছিলে, গরীব শশাঙ্ককে ভালবাসতে পারবে কিনা?

রুবি। ভালবাসার কাছে গরীব-বড়লোক আছে?

হিরণ্ময়। প্রণয়ে নেই—পরিণয়ে আছে।

রুবি। আমি তাঁর কাছে যাব?

হিরণ্ময়। যদি তাঁকে ভালবাস—নিশ্চয়ই যাবে। না গিয়ে তোমার কোন উপায় নেই রুবি!

রুবি। আমার বাবা-মা যে আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবেন ব'লে মাসীমাকে বাক্যদান করেছেন? আমি কি আপনার বাগ্‌দত্তা?

হিরণ্ময়। বাক্যদান তাঁরা করেছেন—তুমি তো বাক্যদান করনি রুবি?

"সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই!"

বাক্যের চেয়ে মানুষ বড়—মানুষের প্রাণ বড়!

"জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে—
তার নিমন্ত্রণ দিকে দিকে লোকে লোকে !"

এমন যে মানুষ—সে মানুষকে আমি বাঁধবো কোন্ বাক্য দিয়ে ?

রুবি। তাহলে আপনি আমায় মুক্তি দিবেন ?

হিরণ্ময়। তুমি তো মুক্ত ! তুমি যাও—তাঁর কাছে যাও।

রুবি। আপনি আমার বন্ধু, আমার ভাই—মলয়ার মত আমাকেও আপনি ছোটবোন ব'লে জানবেন !

হিরণ্ময়। এতদিন তোমার মনের কথা আমায় জানাও নি কেন রুবি ?

রুবি। মনে ভেবেছিলাম—আমি আপনার বাগ্‌দত্তা। মাসীমাকে আমি মায়ের মত ভাবি, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আমি অনেক দিন ধ'রে মন বাঁধবার চেষ্টা করেছি ; কিন্তু যত বার তাঁকে দেখেছি—আমার মন আর বাঁধা মানেনি। আজ তাঁর চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি ! আমি জানি, আপনি আমার পরম হিতৈষী ; তাই একথা আপনাকে বল্লাম !'

হিরণ্ময়। তুমি ঠিক অনুমান করেছ করবী—আমি তোমায় ভালবাসি ! তোমায় ভালবেসেই আমি ভালবাসার স্বরূপ যে কি, তা জান্‌তে পেরেছি। তোমায় হারানো আমার পক্ষে অল্প ক্ষতি নয় ; কিন্তু তুমি আমায় স্বেচ্ছায় যে বড় ভাইয়ের অধিকার দিয়েছ—তার মূল্য কম নয়। আমি সে অধিকার নিলাম ; তার চেয়ে বেশী চাইলে—তোমার কাছে শুধু নিজের দৈন্যই দেখানো হবে। এখন তুমি কি করবে রুবি ?

রুবি। আমিতো জানিনে ?—আপনি আমায় উপদেশ দিন !

হিরণ্ময়। এখন তো আর কেউ তোমায় উপদেশ দিতে পারবে না? যে তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব ছেড়েছে, তাঁর পাশেই তোমার স্থান!

রুবি। কিন্তু তিনি যে আজ পথের পথিক! তিনি আমায় লিখেছেন—জীবনপথে আজ আমি পথিক ছাড়া আর কিছু নই!

হিরণ্ময়। তুমি হবে তাঁর "পথের সাথী"!

রুবি। যদি আমায় সাথী না করেন?

হিরণ্ময়। তাহলে বুঝ্‌বো তাঁর প্রেম মিথ্যা, ত্যাগ মিথ্যা,—এ শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা।

(অমরবাবুর ও নর্ম্মদার প্রবেশ)

অমর। তাহলে কি হ'ল হিরণ্ময়?

হিরণ্ময়। আমি করবীর বড় ভাই!

অমর। বড়ভাই? কি সর্ব্বনাশ! নর্ম্মদা শুন্‌ছো, হিরণ্ময় বলে কি? বড়ভাই! আরে—ভাইবোনে বিয়ে দেওয়ার প্রথাতো প্রাচীন ঈজিপ্ট ছাড়া আর কোন দেশে নেই!

নর্ম্মদা। আচ্ছা তুমি থাম, গণ্ডগোল কর'না—আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি। রুবি—কি হয়েছে মা?

রুবি। হিরণ্ময়দা ঠিকই ব'লেছেন—আমি যাঁর, তাঁর কাছেই আমায় যেতে হবে। উনি আমায় মুক্তি দিয়েছেন! তোমরা মাসীমার কাছে যে বাক্যদান করেছিলে—তা থেকে মুক্ত!

অমর। মুক্ত? মুক্ত মুক্তি—এসব কথা ঠিক্ ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে হিরণ্ময়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?

রুবি। না—!

অমর। তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

হিরণ্ময়। শশাঙ্কবাবুই রুবির স্বামী।

অমর। শশাঙ্কবাবু! না না—সে কেমন করে হ'বে? এবার তার গুরুদশার বছর—তার এখন বিয়ে করাই উচিত না; তারপর তার বাবারও ইচ্ছে ছিল না আমার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়!

নর্ম্মদা। তুমি চুপ কর, চুপ কর; মেয়ে যখন শশাঙ্ককে ভালবাসে, তখন আমাদের দায়িত্ব কিছু নেই—এখনকার কথা শশাঙ্ক বুঝ্‌বে আর রুবি বুঝ্‌বে!

অমর। বোঝে—তবেতো? এইতো এতদিন ধ'রে বোঝান গেল, ফল কিছু হ'ল কি? এখন আবার শশাঙ্ককে কে বোঝাবে তা কে জানে!

নর্ম্মদা। তোমায় ভাবতে হবে না—রুবি আপনি শশাঙ্কর কাছে যাবে।

রুবি। বাবা, মা, হিরণ্ময়দাদা—আপনারা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই।

অমর। নর্ম্মদা—তুমি সঙ্গে যাও; আচ্ছা বাবা হিরণ্ময়, তুমি তাহলে বাড়ী যাও!

(হিরণ্ময় যাইতেছিল পিছন হইতে অমর ডাকিল)

অমর। শোন শোন—I am veay sorry, I am very sorry!

তৃতীয় দৃশ্য

বসন্তবাবুর কক্ষ

শরদিন্দু, প্রতিমা ও সরযূ

শরদিন্দু। দেখ দেখি ছোটমা, বড়মার অন্যায়টা? আমায় উনি যাচ্ছেতাই বল্‌লেন! আমিই যেন জোর ক'রে বাবাকে দিয়ে উইল লিখিয়েছি! তুমি তো বাপু ছিলে সেখানে—আমি তোমায় সাক্ষী মান্‌ছি!

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। (প্রতিমার প্রতি) এই যে—বৌমা তুমি আছ?

সরযূ। তবু তোমার ছেলে-বৌ দেখ্‌ছে তাই—নইলে কেউ বোধ হয় মুখে একটু জলফোটাও দিত না!

বিন্দু। ছোটবৌ, চিরকালটা কনে-বৌটিই রয়ে গেলে? আর একজন বুদ্ধি যোগান দিলে তবে তোমার বুদ্ধি খেলবে? যাক্, আমি তোমাদের দু'একটা কথা বলবো—তোমরা শোন!

শরদিন্দু। বল মা—তোমার কি বলবার আছে? ছোটমা—কথাগুলি শুনে রেখ; তোমার কথা নিয়েই কথা উঠ্‌বে।

বিন্দু। আমি আসবার আগে কর্ত্তা যে উইল করেছিলেন, সে কথা আমায় বলনি কেন?

শরদিন্দু। ব'লবার আর সময় কই পেলাম মা! তুমি এসে দাঁড়ালে—তারপর বাবা আর কতক্ষণ বেঁচে ছিলেন? তখন ওঁকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত—তখন কি আর উইলের কথা তোলবার সময়? আর উনি যে উইল করেছিলেন, সে কথা সবাই জানে—শশাঙ্ক পর্য্যন্ত!

বিন্দু। আমি যখন উইলের কথা তুললাম, তুমি এমন ভাবটি দেখালে যে, তার আগে উইল টুইল কিছু হয় নি!

শরদিন্দু। তুমি অন্যায় করেছিলে মা! বাবার তখন শ্বাস উঠ্‌ছে—তখন উইলের কথা তুলে লাভ!

বিন্দু। তখনো ওঁর জ্ঞান ছিল—আমি ওঁর মত নিয়ে উইলখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতুম!

শরদিন্দু। উইলে বাবা ছোটমাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন—সেই উইল নষ্ট করা অন্যায় হ'ত।

বিন্দু। তোমার যে এতখানি ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা আছে, আমি আগে তা জানতাম না শরদিন্দু!

শরদিন্দু। তুমি তো কোন দিনই আমার ভাল দেখনি মা—আজ হঠাৎ ভাল দেখ্‌বে কেমন করে?

বিন্দু। শরদিন্দু—আমি তোমার মা! আমি বলছি, উইলখানা আমার সামনে আগুনে পুড়িয়ে ফেল।

শরদিন্দু। আমি তা পারিনে মা—বাবার শেষ আদেশ।

বিন্দু। কি দোষে শশাঙ্ক তার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হবে?

শরদিন্দু। দোষ যা' তা আমি মুখে বলবো না মা! দশে ধর্ম্মে জানে—চোখে দেখেছে। তবু আমি বলছি, যাঁর সম্পত্তি, তিনি শশাঙ্ককে কিছু দিয়ে যান নি—আমি কি করতে পারি? হয়তো শশাঙ্কর চরিত্র সংশোধনের জন্য বাবা এই ব্যবস্থা করেছিলেন। শশাঙ্কর অর্দ্ধেক সম্পত্তি যদি ছোটমার হাতেই থাকে—তাতে ক্ষতি কি? ছোটমা তো ওর সৎমা না? শশাঙ্ক যদি ছোটমার মনে কষ্ট না দেয়, উনি সে সম্পত্তি শশাঙ্ককেই দিয়ে যাবেন! আমি তো আর আমার জন্যে বলছি নে—

আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না ? আমি ছোটমার মুখ চেয়ে কথা কইছি।

সরযূ। সত্যি দিদি, শরদিন্দু তো অন্যায় কথা বল্‌ছে না ; আমি সম্পত্তি নিয়ে কি ক'রবো ?

শরদিন্দু। সম্পত্তি যদি ছোটমার নামে থাকে—শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে ভাল থাক্‌বে। ওর নিজের নামে সম্পত্তি পেলে ও যেরকম বাউণ্ডুলে—ওতো সব দু'দিনে উড়িয়ে দেবে। ছোটমাকে দু'বেলা দুটো খেতেও দেবেনা !

বিন্দু। তাহ'লে উইল তুমি নষ্ট ক'রবেনা শরদিন্দু ?

শরদিন্দু। আমি তা পারিনা মা, আমায় তুমি অন্যায় অনুরোধ ক'রোনা।

বিন্দু। ছোটবৌ, তাহলে তোমারও ইচ্ছে নয়—শশাঙ্ক ঘরবাসী হয় ?

সরযূ। ছেলের ভালর জন্যে কর্ত্তা নিজে যা ব্যবস্থা করে গেছেন, আমি তা না করি কেমন ক'রে দিদি ?

বিন্দু। তোমার নিজের পেটের ছেলে ! তার অপরাধ—সে তোমার বাপের বাড়ীর এক মুখ্যু খামখেয়ালী জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেনি ; সেইজন্যে সে তার পৈতৃক সম্পত্তি পাবেনা ?

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বড়মা—কেন এসব কথা নিয়ে মাকে পেড়াপীড়ি করছ ? আমিতো ও সম্পত্তি নেবনা।

বিন্দু। তুমিতো কারো দান নিচ্ছ না বাবা ?

শশাঙ্ক। বাবা আমার সাম্‌নে, আমার মুখের উপর বলেছেন—আমি কিছু পাবনা ; তারপর কারো কথায় আমি আর সে সম্পত্তি ভোগ কর্ত্তে পারিনে। . আচ্ছা, আমি চল্লাম !

বিন্দু। শশাঙ্ক—!

শশাঙ্ক। আমি যাবো বলে বেরিয়েছি বড়মা ?

বিন্দু। কোথায় যাবে ?

শশাঙ্ক। আমি আজমীর কলেজে ইংরেজীর lecturer হয়ে যাচ্ছি।

বিন্দু। এখনি যাবে ?

শশাঙ্ক। আমি বেরিয়েছি বড়মা! গোটা পঞ্চাশ টাকা আমায় দিতে পার বড়মা—তোমার নিজের টাকা থেকে ?

বিন্দু। ও বাবা দাঁড়া—আমিও একটু গুছিয়ে নিই ? আমায় মধুপুর রেখে তুমি চলে যেও। ছোটবৌ—এখনো বুঝে দেখ। আজ যদি শশাঙ্ক ভিটে ছেড়ে চলে যায়, ওকে আর তুমি আন্‌তে পারবে এখানে ?

শশাঙ্ক। তুমি চট্ ক'রে নাও বড়মা—আমি time tebleটা দেখে আসি। [প্রস্থান।

বিন্দু। আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে ?

সরযূ। দিদি, ছেলে আমার বশ না—আমার কোন কথা কখনো শোনেনি।

বিন্দু। ছোটবৌ—আসল বস্তু চিনলে না!

[প্রস্থান।

শরদিন্দু। তুমি বড়মার কথা শুনোনা ছোটমা! বাবা সবদিক বুঝেই কাজ করে গেছেন—তিনি পাকা বিষয়ী লোক ছিলেন। সম্পত্তি তোমার হাতে থাকলে ওই শশাঙ্কই আবার—এখন তোমায় ভয় দেখাচ্ছে বই তো নয়—দিন পনেরো পরে ঠিক্ তোমার কাছে এসে হাজির হবে। ও যাবে কোথায় ? তুমি কিছু ভেবনা—তুমি শক্ত হও।

(বিন্দু ও শোভা এবং দুইটী বাক্স লইয়া ঝির প্রবেশ)

বিন্দু। এই বাক্সটি শোভা তুমি নাও—আর এইটে বৌমা তুমি নাও! আমার সমস্ত গয়না ভাগ করে দেওয়া রয়েছে।

শোভা। আমিও আজ শ্বশুরবাড়ী যাব বড়মা! চিঠি পেয়েছি শাশুড়ীর বড় অসুখ। জ্ঞানদা আমায় রেখে আসুক!

(জ্ঞানের প্রবেশ)

জ্ঞান। আমায় ডাক্‌ছিলেন বড়মা?

বিন্দু। তুমি শোভাকে ওর শ্বশুরবাড়ীতে রেখে এস।

জ্ঞান। কবে আসবেন বড়মা?

বিন্দু। তা কি করে বল্‌বো বাবা! এইগুলি রেখে দাও—এ থেকে এক শত টাকা ঝি-চাকরদের দিও আর বাকী তুমি নিও।

জ্ঞান। মা—আপনি হাতে করে দিচ্ছেন, আমি মাথায় করে নেব। কর্ত্তাবাবু অকালে চলে গেলেন! আপনি যদি থাক্‌তেন—সব বজায় থাক্‌তো!

বিন্দু। আমি অভিমান করে যাচ্ছি না বাবা—আমি আবার আস্‌বো।

(শশাঙ্কর প্রবেশ)

শশাঙ্ক। কই বড়মা! জ্ঞানদা—চল্লাম; যদি কখনো ওধারে তীর্থ করতে যাও, আমায় আজমীরে চিঠি লিখো।

প্রতিমা। সন্তানের দোষ-অপরাধ নেবেন না মা—আবার আসবেন!

শশাঙ্ক। তাহ'লে আসি মা?

সরযূ। শশাঙ্ক! শরদিন্দু—উইলখানা নিয়ে এস; আমি দিদির হাতে দিই—দিদি যাখুসী তাই করুন!

শরদিন্দু। তুমি বল্‌ছো ছোটমা—আমি এনে দিচ্ছি। আমারতো

আর শশাঙ্ককে বিষয় ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্য নয়? আমি চেয়েছিলাম— সম্পত্তিটে যাতে রক্ষে হয় আর শশাঙ্কর সঙ্গে সুষির বিয়ে হয়; দুইবোনে মিলেমিশে এক সঙ্গে থাকে। তা বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ—তাই হোক্!

[প্রস্থান।

(রুবির প্রবেশ)

শশাঙ্ক। এিকি! রুবি—তুমি?

রুবি। হ্যাঁ আমি; তুমি কোথায় যাচ্ছ?

শশাঙ্ক। আমি আর এদেশে থাক্‌বোনা।

রুবি। আমায় তোমার সঙ্গে নাও, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

শশাঙ্ক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে! সত্যি যাবে রুবি? আমি এতখানি আশা করিনি রুবি?

(নর্ম্মদার প্রবেশ)

নর্ম্মদা। আমার মেয়ে নাও দিদি, তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি; তুমি যা ভাল বুঝবে তাই ক'রো।

শশাঙ্ক। বড়মা—তুমি আমায় আদেশ দাও!

(শরদিন্দুর প্রবেশ)

শরদিন্দু। এই নাও ছোটমা!

সরযূ। দিদি!

বিন্দু। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি শরদিন্দু—তোমার ভাল হবে; শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। বড়মা, তুমি আর আমায় ও অনুরোধ ক'রোনা। বাবা আমায় সম্পত্তি দেননি। আমি কারো অনুরোধে সে সম্পত্তি নিতে পারিনে। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের আশীর্ব্বাদেই আমি সুখে থাক্‌বো।

(অমরের প্রবেশ)

অমর। তাহ'লে কি হ'ল নর্ম্মদা ?

নর্ম্মদা। সব ঠিক্ হয়ে গেল—শশাঙ্কর সঙ্গে রুবির বিয়ে হবে।

বিন্দু। এতদিন আপনার মেয়ে আমার কাছেই থাক্‌বে।

অমর। আপনার কাছে থাকবে? ও—আপনিই বুঝি শশাঙ্কর বড়মা! আমাদের বেয়ানঠাক্‌রুণ? আর উনি বুঝি আর এক বেয়ান? হ্যাঁ—দেখুন বেয়ানঠাকরুণ, শুনেছিলুম বটে বেয়াই মহাশয়ের দুই সংসার —ভদ্রলোক অকালে মারা গেলেন; থাকলে আজ কত আনন্দ করতেন! যাক—তিনি স্বর্গে গেছেন, বেশ গেছেন! দুই স্ত্রী রেখে স্বর্গে যাওয়া সোজা কথা না—কটা লোকের ভাগ্যেই বা হয়? পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন—

নর্ম্মদা। আঃ—কি বলছো? ছি ছি! চলে এস—ওসব কথা কেউ বলে না কি আবার?

অমর। আমি একটু সৌজন্য ক'রছিলাম!

নর্ম্মদা। থাক, তোমার আর সৌজন্য করতে হবে না—চলে এস।

অমর। শশাঙ্ক, তুমি তাহলে রুবিকে বিয়ে ক'চ্ছ? Very good—I am very glad, very glad! তাহলে তুমিই রুবির উপযুক্ত পাত্র? I am very glad, very glad—very glad!

যবনিকা